দক্ষিণ আফ্রিকা দৌত্য-কাহিনী

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

২০ সুরি লেন
কলিকাতা

মূল্য ৸০ আনা

প্রকাশক—
নিখিলচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী এম, বি
২০ নং সুরি লেন, কলিকাতা।

আষাঢ়—১৩৪০

প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ
প্রকাশ প্রেস
৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মুখবন্ধ

সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় সংস্কার সম্বন্ধে ভারতবর্ষে এবং বিলাতে যে তুমুল চেষ্টা হইতেছে, সে সম্বন্ধে দেশনায়ক ও দেশবিদেশের রাজনীতিকগণের নিকট সানুনয় আবেদন জানাইয়াছি যে, ভারতবাসী স্বাধীন উপনিবেশ-অধিকার না পাইলে সকল সংস্কার চেষ্টাই বিফল হইবে। Round Table Conference এবং Joint Parliamentary Committee প্রভৃতি সভাসমিতির মেম্বরগণকে ও Lord Irwin প্রভৃতি ভারত প্রেমিক মন্ত্রীগণকে একথা বার বার জানাইয়াছি। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত এখনও শেষ হয় নাই। উপনিবেশ প্রত্যাবৃত্ত ৭০০ নরনারী ও বালক বালিকা কলিকাতার উপকণ্ঠে আকড়া মেটিয়াবুরুজ প্রভৃতি স্থানে সমবেত হইয়া অমানুষ কষ্ট ও নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন ও করিতেছেন—এ বিষয়ে ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়া সরকারের ও সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার অপরাধে সরকার বাহাদুর আমাকে কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত করিবার ব্যবস্থা করেন। এই দুর্ভাগ্য ঔপনিবেশিকগণের দুর্দ্দশা মোচনের উপায় উদ্ভাবন কল্পে ভারত গভর্ণমেণ্টের ইঙ্গিত মতে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট এক কমিটী সৃষ্টি করেন—এবং দণ্ডস্বরূপ আমারই উপর এই কমিটীর সভাপতিত্বের ভার পড়ে। সরকারের করুণ ব্যবহারে আংশিক দুঃখ মোচন হইয়াছে কিন্তু আসল কথার মীমাংসা হয় নাই। কমিটীর সকল প্রস্তাবই এখনও বিচারাধীন। ঔপনিবেশিকগণের উপনিবেশ প্রত্যাবর্ত্তনের কোন ব্যবস্থাই এখনও হয় নাই। ব্যক্তিগত হিসাবে ইহাতে আমার ক্ষতি বিস্তর—অমানুষ পরিশ্রমের ফলে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল কিন্তু

যাহাদের মঙ্গলের জন্য এই চেষ্টা ও পরিশ্রম তাহাদের কিছুই করিতে পারিলাম না। অন্ন বস্ত্র ও ঔষধ অভাবে তাহাদের নিদারুণ যন্ত্রণার উপশম করিতে পারিলাম না—এই সকল হতভাগ্য আমাদিগকে নিত্য অভিসম্পাত করিতেছে। ইহাতে কোন পক্ষেরই মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই একথা বলিবার ও বুঝাইবার জন্য এতদিন পরে দক্ষিণ আফ্রিকার দৌত্যকাহিনীর কঙ্কাল (skeleton) লোক নয়নগোচর করিলাম।

গ্রন্থ প্রকাশ সম্বন্ধে কলিকাতা রেফিউজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু হেমেন্দ্রলাল চৌধুরী এবং আমার পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান পার্ব্বতী-প্রসন্ন ঘোষের নিকট প্রভূত সাহায্য পাইয়াছি, তাহা না পাইলে শারীরিক গ্লানি সত্ত্বে এ পুস্তক প্রকাশ সম্ভব হইত না, এজন্য আমি তাঁহাদের নিকট বিশেষ ঋণী।



শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

দক্ষিণ আফ্রিকা দৌত্য-কাহিনী

পূর্ব্বকথা

ভারতবাসী এবং ভারত গভর্ণমেণ্টের চক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় অধিবাসিগণ বহুদিন বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, বিশেষতঃ নেটাল ও ডারবান প্রদেশ ভারতবাসীর চেষ্টা, পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতার ফলে স্বর্ণপ্রসূ হইয়াছে। তাহার ফল উপভোগ করিতেছে শ্রমকাতর, অসহিষ্ণু ও অধীর বোয়ার ও অন্যান্য শ্বেত অধিবাসিগণ। শুধু ফল উপভোগ করিয়াই তাহারা সন্তুষ্ট নহে, ভারতবাসীর প্রতি নানারূপ অত্যাচার, নির্য্যাতন ও পীড়ন বহুদিন হইতে চলিয়াছে, এখনও চলিতেছে। বাণিজ্য, বসবাস ও সাধারণ নাগরিক-ভোগ্য অধিকাংশ অধিকার হইতে তাহারা সম্পূর্ণ বঞ্চিত; অথচ তাহাদের ন্যায় সহিষ্ণু নাগরিক সাম্রাজ্যের কোনও অংশে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বোয়ার যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় অধিবাসিগণ প্রাণ দিয়া ও অর্থ দিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রভূত উপকার করিয়াছেন এবং তাহার ফলে বোয়ার জাতি ভারতবাসীর প্রতি বিশেষ ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে।

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এবং ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট এই নির্য্যাতন ও পীড়নের প্রতিষেধ চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা ফলবতী হয় নাই। এই প্রতিষেধ-কল্পে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ভারত গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে দৌত্য অভিপ্রায়ে এক ডেপুটেশন প্রেরিত হয়। তাহার ফলে, সাময়িক কোন কোন উপকার হইয়াছিল। আর কিছু না হউক, দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে "গোলটেবিল বৈঠকে"র (Round Table Conference) ব্যবস্থা হইয়াছিল। মাদ্রাজের সিভিলিয়ান মিঃ (পরে স্যার) জর্জ্জ প্যাডিসন্ (George Padison) এবং যুক্তপ্রদেশের উকিল সৈয়দ রেজা আলি এই ডেপুটেশনে প্রেরিত হন। স্থানীয় ভারতবাসিগণ তাহাদের নিকট করুণকাহিনী উপস্থিত করিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, তাহাদের পক্ষ হইয়া ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে (Indian Legislative Assembly) ও উচ্চ রাষ্ট্রীয় পরিষদে (Council of State) যে সকল সভ্য অত্যাচার নিবারণকল্পে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কেহ ডেপুটেশনে যোগ না দিলে ডেপুটেশনের কার্য্যের প্রতি তাঁহাদের আস্থা নাই। তদানীন্তন বড়লাট লর্ড রিডিং (Lord Reading) আমাকে অনুরোধ করিয়া ডেপুটেশনে যোগদানের জন্য প্রেরণ করেন। দক্ষিণে কেপটাউন (Cape Town) হইতে উত্তরে ভিক্টোরিয়া ফলস্ (Victoria Falls) পর্য্যন্ত দক্ষিণ-আফ্রিকার সকল স্থানেই আমাদের যাইবার সুযোগ হইয়াছিল এবং সেই সুদীর্ঘ পর্য্যটনের কাহিনী আংশিক ভাবে লিপিবদ্ধ হইল। দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় অতি অল্পই আলোচনা হইয়াছে। যে সকল কথা রাজনৈতিক কারণে তখন বলিবার উপায় ছিল না, এবং এখনও নাই, তাহা বলিতে পারিলাম না। সাধারণভাবেই কাহিনী বিবৃত হইল।

আমরা আসিবার সময়ে দক্ষিণ-আফ্রিকা-গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিগণকে ভারতবর্ষে আসিয়া স্বচক্ষে দেশের ও দেশবাসীর অবস্থা দেখিবার

জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। তাঁহারাও আসিয়াছিলেন। তাহার পরে স্যার মহম্মদ হবিবুল্লার নেতৃত্বে ভারত গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে দ্বিতীয় ডেপুটেশন দক্ষিণ আফ্রিকায় যান এবং বহু বিচার ও জল্পনার ফলে ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে একজন "এজেণ্ট জেনারেল" (Agent General) নিযুক্ত করা স্থির হয়। রাইট অনারেব্‌ল শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, স্যার কুর্ম্ম রেড্ডী ও মিঃ টাইসন এই কার্য্যে পর পর নিযুক্ত হন। এক্ষণে স্বর্গীয় রাজা স্যার হরনাম সিংহের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর সিংহ এই কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। উপকার কিঞ্চিৎ পরিমাণে হইয়াছে। বিশেষতঃ, লোক-শিক্ষার বিস্তার আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু নানারূপে যেরূপ নির্য্যাতন চলিতেছিল, তাহা প্রায় সমানই রহিয়াছে। স্থায়ীরূপে বাস ও ব্যবসায়ের অধিকার শ্বেত ঔপনিবেশিকদিগের সহিত সমান হওয়া দূরে থাক, ক্রমশঃ নষ্ট হইতেছে। নূতন নূতন আইনের সুদৃঢ় নাগপাশের দ্বারা ভারতীয় অধিবাসিগণ দিন দিন হৃতবীর্য্য হইয়া পড়িতেছেন। উন্নতির কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না, আশা অত্যন্ত ক্ষীণ। ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের বিশেষ অমত সত্ত্বেও ভারতীয় অধিবাসিগণকে ক্রমশঃ নানা উপায়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ করিয়া আসিবার ব্যবস্থা হইতেছে। ভারত হইতে নূতন ঔপনিবেশিক যাইবার কোন পথ বা উপায় নাই; যাঁহারা আছেন তাঁহাদিগকে এইরূপে বাধ্য করিয়া বা প্ররোচনা দ্বারা দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ করান হইতেছে। আমরা যে সময়ে দৌত্য-কার্য্যে যাই, তখন স্ত্রীলোক, পুরুষ, শিশু লইয়া নেটাল, কেপ প্রোভিন্স, ট্রান্সভাল্ এবং অরেঞ্জ-রিভার-ফ্রী-ষ্টেট, (Natal, Cape Province, Transval and Orange River Free State) এই চারি প্রদেশে মাত্র ১ লক্ষ ৬০ হাজার ভারতবাসী ছিল। নৈসর্গিক এবং অনৈসর্গিক নিয়মে লোক-সংখ্যার হ্রাস হইতেছে এবং নৈসর্গিক নিয়মে যে বৃদ্ধি সম্ভব এবং উচিত, নানা কারণে তাহা

নগণ্য। অতএব এই মুষ্টিমেয় ভারতবাসী দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে শীঘ্রই দূরীভূত ও লুপ্ত হইবে। পরিশ্রমী ভারতবাসীর বাসস্থানের চিহ্ন থাকিবে না, দক্ষিণ আফ্রিকা ভারতবাসী-শূন্য হইবে। আফ্রিকা দেশের স্থানীয় আদিম অধিবাসীর মধ্যে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের ন্যায় নবজীবন দেখা দিয়াছে; তাহারা নিজ অধিকার সাব্যস্ত করিতে চায় এবং সে সম্বন্ধে দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব আফ্রিকাতে আন্দোলন ক্রমশঃ বাড়িতেছে। সময়ে সময়ে কোথাও কোথাও বিপ্লবও বাধিতেছে; কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী, নিষ্ফল এবং হানিকর। শ্বেত অধিবাসিগণ এই অজুহাতে ভারতবাসিগণকেও ন্যায্য নাগরিক অধিকার দিতেও অসম্মত। এই অসম্মতির প্রতিবাদে গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এ বিষয়ে আমাদের গভর্ণমেণ্টের নিকট যথেষ্ট সহানুভূতি পাওয়া যাইতেছে না। দুর্ভাগ্যবশতঃ, এই গুরুতর সমস্যা "লীগ-অব-নেশন্সে"র (League of Nations) পরিষদে্ উপস্থিত করিতে পারা যাইবার সম্ভাবনা নাই। ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে "লীগ-অফ্-নেশনে"র মহাসভায় অন্যতম প্রতিনিধি হইয়া জেনেভায় আমার যাইবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। "লীগ" মহাসভায় ভারতবর্ষের এবং ভারতীয় প্রতিনিধিগণের এখন যে অবস্থা ও অধিকার, তাহাতে ভারতীয় বা ভারতবাসী সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন উত্থাপনের সম্ভাবনা নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার "ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট"র প্রধান মন্ত্রী জেনারেল হার্টজহগ্ (General Hertzog) এবং তাঁহার সহযোগিগণের সহিত এ বিষয়ে মহাসভা বৈঠকের সময়ে আমার আন্দোলন ও আলোচনা চলিয়াছিল। তাঁহারা এ বিষয়ে কিছুমাত্র আমল বা প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নহেন; বরং স্থানীয় আফ্রিকান অধিবাসিগণের দোহাই দিয়া আমাদের সামান্য অধিকার খর্ব্ব করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। তাঁহারা বলেন—"তোমাদের নিজের দেশে স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালী নাই, আমাদের আছে

এবং পূর্ণভাবেই আছে; আমরা তাহা আরও বাড়াইব। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই, এবং তাহা করিতেও দিব না। ইচ্ছা করিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারি, সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে পারি—আমরা সে অধিকার ঘোষণা করিতেছি ও করিব।"

বাস্তবিক পক্ষে, তাঁহারা এবার সাম্রাজ্য মহাসভায় (Imperial Conference) এবং তদানুষঙ্গিক অন্যান্য সভায় এবং ভোজে একথা মুক্তকণ্ঠেই ঘোষণা করিয়াছেন। অতএব দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং পূর্ব্ব আফ্রিকায় ভারতবাসিগণের তুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। আইনের কঠোরতা ক্রমশঃ বাড়িতেছে, আরও বাড়িবে। দক্ষিণ আফ্রিকা ভারত-কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ এ বিষয়ে তীব্র আন্দোলন করিতেছেন, লেখালেখি করিতেছেন, সময়ে সময়ে বিলাতে প্রতিনিধি প্রেরণও করিতেছেন। এই ভাগ্যহীন ভারতবাসিগণ সম্বন্ধে পূর্ব্বে ব্যবস্থা-পরিষদ্, রাষ্ট্র-পরিষদ্ (Legislative Assembly, Council of State) প্রভৃতিতে আন্দোলন আলোচনা দ্বারা ভারত গভর্ণমেণ্টের স্বপক্ষতাচরণ এবং বলাধান আংশিকভাবে সম্ভব হইত। এখন সে সব যত্ন চেষ্টা শিথিল হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং পূর্ব্ব আফ্রিকায় যে ভারতীয় নরনারীগণ সযত্নে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিল এবং যাহাদের যতদূর সম্ভব লাঞ্ছনা চলিতেছে, তাহাদের কথা আর কেহ মনে করে না, আর কেহ বলে না—আমরা এখন নিজেরটি লইয়াই ব্যস্ত ও বিপন্ন, বিদেশে যাহারা রহিয়াছে, তাহাদের কথা কে ভাবে? এ বিষয়ে ভারত গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপরিষদ (Legislative Assembly) এবং রাষ্ট্রপরিষদের (Council of State) বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ আবশ্যক। দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থা সম্বন্ধে বাংলা কাগজে বিশেষভাবে আলোচনা হয় নাই। এই গুরুতর বিষয়ে দেশবাসীর মনোযোগ

আকর্ষণ অভিপ্রায়ে কয়েকজন দেশহিতৈষী দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ-কাহিনী প্রকাশের জন্য বারম্বার বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। সেই অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া এই অসম্পূর্ণ আখ্যান প্রকাশিত হইতেছে।

আমাদের আফ্রিকা অবস্থানকালে আমরা কয়েকজন ইংরাজ, ডচ্ ও বোয়ার মহাপুরুষের সহায়তা ও সহানুভূতি পাইয়াছিলাম। তাঁহাদের মধ্যে প্রিটোরিয়ার মহানুভব বিশপ নেভিল (Bishop Neville of Pretoria) প্রধান। মহাযুদ্ধের পর টক্ এইচ্ (Toc H) নামে জগদ্ব্যাপী যে সেবাসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠান হইয়াছে, তাহার মূলে বিশপ নেভিল (Bishop Neville) এবং মহাযুদ্ধে নিহত তাঁহার ভ্রাতা ছিলেন।

এজন্য নেভিলের নাম এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয়। বিশপ নেভিল ভারত-প্রেমিক। ঢাকা ইউনিভারসিটি স্থাপনের পর বিশপ নেভিল তথায় ভাইস্-চ্যান্সেলার (Vice-chancellor) পদে অধিষ্ঠিত হইয়া আসিবার কথা ছিল, ঘটনাচক্রে ঘটে নাই। ইহা বাঙ্গালীর দুরদৃষ্ট। তিনি আসিলে, ঢাকা ইউনিভার্সিটির অন্য আকার হইত। এ তথ্য অতি অল্প লোকই জানে যে, বিশপ নেভিল দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর উপকারের জন্য এখনও বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু সার্থকতা লাভ করিতে পারিতেছেন না। সম্প্রতি আমি তাঁহার নিকট হইতে একখানা পত্র পাইয়াছি। তিনি তাহাতে লিখিতেছেন :—

"I don't think there is anything very cheerful that I can report about Indians in South Africa. The truth is we are under a most re-actionary Government here, and on all colour questions they are most intractable, because they are in the clutch of fear."

এই পত্র পাইয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর ভাগ্য সম্বন্ধে আমি

শুধু সন্ধিহান নই, প্রায় নিরাশ হইয়াছি। নিরাশের আশা ভগবান, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইবে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারত-নির্য্যাতন-আইন এতদিন ধূমায়িত ছিল, তাহার প্রকোপ এখন আবার ক্রমশঃ বাড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমাদের কমিশনের কর্ম্মকালে প্রধান উদ্‌যোগী সহকর্ম্মী ও সহায়ক ছিলেন ভারত-প্রেমিক নমস্য মহাপুরুষ রেভারেণ্ড এণ্ড্রুজ (Rev-Andrews)। তিনি তীব্র তেজের সহিত চিরদিন ভারতীয় নিগ্রহ বিষয়ে ঘোরতর আপত্তি করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাকে দক্ষিণ আফ্রিকার এক খৃষ্টান গির্জ্জায় সাময়িক যাজকতা করিতে অনুরোধ করা হয়; সেই গির্জ্জায় "কালা আদমীর" প্রবেশ নিষেধ বলিয়া তেজের সহিত রেভারেণ্ড এণ্ড্রুজ সে যাজকতা করিতে অস্বীকার করেন। ইনি মহাকবি রবীন্দ্রনাথের অনুরক্ত ভক্ত ও শিষ্য। তাঁহারই সহচর হইয়া বহুদিন ইউরোপ এবং আমেরিকাতে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসিগণের আর্ত্তনাদে ক্ষুব্ধ ও অস্থির হইয়া নির্য্যাতনের প্রতিকার-মানসে রেভারেণ্ড এণ্ড্রুজ পুনরায় সেখানে গিয়াছিলেন। নির্য্যাতক-আইন নিরোধের জন্য ও অন্যান্য প্রতিকার চেষ্টায় এণ্ড্রুজ সাহেব রাজপুরুষ ও রাজনীতিজ্ঞগণের নিকট তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। ফলে কি হইবে ভগবান জানেন। সেইজন্য দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়গণের দুরবস্থার প্রতি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ নিতান্ত প্রয়োজনীয় বোধে এই আখ্যান প্রকাশ করিতেছি। ইহার সফলতা ভগবদিচ্ছাধীন।

উত্তর—দক্ষিণ

৩রা ডিসেম্বর, ১৯২৫।

এক সপ্তাহ পূর্ব্বে কেহ বলিলে বিশ্বাস করিতে পারিতাম না যে, পুনরায় সুদূর প্রবাস-যাত্রা ভাগ্যে আছে। বিশেষতঃ, এই সময়ে (১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে) "কাউন্সিল অব্ ষ্টেট" সভার প্রথম পাঁচ বৎসরের কার্য্য শেষ হইবার পর পুনরায় পাঁচ বৎসরের জন্য সাধারণ নির্ব্বাচনের কথা। বাঙ্গালা দেশেও সে পালা আরম্ভ হইয়াছিল। আমি পুনরায় নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইব না, এইরূপ স্থির করিয়াছিলাম; কিন্তু বন্ধুবর্গের ও সহ-কর্ম্মিগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে আবার সভ্যপদ-প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। ইলেক্‌সনের ব্যাপার কিরূপ গুরুতর ও শ্রমসাপেক্ষ তাহা অনেকেই জানেন। আজকাল তাহার গুরুত্ব আরও অধিকতর। সমস্ত পশ্চিম বঙ্গ অর্থাৎ ১১টী জেলা ও তদন্তর্গত ৫৭টী মহকুমা এবং সমগ্র কলিকাতা সহরতলী ব্যাপিয়া এই নির্ব্বাচনের ভোটারগণ ছড়াইয়া আছেন; এই বিস্তীর্ণ প্রদেশে প্রায় এক হাজার ভোটারের সহিত বারংবার পত্র ব্যবহার ও দেখা শুনা করিয়া নির্ব্বাচনের পথ প্রস্তুত করিতে হয়। সুতরাং এজন্য ৺পূজার পর হইতেই আমাকে কিরূপ ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

কর্ম্ম-সূত্রের গতি মানববুদ্ধির অতীত। কার্য্য যখন বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং প্রভূত পরিশ্রমে ফল যখন প্রায় করতলগত ও নির্ব্বাচনের জন্য আমার নাম প্রেরিত হইয়াছে, এমন সময়ে হঠাৎ তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিডিং আমাকে একদিন সন্ধ্যার প্রাকালে 'বেলভিডিয়ার' প্রাসাদে ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসিগণের প্রতি বহু বৎসর ধরিয়া যে নির্য্যাতন

চলিয়া আসিতেছে, তাহার প্রতিকার চেষ্টায় স্থানীয় তথ্য নিরূপণের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেণ্টের সম্মতিক্রমে এক ডেপুটেশন পাঠাইয়াছেন। ডেপুটেশনের দুইজন সভ্য, মিঃ প্যাডিসান এবং সৈয়দ রেজা আলি ও সেক্রেটারী মিঃ বাজপাই ১৫ দিন পূর্ব্বে দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য যাত্রা করিয়াছেন; একজন হিন্দু সভ্য পাঠান বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া তিনি আমাকে মনোনীত করিয়াছেন। সে জন্য আমাকে অবিলম্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন; কারণ বিলম্বে কার্য্য-হানির সম্ভাবনা।

"লেজিস্‌লেটিভ্ এসেম্ব্লী"তে ৩ বৎসর ও "কাউন্‌সিল অব্ ষ্টেটে" দুই বৎসর আমি দক্ষিণ-আফ্রিকানিবাসী হতভাগ্য উৎপীড়িত ভারতবাসিগণের প্রতি নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে বহু বাদানুবাদ ও আলোচনার অবতারণা করিয়াছিলাম; বোধ হয় উহাতে কিছু ফলও হইয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার "ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট" ও ইউরোপীয় প্রজাবর্গ প্রবাসী ভারতবাসীদিগের প্রতি যে অবিচার ও নির্য্যাতন করিতেছে, তাহার প্রতিরোধের জন্য আমি "কাউনসিল অব্ ষ্টেটে"র সভায় এ প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, দক্ষিণ আফ্রিকার ইউরোপীয় অধিবাসিগণের প্রতিকূলে ভারতবর্ষে তদনুরূপ প্রতিকারকার্য্য (Retaliatory) ব্যবস্থা করা হউক। গভর্ণমেণ্টের বিশেষ আপত্তি সত্ত্বেও সে প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং "Reciprocity Act" নামে তাহা আইনবদ্ধ হয়। নব-নিযুক্ত ডেপুটেশনে একজন ইংরাজ ও একজন মুসলমান প্রতিনিধি উপস্থিত হইবার পর স্থানীয় ভারতবাসিগণের মধ্যে এ বিষয়ে তুমুল আন্দোলন হইবার সংবাদ ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট পৌঁছে এবং দক্ষিণ আফ্রিকা-নিবাসী ভারত-সন্তানগণের হিতকামী একজন হিন্দু সভ্য শীঘ্র প্রেরণ করিবার প্রয়োজনীয়তা প্রতীয়মান হয়। হিন্দু সভ্য শীঘ্র উপস্থিত না হইলে, ডেপুটেশনের কার্য্য রীতিমত চলিতেছে না; অতএব

হিন্দু সভা আগামী জাহাজে যাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন—একথা লর্ড রিডিং বার বার উল্লেখ করিয়া, আমায় যত শীঘ্র সম্ভব রওনা হইবার জন্য জেদ করিলেন। আমার ইলেকসন্ কথার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "সেটা তোমার নিজের ব্যক্তিগত কাজ, এটা তোমার দেশের ও দেশবাসীর কাজ। তাহার উপর রাজপ্রতিনিধির সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। অতএব এ বিষয়ে তুমি কি স্থির করিবে তাহা বুঝিতে আমার বিলম্ব বা দ্বিধাবোধ হইতেছে না।" একথার উপর আর কি কথা চলিতে পারে? আমার শরীরের অবস্থার জন্য আমার আত্মীয়-স্বজন এ সময়ে এতদূরে যাইতে দিতে নারাজ—একথার উত্তরে রাজপ্রতিনিধি বলিলেন, "যেরূপে হউক, তোমায় আগামী জাহাজে রওনার জন্য প্রস্তুত হইতেই হইবে। ভগবান শুভকার্য্যে সহায়, তিনিই তোমায় রক্ষা করিবেন। তোমার সাহায্য ও সুবিধার জন্য তোমার ডাক্তার পুত্রের তোমার সহিত যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি।"—তাহাই হইল। তাহার উপর আর কোন কথা চলে না। এতাদৃশ নির্ব্বন্ধের প্রত্যাখ্যান অসম্ভব। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবর্গ এবং যাঁহারা "কাউন্সিল অব ষ্টেটে"র নির্ব্বাচন সম্বন্ধে যথার্থ সাহায্য করিতে-ছিলেন, তাঁহারা সকলেই ক্ষুণ্ণ হইলেন। বরাবর যখন দক্ষিণ আফ্রিকা-প্রবাসী আমার স্বদেশবাসীর কল্যাণ-কামনায় পরিশ্রম করিয়া আসিয়াছি, তখন তাহাদের যথার্থ সাহায্য করিবার এই অবসর ভগবৎ-প্রেরিত ভাবে উপস্থিত হওয়াতে, নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের ও সুবিধার দিকে না চাহিয়া মহৎ কর্ত্তব্য স্কন্ধে তুলিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর রহিল না।

এবার বর্ষ-প্রবেশের, অগ্রহায়ণ মাসের ফল "ম্লেচ্ছবিরোধাৎ প্রতিপত্তি ও প্রবাসযাত্রা"। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইউরোপীয়েরা প্রবাসী ভারতবাসিগণের সহিত বিরোধ বাধাইয়াছে; সুতরাং এই ব্যাপারকেই

জ্যোতিষ-মতে "ম্লেচ্ছবিরোধ" বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সুদূর প্রবাসযাত্রারও সূচনা হইল। এখন প্রতিপত্তি কি বিপত্তি হইবে, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত।

এমন সময়ে, এই বয়সে শরীরের এই অবস্থায়, এই সুদূর প্রবাস-যাত্রার বিরুদ্ধে ঘরে বাহিরে যে প্রবল আন্দোলন উঠিল এবং চোখের জলের বাঁধন দিবার যে বিফল চেষ্টা হইল, তাহার সবিস্তার বর্ণনার প্রয়োজন নাই। যখন কর্ত্তব্যের বোঝা মাথায় তুলিয়া লইয়াছি, তখন এ সকল বাধা সহজেই কাটান সম্ভব না হইলে, কষ্টে সৃষ্টে সকলের মত ক্রমশঃ করিয়া লইতে পারিলাম। পরিবারবর্গের সকাতর অনুরোধ ও লর্ড রিডিং'এর সহৃদয়তায় ও সাহায্যে কনিষ্ঠ পুত্র নিখিলচন্দ্র এবার প্রবাসযাত্রার সাথী হইল। পুত্র, সেবক ও ডাক্তার এই তিন মূর্ত্তিতে নিখিলচন্দ্র সাথী হওয়ায় অনেক যন্ত্রণার ও ভাবনার লাঘব হইল। এখানে সমস্ত ভার জ্যেষ্ঠ পুত্র নির্ম্মলচন্দ্রের উপর দিয়া, জনে জনে সকলের নিকট বিদায় লইয়া, সকলের আশীর্ব্বাদ ও শুভ-ইচ্ছা গ্রহণ করিয়া, পিতৃ-মাতৃ-পাদপদ্ম স্মরণ পূর্ব্বক শ্রীভগবানের নাম লইয়া আবার সুদূর প্রবাস-যাত্রা আরম্ভ হইল। জয় জগদীশ হরে!

কাগজ-পত্র বুঝিয়া লইবার জন্য এবং দিল্লীতে রাজপুরুষগণের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য দিল্লী হইয়া যাইতে হইল। ৯ই ডিসেম্বর 'কারাপারা' (Karapara) জাহাজে 'ডার্ব্বাণ' (Durban) যাত্রা করিতে হইবে। কলিকাতা হইতে দিল্লী যাত্রাকালে মিঃ গ্রাহাম নামে একজন ইংরাজ কানপুরে আমার গাড়ীতে উঠিয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার অনেক খবর রাখেন। দিল্লীতেও আর একজন ইউরোপীয়ের সহিত দেখা হইয়াছিল। তিনিও দক্ষিণ আফ্রিকায় বহুদিন ছিলেন। তাঁহাদের নিকট দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছিলাম। যে উদ্দেশ্যে আমরা দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইতেছি, তাহার যে কোন

শুভফল ফলিবে, এমন আশ্বাস কেহই দিতে পারিলেন না। তাঁহাদের বিশ্বাস যে কোনমতেই সুফল মিলিবে না। ভারত গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে দুঃসাহসে ভর করিয়া, সকল বাধা অগ্রাহ্য করিয়া, সকল অসুবিধা ও ক্ষতি স্বীকার করিয়া যাইতেছি, ইহাতে যদি ভগবৎ-আশীর্ব্বাদ লাভে কিছুমাত্র সুবিধা হয়—ভরসা এইটুকু। যে বিষয়ে দেশের জনসাধারণের আশা ভরসা নাই, তাহাতে যদি কণামাত্র ফললাভ হয়, তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করিব।

আমাদের ডেপুটেশন নিতান্ত অকৃতকার্য্য হয় নাই; উত্তরকালে দক্ষিণ আফ্রিকা গভর্ণমেণ্ট, ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ও দেশবাসী একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। সে কথার উল্লেখ পরে করিব।

আমাদের চেষ্টার ফলে যথেষ্ট সখ্যস্থাপন হয়। তাহার ফলে দক্ষিণ আফ্রিকা গভর্ণমেণ্ট প্রেরিত এক ডেপুটেশন "ফেরৎ দেখা" (Return visit) দিবার জন্য ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সকলের সঙ্গে আমার ঘনিষ্টভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় পরিচয় হইয়াছিল। ফিরিয়া আসিবার পর অনেকের সঙ্গে বন্ধুভাবে পত্রব্যবহার হইয়াছিল। তাঁহাদের কোন কোন পত্র সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহাতে যথার্থ সুফল হইয়াছিল, ভারতবাসীর মনে আশার সঞ্চার হইয়াছিল। তাহারই ফলে ডেপুটেশনের ভারতবর্ষে অবস্থান কালে, তাঁহাদের প্রতি কোন অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য, বিদ্বেষ, অপমান বা ঈর্ষ্যাপরায়ণ ব্যবহার কোথাও হয় নাই; বরং সর্ব্বত্র আদর আপ্যায়ন হইয়াছিল। ভারতের অবস্থা ও তথ্য দেখিয়া, বুঝিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকান্ ডেপুটেশন প্রসন্ন হইয়া দেশে ফিরিয়া যান। তাঁহাদের

রিপোর্টের ফলে দক্ষিণ আফ্রিকা গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের মনে ভারত-বিদ্বেষ অনেকাংশে দূর হয়। তারপর কাজের কথা শেষ করিয়া নূতন নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়া শান্তিস্থাপন উদ্দেশ্যে ভারত গভর্ণমেণ্ট দুইবার ডেপুটেশন পাঠাইয়াছেন। তাহাতে কিয়দংশে কৃতকার্য্য হইয়াছে, এ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য না হইলেও যতদূর হইয়াছে, তাহাতে আশার কথাই মনে হইয়াছিল; কিন্তু অবস্থা পুনরায় শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। Cape town ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার সকল প্রদেশে এবং পূর্ব্ব আফ্রিকার সকল প্রদেশে ধূমায়মান ভারতবিদ্বেষ আবার প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। সর্ব্বত্রই এক কথা —ভারতবাসী সাধারণ নাগরিক অধিকার পাইবে না, শিক্ষা বিস্তার ও স্বাস্থ্যসংরক্ষণ পক্ষে সরকারী সাহায্য যথেষ্ট ভাবে পাইবে না, নগরে উপনগরে যথা তথা বাস ও গতিবিধির অধিকার পাইবে না, স্বতন্ত্র ঘেরার মধ্যে সাধারণ সামাজিকগণের নিকট হইতে দূরে বহুদূরে কড়াকড়ি নিয়ম অনুসারে বাস করিতে হইবে, অবাধ বাণিজ্য ব্যবসায় করিতে পাইবে না, এমন কি শ্বেত অধিবাসীর উপকারের জন্য নির্দ্ধারিত মজুরির কম হারে মজুরিও করিতে পারিবে না, ভারতবাসীর বিরুদ্ধে এইরূপ চেষ্টা সর্ব্বত্র প্রচলিত হইতেছে, পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। আমাদের কমিশনের মেম্বরদিগকে মিষ্টপ্ররোচনায় ও লুব্ধ আশ্বাসে আশান্বিত করিয়া বিদায় দেওয়া ও তলে তলে নিজের অভিপ্রায় সাধন করা, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব আফ্রিকার সকল গবর্ণমেণ্টেরই উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে—কোথাও প্রকাশ্যে কোথাও অপ্রকাশ্যে তাহা সিদ্ধ হইতেছে। ভারত গভর্ণমেণ্ট বিরুদ্ধ চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন না; কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এবিষয়ে সাংখ্যের পুরুষ—কার্য্যপরাঙ্মুখ, কেবল "দর্শন" করিতেছেন প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন অসাধ্য। ১৯২৬ সালে লণ্ডনে যে Imperial Conference হইয়া গিয়াছে, তাহাতে হার্টজহগ্

(General Hertzog) প্রভৃতি দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনীতি-বিশারদ প্রতিনিধিগণ অনেক বিষয়ে ভারতবর্ষের অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং দেশে ফিরিয়া গিয়া, সে মত প্রচার ও স্থাপন করিতে কিয়ৎ পরিমাণে সমর্থ হইয়াছিলেন। জেনারেল হার্টজ্‌হগের কথা পরে বিশেষভাবে উল্লেখ করিব। এইখানে এ কথা বলিয়া রাখা উচিত যে, তিনি পূর্ব্বাপর আমাদিগকে বিশেষ সাহায্য ও সমর্থন করিয়াছিলেন এবং ভারতবাসীর প্রতি সুবিচারের উপায় উদ্ভাবন করিতে অসমর্থ হইলে, তিনি Imperial Conference'এ যাইতেন কি না সন্দেহ। তাঁহার সঙ্গে আমার এ বিষয়ে অনেক আলোচনা ও কথাবার্ত্তা হয় এবং Imperial Conference'এ গিয়া মনের প্রসার বৃদ্ধি করিবার জন্য আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করি।

যে কিছু সুফল ফলিয়াছে, কিম্বা ফলিবে, তাহার ভিত্তি আমাদের ডেপুটেশন কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। প্রত্যাবর্ত্তনের বহু পরে এই ভ্রমণলিপি প্রকাশিত হইতেছে। দুঃখের বিষয়ে ১৯৩০ সালে জেনিভায় যাইয়া দেখিলাম যে সদল Hertzogর মত আবার ভারতবাসীর বিরুদ্ধ ভাব ধারণ করিতেছে; শ্বেতাঙ্গদিগের বিরুদ্ধ মতের প্রাবল্যই ইহার কারণ। যাহাদের ভোটের বলে General Hertzog General Smuttsর দলকে পরাভূত করিয়া আসিতেছেন, তাহাদিগকে চটাইলে General Hertzog এর রাজনৈতিক অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে। Cape Province এবং Natalএর বাহিরে ভারতবাসীর ভোট নাই; অতএব তাহাদিগের রাষ্ট্রীয় অধিকার নাই, এইজন্য তাহাদের সামাজিক ও নাগরিক অধিকারের প্রতিও প্রতিপদে হস্তক্ষেপ হইতেছে। "Defined Areas Bill" বেনামিতে আবার ১৯২৫ সালের "Asiatic Areas Bill" রূপী গয়াসুর আবার মাথা তুলিতেছে। দেশবাসীর নিকট ইহা মনোজ্ঞ হইলেও হইতে পারে।

পুরাতন কথা আবার আরম্ভ করি। দিল্লীতে নামিয়া সরকারী দপ্তরখানায় গিয়া সেক্রেটারী (Ewbank) ইউব্যাঙ্কের নিকট কাগজপত্র লইলাম এবং 'পাশ-পোর্ট' সংগ্রহ করিলাম। সমস্ত দিন ঘুরিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে প্রধান রাজপুরুষ ও অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিগণের নিকট যতদূর সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করিয়া, রাত্রি ১০-২০ মিনিটের "গ্রেট ইণ্ডিয়ান্ পেনিন্সুলার রেলে"র এক্সপ্রেস্ ট্রেণে বোম্বাই রওনা হইলাম।

নিদ্রার নাম গন্ধ নাই; মনে কত যে চিন্তার উদয় হইতে লাগিল, তাহার ইয়ত্তা কে করে? প্রবাসে বহুদিনের জন্য যে গুরুতর কর্ত্তব্যের দায়ে চলিয়াছি, তাহার ফল কি হইবে, দেশমাতৃকার মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিব কি না, প্রবাসী ভারতবাসীর দুঃখ অসুবিধা কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিতে সমর্থ হইব কি না, দেশমাতার মহারথী সন্তানেরা যে কার্য্যে বিফল হইয়াছেন, তাহাতে আমার মত নগণ্য ক্ষুদ্রের পরিশ্রমের সাফল্য সম্ভাবনা আছে কিনা, প্রভৃতি নানা ভাবনায় মন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। আমার পক্ষ হইতে প্রাণপণ চেষ্টার ত্রুটি হইবে না, এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি—ফলাফলের ভার তাঁহার হাতে।

রবিবার, ৬ই ডিসেম্বর, ১৯২৫।

গোয়ালিয়র, ঝাঁন্সি, ভূপাল, হোসাঙ্গীবাদ, ইটাসি ও ভাঁসোয়াল হইয়া গাড়ী বোম্বাইয়ের পথে চলিল। পথে দেখিবার অনেক জিনিষ আছে; গোয়ালিয়রের পাহাড়ের উপর কেল্লা, ঝাঁন্সিতে চিরস্মরণীয় লক্ষ্মীবাঈয়ের কেল্লা, কত কথা মনে করিয়া দিতে লাগিল। সিপাহী-যুদ্ধের সময়ে মহারাণী লক্ষ্মীবাঈ "নাহি দেগা মেরা ঝাঁন্সি" বাক্যে উৎসাহিত করিয়া স্বয়ং অশ্বপৃষ্ঠে সেনা পরিচালনা করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীবাঈয়ের সেই অসাধারণ শৌর্য্য-বীর্য্যের স্মৃতি-সম্মানের সম্প্রতি আয়োজন হইতেছে। ভূপালের বেগম সাহেবা এখন বিলাতে

রহিয়াছেন। এ দেশের রাজন্যগণের বহুদিন হইতে বিলাতযাত্রা ও বিলাতবাসের রোগ ধরিয়াছে। তাঁহাদের রাজ্য ও প্রজাবর্গ সে জন্য বিশেষ ক্ষুণ্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত। ভূপালের বেগম সাহেবাও আপাততঃ রাজনৈতিক কারণ বশবর্ত্তী হইয়া সেই রোগাক্রান্ত। তাঁহার অবর্ত্তমানে ভূপালের সিংহাসনে কে বসিবেন, এই বিষয়ে দরবার করিবার জন্য বিলাত গিয়া বহু অর্থব্যয় করিতেছেন। এ সকল কেন করিতে হয় এবং সারারণ পথে তাহার মীমাংসা কেন হয় না, ইহা বিশেষ বিবেচ্য। দেশের সাধারণের এ বিষয় বলিবার ও বুঝিবার অধিকার আছে।

ঝান্সি পার হইয়া কয়েকটী বড় বড় পার্ব্বত্য নদী দেখা গেল। কবির কথায় তাহাদের "উপলবিষম" গর্ভ বড়ই মনোরম। মধ্যভারভ ও মধ্যপ্রদেশের কাল মাটীতে তুলার চাষ হয় ভাল, এখন কিন্তু মাঠ ধূ ধূ করিতেছে।

তুলার চাষের আর বড় সুবিধা নাই, কারণ তাহার উপর ট্যাক্সের জন্য তুলার দাম অত্যন্ত বেশী। ভারতের তূলা, সুতা ও কাপড়ের ব্যবসায়ের সকল রকমে সমূহ ক্ষতি হইতেছিল। সম্প্রতি বহু বিলম্বে লর্ড রিডিং'এর চেষ্টায় ভারতের প্রস্তুত সূতা ও কাপড়ের উপর শতকরা ৩৷৷০ টাকা (Excise) ট্যাক্স তুলিয়া দিয়া কিয়ৎ-পরিমাণে সুফল হইয়াছে। ভারতবর্ষের মিল অনেক চেষ্টার পর বাঁচিয়া গিয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে ম্যানচেষ্টার প্রভৃতি তুলা সূতা রাজ্যের রথীগণ অত্যন্ত তীব্র আন্দোলন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল নাই বুঝিয়া এখন ঠাণ্ডা হইয়াছেন। ভারতের তুলা, সূতা, কাপড়, ভারতের কয়লা, ভারতীয় শ্রমিকগণ ভারতের কাজে, ভারতের প্রয়োজন লাগিবে, তাহার উপর ট্যাক্স বসান অত্যন্ত অনুচিত। কিন্তু এই ট্যাক্সের গুরুভার এতদিন সমূহ আপত্তি সত্ত্বেও, ভারতকে বহিয়া আসিতে হইয়াছে। এক্ষণে

তাঁহার শাসনকার্য্যের প্রায় অবসানকালে লর্ড রেডিং উহা তুলিয়া দিয়া বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

নূতন বড়লাট লর্ড আরউইন কৃষি ও শিল্পের উন্নতির অনুরাগী। যদি "এগ্রিকালচারেল্ কমিশন" বা অন্য কোন উপায়ের সাহায্যে ভারতের কৃষি ও শিল্পের যথার্থ উন্নতির ব্যবস্থা হয়, তবেই দেশের স্থায়ী মঙ্গলের কারণ হইবে। কিন্তু শুধু কমিশন ও কমিশনের রিপোর্টই করিয়া, কবে কি ফল হইয়াছে বা হইবে? প্রাণ ও চেষ্টা নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস্-চ্যান্সেলার থাকার সময়ে আমি 'কমার্স''ও 'এগ্রিকাল্চার' সম্বন্ধে দুইটী বিশেষ Faculty স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলাম। ইহার বিরুদ্ধে নানা দিক্ হইতে নানা বিঘ্ন বাধার সৃষ্টি হইয়াছিল। স্বর্গীয় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার বিশেষ সহায় ছিলেন। সেই চেষ্টার ফলে উত্তরকালে কমার্স ডিগ্রী স্থাপিত হয়; কিন্তু "ফ্যাকালটী অফ্ এগ্রিকালচার" এখনও স্থাপিত হয় নাই। এ সময়ে পুনরায় বিশেষ চেষ্টা করিতে পারিলে বোধ হয় তাহা হইতে পারে। শুধু কৃষি-কমিশন, বা কৃষি-বিদ্যালয়ে কাজ হইবে না, আনুপূর্ব্বিক চেষ্টার প্রয়োজন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় কুলির সাহায্যে কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। বসুন্ধরা তথায় এখন ফল-পুষ্প-শস্যে ভরা; অথচ যে ভারতবাসীর সাহায্যে এই সুফল ফলিয়াছে, তাহাদের আর এখন তথায় স্থান নাই। কৃষি ও উদ্যান-রচনার উন্নতি সম্বন্ধীয় নানা বিষয় দেখিবার ও জানিবার অবসর ও সুবিধা দক্ষিণ আফ্রিকায় হইবার সম্ভাবনা। এ সম্বন্ধে কোন উপকার সেখান হইতে পাইলেও, আমাদের প্রবাস-কষ্ট বৃথায় যাইবে না। যদি আফ্রিকা-প্রবাসী ভারত-সন্তানকে বাধ্য হইয়া দেশে ফিরিতে হয়, তাহাদের জন্য স্থান করিতে হইবে এবং তাহাদের কৃষি-কুশলতার আদর করিতে হইবে।

হোসেঙ্গীবাদের নিকট নর্ম্মদা, তাহার পর তাপ্তী এবং তাহার পর নাসিকের নিকট গোদাবরী। পুরাণ-প্রসিদ্ধ, কবি-বর্ণিত এই সকল পুণ্যতোয়া নদী ভারতের অতীত গৌরব ও বর্ত্তমান গ্লানি বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দেয়।

নিবিড় অরণ্যানী ও পার্ব্বত্য প্রদেশের বনান্তরালের মধ্য হইতে ক্ষুদ্র গ্রামগুলি দেশের দারুণ দারিদ্র্যের পরিচয় দেয়। সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্যগ্রস্ত দেশ হইতে নির্ব্বাসিত সুদূর প্রবাসে লাঞ্ছিত ও অপমানিত দেশবাসীকেও স্মরণ করাইয়া দেয়।

৭ই ডিসেম্বর, সোমবার, ১৯২৫।

সুপ্রভাত! অদ্য জন্মতিথি। জন্মদিনে দেশের জন্য মহৎকার্য্য—গুরুতর কর্ত্তব্য সাধন উদ্দেশ্যে ভারতত্যাগের জন্য ভারতের তোরণ-স্বরূপ বোম্বাই পৌছিলাম। জন্মদিবসে ভারতত্যাগের বিধান করিয়া বিশ্বনিয়ন্তা কি মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধন করিলেন, তাহা তিনিই জানেন। তন্নির্দ্দিষ্ট পথে যথাসাধ্য অগ্রসর হইব। তাঁহার চরণে সকল কর্ম্মফল অকপট ও পূর্ণভাবে অর্পণ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত। দেশমাতৃকার যৎসামান্য কার্য্য যদি এই নগণ্য সন্তানের সাহায্যে সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে জন্ম ধন্য, জন্মতিথি ধন্য, জীবন ধন্য।

যে ডেপুটেশন গিয়াছে, তাহার বিপক্ষে কলিকাতা ও দিল্লীতে একটা প্রচণ্ড বিরুদ্ধ ভাব জন্মিয়াছিল। বোম্বাইয়ে আসিয়া দেখিলাম, সেখানে সেই ভাব আরও ভীষণ। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীর পক্ষ হইতে দুই একদিন পরে বোম্বাইয়ে এক ডেপুটেশন আসিয়া পৌছিবে। তাহাদের জন্য অপেক্ষা না করিয়া, তাহাদের কথাবার্ত্তা না শুনিয়া, তাড়াতাড়ি দক্ষিণ আফ্রিকায় সরকারী ডেপুটেশন যাইতেছে, তাহারই জন্য এই বিরুদ্ধ ভাব। কিন্তু আমাদের শীঘ্র যাইবার বিশিষ্ট কারণ আছে। ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতবাসীর বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার

পার্ল্যামেণ্টে চূড়ান্ত আইন বিধিবদ্ধ করিবার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে; এজন্য এখনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ডেপুটেশন প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। সুতরাং দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে আগত ভারতীয় ডেপুটেশনের সহিত পরামর্শ করিবার সময় নাই। এদিকে ভারত গভর্ণমেণ্ট অথবা বিলাত গভর্ণমেণ্ট —কেহই দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারেন নাই। করিবার একমাত্র মালিক—দক্ষিণ আফ্রিকার পার্ল্যামেণ্ট ও গভর্ণমেণ্ট। ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহারা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া বসিলে সব শেষ হইবে, তখন আর কোন আশা থাকিবে না। এইজন্য আমাদিগকে এখনই দক্ষিণ আফ্রিকায় যাত্রা করিতে হইবে। ভারতীয় ডেপুটেশন বরং আমাদিকে দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহাদের মন্তব্য কথা পরে তার করিতে পারেন।

বোম্বাইয়ে নামিয়া লালুভাই শ্যামলদাস, পেটিট্, সেট্না, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু প্রভৃতি ভারতীয় নেতাগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার সম্বন্ধে নানা আলোচনা করিয়াছিলাম। এই কার্য্যের জন্য বিশেষ করিয়া দুই দিন পূর্ব্বে বোম্বাই আসা। সকল পক্ষের প্রতিনিধিগণের নিকট পত্র দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু বিশেষ কিছু ফল পাইলাম না। অনেকে অকারণ বিরোধী, অনেকে এ বিষয়ে কিছুই জানেন না, অথচ অকারণ বাক্‌বিতণ্ডা করেন।

জাহাজে উঠিবার সুবিধা হইবে বলিয়া "ব্যালার্ডপীয়ার" হোটেলে উঠিয়াছি; কিন্তু হোটেলটা ভাল নহে, লোকজনের সঙ্গে দেখা করিবার পক্ষে দূরবর্ত্তী বলিয়া আজ "তাজমহল" হোটেলে উঠিয়া যাইতেছি। স্যার ডারসি লিন্ডসে পূর্ব্ব-আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিলাম।

বোম্বাই সহর কোন বারই ভাল করিয়া দেখার সময় হয় নাই,

এবারও হইল না। ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্বন্ধে বোম্বাই চিরদিনই ভারতের প্রধান স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। বোম্বাই'এর শ্রীবৃদ্ধি ক্রমশঃ হইতেছে। বহু কোটী টাকা ব্যয় করিয়া "ব্যাক্ বে" (Back Bay) মাটী ভরাট করিয়া নূতন জমি তৈয়ার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু এ বিরাট্ অর্থ ব্যয়ে কোন কাজ হইতেছে না—ইহা অপব্যয়, ইহা নিতান্ত বৃথা। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের স্মৃতি রক্ষার জন্য তাজমহল হোটেলের নিকটে সমুদ্রের উপর প্রকাণ্ড এক স্মৃতি-তোরণ প্রস্তুত হইয়াছে। স্থাপত্য-সৌন্দর্য্যের নাম মাত্রও নাই। কেবল মাটী, চূণ, সুর্কী, ইট পাথর। কুলি মজুরের ধর্ম্মঘট, তুলার দাম বৃদ্ধি ও দেশী মিলে প্রস্তুত বস্ত্রের মাশুল হ্রাস না হওয়ার অছিলায়, এ প্রদেশের সমস্ত সূতা ও কাপড়ের কলের কাজ বন্ধ ছিল। সম্প্রতি সেই মাশুল লর্ড রিডিং-এর চেষ্টায় উঠিয়া যাওয়ায় পুনরায় কাজ পূর্ণবেগে চলিতেছে ও ফল ভালই হইয়াছে। কলওয়ালারা সম্ভাবনাতীত লাভ করিবার জন্য কাপড়ের দাম অত্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া সর্ব্বসাধারণের প্রতি যে অন্যায় অত্যাচার করিতেছিল, তাহার প্রায়শ্চিত্তের সূচনা হইয়াছে।

তাজমহল হোটেল দেশীয় লোকের চেষ্টায় ও টাকায় সম্পূর্ণ বিলাতী-ভাবে সমুদ্রতটেই প্রতিষ্ঠিত। এত বড় প্রকাণ্ড হোটেল ভারতবর্ষে বেশী নাই। সুবিধা ও বিলাসের যত দূর সম্ভব ছড়াছড়ি। এই হোটেলে বোধহয় ৫০০ শত শয়ন-কক্ষ আছে, অন্যান্য আয়োজনও তদনুরূপ।

৯ই ডিসেম্বর। শ্রীমতী নাইডুর সহিত মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণে যাইয়া তাঁহার সহিত দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। তাঁহার নিকট অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করিলাম। মহাত্মা গান্ধীকে পূর্ব্বে পত্র লিখিয়াছিলাম, তিনি ৯ই ডিসেম্বর বোম্বাই আসিয়াছেন, তাঁহার সহিতও সাক্ষাৎ করিয়া অনেক কথা জানিয়া লইলাম। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে

জেনারেল স্মাট্সের (General Smutts) সহিত মহাত্মা গান্ধীর যে সর্ত্ত হইয়াছিল, বর্ত্তমান সময়ে তাহারই প্রণালী-মত কাজ হইতেছে। ভারতবাসীর অবস্থা তজ্জন্য বহুল পরিমাণে ক্ষীণবল হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী বলেন—এই সকল সর্ত্তে রাজী হওয়া ব্যতীত তখন অন্য উপায় ছিল না। দক্ষিণ আফ্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ এখন ভারতবাসিগণকে আরও অধিক চাঁপিয়া ধরিয়াছেন। ক্রমশঃ ভারতবাসিদিগকে সকল বিষয়ে পশ্চাৎপদ হইতে হইয়াছে। সুতরাং এ সর্ত্ত বজায় রাখিয়া, এখন সকল দিক্ সামলাইয়া কাজ করা সমস্যার কথা হইয়া পড়িয়াছে।

এই সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ কথাবার্ত্তায় কাল সমস্ত দিন গিয়াছে। তাহার উপর সরকারী লোকজনকে পত্রাদি লেখা ও সংবাদপত্র-প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনায় রাত্রি হইয়া গেল। এই ডেপুটেশন সম্বন্ধে সাধারণ পক্ষে যে প্রচ্ছন্ন, বিরুদ্ধ ভাব হইয়াছে, তজ্জন্য কাজের গুরুত্ব ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। ভারত গভর্ণমেণ্ট কেন, বিলাতের গভর্ণমেণ্টও এবিষয়ে কতদূর হীনবল, তাহা না বুঝিয়াই এই গোলযোগের সৃষ্টি। এই সমস্ত কথা সবিস্তারে বুঝাইবার চেষ্টায় এখন হইতে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইতেছে। জানি না, ফল কি হইবে।

দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সহিত জনে জনে দেখা করিয়া এবং পত্র ব্যবহার করিয়া যথাসম্ভব জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করিতে ত্রুটি করি নাই।

সকলের আশীর্ব্বাদ ও শুভ-ইচ্ছা মস্তকে ধারণ করিয়া, শ্রীভগবানে আত্মনিয়োগ করিয়া, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়া, তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট পথে মাতৃসেবার আশায় সুদূর প্রবাস যাত্রা করিলাম। মঙ্গলময় মঙ্গল করুন।

দক্ষিণ আফ্রিকার কাহিনীর প্রথমাংশ "প্রবর্ত্তক" পত্রিকায় প্রকাশের

সঙ্গে সঙ্গে সামান্য কিছু শুভ সূচনা আরম্ভ হইয়াছে; ইহাকে "কাক-তালীয়" ন্যায় বলিলেও হয়, কিন্তু সূচনাটা আপাততঃ শুভ। দক্ষিণ আফ্রিকায় পুনরায় ভারতবাসীর নির্য্যাতনের যে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে ভারত গভর্ণমেণ্ট ও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কিছু আপত্তি করিয়াছেন ও করিতেছেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সে আপত্তিতে পরোক্ষ-ভাবে যোগদান করিতেছেন। পূর্ব্ব আফ্রিকায় সামান্য কিছুঁ ফল ফলিবার উপক্রম হইতেছে। Rev. Andrews সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন—দক্ষিণ আফ্রিকাতে নির্য্যাতন-চেষ্টা আপাততঃ আংশিক-ভাবে স্থগিত হইয়াছে। ভারতবাসীর জমি ক্রয় বিক্রয়ের সম্বন্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেণ্ট যে অহিতকর আইন প্রচলনের চেষ্টা গত কয়েক মাস হইতে দৃঢ়ভাবে করিতেছেন, তাহা আপাততঃ বন্ধ থাকিবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে। 'সিলেক্ট কমিটি'র বিচারে যাহাতে এই আইনের অন্ততঃ আংশিক উন্নতি লাভ হয়, তাহার চেষ্টা ভারত-শ্রমিকেরা যথাসাধ্য করিতেছেন। বর্ত্তমান দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল হার্টজহগ্ (General Hertzog) প্রকাশ্য সহানুভূতি সত্ত্বেও বিশিষ্টভাবে ভারত-বিদ্বেষী। কেহ কেহ মনে করেন, বোধহয় এ গভর্ণমেণ্ট টিকিবে না, শীঘ্রই জেনারল স্মাটস্ (General Smutts) প্রধান মন্ত্রী হইবেন, এ সময়ে ভারতবাসীর পক্ষ হইতে আন্দোলন হিতকর হইলেও হইতে পারে।

দক্ষিণ আফ্রিকা যাইবার জন্য বোম্বে হইতে আমরা যে জাহাজে উঠিলাম, তাহার নাম "এস্ এস্ কারাপারা" (S. S. Karapara)। এই জাহাজখানি যদিও বড় নহে এবং ইহাতে সকল প্রকার আধুনিক ব্যবস্থা না থাকিলেও, ইহার গতি মন্থর নহে। মোটামুটি খেলাধূলার সকল ব্যবস্থাই আছে, যথা—ডেক্ টেনিস্, ডেক ক্রিকেট্ ইত্যাদি। ইহা লম্বাতে ৪৪০ ফিট, চওড়াতে ৫৬ ফিট এবং "৮০০০ টন" শ্রেণীর জাহাজ এক ফানেল

যুক্ত। দৈবদুর্ব্বিপাকের সময়ে ২৯ খানি লাইফ-বোটে এক সঙ্গে ৫০ জন যাত্রীকে জাহাজ হইতে তীরে লইয়া যাইতে পারে; জানি না, প্রয়োজনের সময়ে এই ব্যবস্থা যথেষ্ট কি না। সাধারণতঃ, ডেক-আরোহী ব্যতীত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহীদের সংখ্যা পঞ্চাশের অনেক বেশী। মনে হয়, বিপদের সময়ে ঐ কয়খানি জীবন-তরীর ব্যবস্থা যথেষ্ট নহে। সকল সময়ে বেতারের (S. O. S.) বার্ত্তার সাহায্য পাওয়া যায় না, ইহা অনেক সময়েই দেখা গিয়াছে।

"ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর" জাহাজ পূর্ব্বে "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী" এবং "পেনিন্‌সুলার ওরিয়েণ্টাল নেভিগেশন কোম্পানী" (P. &. O.) স্বতন্ত্র এবং পরস্পর বিরোধী-ভাবে ব্যবসা চালাইতেন। তাহাতে উভয় কোম্পানীর যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হইত; কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আরোহিগণের ভাড়া, খাওয়াদাওয়া এবং অন্যান্য ব্যবস্থা বন্দোবস্ত সম্বন্ধে যথেষ্ট সুবিধা হইত। এখন দুই কোম্পানী পরস্পর যুক্ত হইয়া উভয়েই যথেষ্ট লাভবান হইয়াছেন। আরোহীর কিন্তু সকল বিষয়েই অসুবিধা ও অসচ্ছন্দতা বাড়িয়াছে। কোম্পানী ব্যক্তিগতভাবে আমাদের যতদূর সম্ভব সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। একে সরকারী প্রতিনিধিরূপে যাইতেছি, তাহার উপর কোম্পানীর বড় সাহেব মিঃ ফ্রুম (Mr. Froom) কাউন্‌সেল-অব-ষ্টেট সভায় (Council of State) আমার সহযোগী। কাপ্তেন সাহেবকে পত্র দিয়াছিলেন যে, তিনি যেন আমাদের খাওয়াদাওয়া ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখেন। কিন্তু সাধারণ আরোহীর পক্ষে অনেক অভাব ও অভিযোগ আছে। স্যার পুরুষোত্তম ঠাকুরদাসের প্রতিনিধি পূর্ব্ব আফ্রিকায় তাঁহার তুলার ব্যবসার তদারক করিতে যাইতেছেন। বোম্বাইয়ের অন্যান্য ধনকুবের-গণের প্রতিনিধি এইরূপ উপলক্ষে পূর্ব্ব আফ্রিকায় যাইতেছেন। ভারতের ব্যবসায়িগণের দক্ষিণ আফ্রিকায় এই ভাবে যাইবার অধিকার

নাই; চিঠি, তার ও স্থানীয় প্রতিনিধিগণের সাহায্যে ভারতীয়দের বাণিজ্য চালাইতে হয়; অতএব উচ্চশ্রেণীর আরোহী এই সকল জাহাজে সর্ব্বদা যাতায়াত করে না। বোধহয়, তাহার জন্য জাহাজের ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত এরূপ শোচনীয়। ব্যবস্থা বন্দোবস্ত শোচনীয় হইলেও আমাদের আরামের অভাব ছিল না; কারণ কাপ্তেন হইতে অধস্তন সকল কর্ম্মচারী সর্ব্বদা সতর্কতার সহিত আমাদের সকল প্রকার ব্যবস্থা করিয়া দিতেছিলেন। নানাপ্রকার পুস্তক, মাসিক পত্রিকা ইত্যাদি লইয়া কনিষ্ঠা কন্যার সহিত মিসেস্ সরোজিনী নাইডু ও বোম্বাইয়ের অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আমাদের বিদায় দিবার জন্য ও বিদায়কালীন পরামর্শ দিবার জন্য জাহাজে আসিয়াছিলেন এবং জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় যাইবার সময়ে তাঁহাদের নিকট পাইলাম। মহাত্মা গান্ধী, মিঃ গোখ্‌লে ও রেভারেণ্ড এণ্ড্রুজের ন্যায় মিসেস্ সরোজিনী নাইডুও কিছুদিন দক্ষিণ আফ্রিকায় অতিবাহিত করিয়া ভারতবাসীদের অভাব অভিযোগ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আবার কাহিনী আরম্ভ করি।

দক্ষিণ আফ্রিকার যে সকল প্রতিনিধি ভারতবর্ষে শীঘ্র আসিতেছেন, তাঁহাদের দ্বারা ভারতবাসী ও ভারত গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে কি কি কাজ করাইয়া লইতে হইবে এবং তৎসম্বন্ধে দক্ষিণ আফ্রিকায় আমাদের নিকট কিরূপে সংবাদ পাঠাইতে হইবে, তাহার পরামর্শ ও উপদেশ আদান প্রদান হইল।

বিদায়ের পালা সকল সময়েই বিষাদময়। এক্ষেত্রেও পরস্পরের কাতরতার অভাব ছিল না। এই কাতর বিদায়পালার মধ্যেই দেশ-বাসিগণের, প্রতিনিধিগণের শুভ-ইচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিলাম।

খবরের কাগজওয়ালারা আসিয়া ফটোগ্রাফ তুলিলেন, মতামত সংগ্রহ করিলেন এবং উপদেশ বিতরণেও কার্পণ্য করিলেন না। তীর-যাত্রীর দল নামিয়া গেল, নোঙ্গর উঠিল, ধীরে ধীরে আবার—এইবার তৃতীয় বার দেশ-মাতৃকার অঙ্ক ত্যাগ করিলাম। সুরম্য বনানীশোভাসমন্বিত বোম্বাইয়ের রমণীয় চিরস্মরণীয় তীরভূমি ধীরে ধীরে নয়নের অন্তরাল হইল। গত দুইবার যাত্রা উত্তর পশ্চিম অভিমুখে, এবার দক্ষিণ পশ্চিম অভিমুখে। সন্ধ্যার ছায়ার সঙ্গিত চিত্ত যেন তমসাবৃত হইয়া আসিল।

এই কোম্পানীর জাহাজ পনর দিন অন্তর সরকারী ডাক লইয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় যায়। একবার যায় পোর্ট বন্দর হইয়া, দ্বিতীয় বার যায় সি-শেল্ দ্বীপ হইয়া। এবার সি-শেল্ দ্বীপ হইয়া যাইবার পালা। দুই দিনের পথে পড়িল, পর্টগীজ অধিকৃত গোয়া বন্দর। ভারতবর্ষে ইউরোপীয় অভিযানের সহিত এই বন্দরের নাম বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। বোম্বাই, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে হোটেলে, জাহাজে ও বাজা-ওয়ালার আফিসে যে গোয়ানীজ্ ভৃত্য বা তত্তুল্য ব্যক্তির সহিত এখনও সর্ব্বদা পরিচয় হয়, এই গোয়া বন্দর তাহাদেরই বাসস্থান; অনেকের জন্মস্থান। এককালে গোয়ানগর সভ্যতা সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য্যের আকর ছিল। আলবুকার্ক, আলময়দা, আল্‌ফোন্‌সো প্রভৃতি নাম একদিন ভারতবর্ষে প্রভূত সম্মান অর্জ্জন করিয়াছিল। তখন পর্টুগীজগণ চট্টগ্রামের বম্বেটীয়া দল অথবা আধুনিক "হোটেলওয়েটার" দলে অবনমিত হয় নাই। এখনও গোয়ার রাজপথে প্রাসাদ, গীর্জ্জা ও বিপণিশ্রেণীর ধ্বংসাবশেষ সে সমৃদ্ধি-কাহিনী স্মরণ করাইয়া দেয়। পাহাড়ের উপর কেল্লার ধ্বংসাবশেষ পর্টগীজ জাতির জয় ঘোষণা করে। কালিকটের জ্যামোরিণের নিকট ভাস্কোডিগামা ব্যবসায়-সন্ধি-সূত্রে যে বহুমূল্য অধিকার পাইয়াছিলেন, গোয়া বন্দর ও নপর প্রতিষ্ঠান তাহারই অন্যতম।

ভাস্কোডিগামা ঝড়ে, জলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া যখন দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তরীপ বামে রাখিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগর হইতে ভারতমহাসাগরে প্রবেশ করেন, তখন সে অন্তরীপের নাম দিয়াছিলেন, উত্তমাশা বা Cape of Good Hope। এতদিন পরে মনে আশা হইয়াছিল যে, এইবার তিনি ভারতবর্ষে পৌছিবেন; কিন্তু তাঁহার সে আশা জাগিয়াও সফল হইল না। দক্ষিণ আফ্রিকার ও পূর্ব্ব আফ্রিকার উপকূলে তাঁহাকে প্রভূত বিপদ্ আপদ্ সহ্য করিতে হয়। যদিও নৌ-বাহন সম্বন্ধে পর্টুগাল ও স্পেনের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও অভিজ্ঞতা ছিল, তদানীন্তন প্রচলিত যন্ত্র-সাহায্যে ভাস্কোডিগামার ভারতমহাসমুদ্রে পাড়ি দিতে ভরসা হইল না। সকল স্থানেই তিনি শুনিলেন ও লক্ষ্য করিলেন—ভারতের নাবিক তাহাদের যন্ত্র-সাহায্যে অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট জাহাজে পাড়ি দিতেছে। তিনি সন্ধান করিয়া একজন নাবিককে ধরিয়া বসিলেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাঁহার এত নিষ্ঠা যে, তাঁহার পূজা অর্চ্চনার পর ভাস্কোডিগামার হাতে 'সেকহ্যাণ্ড' করিতে তিনি ইচ্ছা করেন নাই। তাহার জন্য তিনি হাতে কম্বল জড়াইয়া করমর্দ্দন করিয়াছিলেন। প্রথমে অস্বীকার, পরে স্বীকার করিলেন; পরে ভাস্কোডিগামা কালিকটে জামোরিণের সভায় উপস্থিত হইলেন—গোয়া নগর প্রতিষ্ঠার সূচনা হইল। তাই আমার দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রায় গোয়া-প্রতিষ্ঠা-কাহিনীর কিছু সম্বন্ধ আছে। আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থান-কালে একখানি পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলাম; তাহাতে এই ব্রাহ্মণ নাবিক সম্বন্ধে যে তথ্য জানা যায়, সে তথ্য সেখানকার অনেকে ও এখানকার অনেকে জানেন না।

প্রভাতেই গোয়া বন্দরে পৌছিয়াছিলাম। প্রভাতসূর্য্যের রশ্মিরাজি ভগ্ন দুর্গশিরে পড়িয়া নশ্বর মহিমার প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশে আততায়ী বিজেতাকে ও জগৎবাসীকে সাবধান করিতে গিয়া ক্রমশঃ খরমূর্ত্তি

ধারণ করিল। মধ্যাহ্নে গোয়া ত্যাগ করিয়া জাহাজ দক্ষিণ-পশ্চিমে চলিল।

সমুদ্রযাত্রার বিস্তারিত বর্ণনা পূর্ব্বে দুইবার করা হইয়াছে। এবার তাহার প্রয়োজন হইবে না। এবার কিন্তু সামান্য বৈশিষ্ট্য আছে। অন্যান্য বার সহযাত্রীগণ অধিকাংশ ইংরাজ বা অপর পাশ্চাত্য জাতীয়, এবার ইংরাজের সংখ্যা নিতান্ত কম। ইংরাজ যাঁহারা দক্ষিণ বা পূর্ব্ব আফ্রিকায় যান, তাঁহারা অধিকাংশ ইউরোপ হইতে সোজা পথে যান কিম্বা কলম্বো হইতে যান। বোম্বে হইতে অতি অল্প লোক যায়। এ জাহাজের যাত্রী অধিকাংশ ভারতবাসী। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে গুজরাটী, মান্দ্রাজী, হিন্দু ও মুসলমান অধিক। কুলী শ্রেণীর লোক অতি অল্প; কারণ নূতন কুলী রপ্তানি বহুকাল বন্ধ হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যবসায় করিবার যাহারা অনুমতি (license) পাইয়াছে ও কোন কারণে ভারতবর্ষে আসিয়া অনুমত সময়ের মধ্যে ফিরিয়া যাইতেছে, তাহারাই অধিক।

পূর্ব্ব আফ্রিকায় এ সকল লাইসেন্সের হাঙ্গামা এখনও তত প্রবল হয় নাই; অতএব সেখানে ভারতীয় বণিক্ ও শ্রমজীবীর যাতায়াত অপেক্ষাকৃত অবাধ। সেইজন্য পূর্ব্ব আফ্রিকা—মোম্বাসা (Mombassa), দেরাইস্লাম্ (Dera-Islam), যাঞ্জীবার (Zangibar) এবং লোরেন্‌জোমার্ক (Lorenzomarque) প্রভৃতি স্থানের যাত্রীদিগের প্রতি সাধারণ 'পাশ-পোর্ট' বা ছাড়পত্র আইনের কড়াকড়ি ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার ন্যায় অন্যান্য কড়াকড়ি নাই। আমি সর্ব্বদা এই সকল শ্রেণীর যাত্রীর মধ্যে গিয়া আলাপ পরিচয় করিতাম ও অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিতাম। রীতিমত লেখাপড়া না জানিলেও, এই সকল লোক বিষয়-বুদ্ধিতে নিপুণ এবং তাহাদের উৎসাহ, অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা ও কষ্টসহিষ্ণুতার সম্যক্ পরিচয় পাইয়া প্রীতিলাভ করিতাম।

জাহাজের যে অংশে তাহারা স্থান পাইয়াছিল, তাহাতে ভীড় যথেষ্ট, পরিচ্ছন্নতার অভাব যথেষ্ট, দীর্ঘ সমুদ্র-যাত্রার অনুকূল সুবিধার অভাবও যথেষ্ট। এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও তাহারা উৎফুল্ল মনে দেশত্যাগ করিয়া বিদেশে চলিয়াছে, তথায় লাভের ও স্বাধীন জীবিকার উপায় ভারত অপেক্ষা অনেক অধিক। এইজন্যই তাহারা যাইতে চায়, এইজন্যই তাহারা দেশে ফিরিয়াও অধিক দিন টিকিতে পারে না। তাহারা দেশে ফিরিয়া যে কয়দিন থাকে, সে কয়দিন যেন "নিজ বাসভূমে পরবাসী" রূপে থাকে।

সামাজিক নির্য্যাতন—অন্ততঃ তাচ্ছিল্য—তাহাদিগকে নিতান্ত অল্প সহিতে হয় না। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে যে সকল ভারতীয় উপনিবেশিকগণকে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিতে হইতেছে, তাহাদের সকলকেই স্বদেশে এই নির্য্যাতন ও তাচ্ছিল্য সহিতে হইয়াছে। এই কারণে এই সকল সমস্যা আরও গুরুতর হইয়া পড়িতেছে।

মান্দ্রাজী ও গুজরাটী আরোহী সংখ্যায় অধিক, বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা অতি কম; অধিকাংশই মুসলমান, দলের ভিতর বাঙ্গালী হিন্দু আরোহী আদৌ ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, সাধারণ ভারতবাসী উপনিবেশ-প্রথার বিরোধী নয়, তাহারা ঘরে বসিয়া, 'কুণো' হইয়া সময় কাটাইতে চায়, এই অপবাদ মিথ্যা। অবকাশ ও সুবিধা পাইলেই তাহারা বিদেশে যাইতে প্রস্তুত, অসুবিধা সত্ত্বেও যাইতে প্রস্তুত; কিন্তু নানা কারণে তাহাদের পথে পদে পদে বিঘ্ন, বাধা ও বিপত্তি। এখনও যা, পূর্ব্বেও বোধহয় সেইরূপ ছিল এবং তাই বোধহয় শাস্ত্রে সমুদ্র-যাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেখিতে পাই, "আঘূর্ণিতো বা বাতেন স্থিতঃ পোতে মহার্ণবে"—কিন্তু সময়ের গুণে বা বি-গুণে সমুদ্র-যাত্রা প্রাচীনকালে নিষিদ্ধ হইয়াছিল, এখনও দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেণ্ট এবং বাধ্য

হইয়া ভারত গভর্ণমেণ্টও পুনরায় এইরূপ সমুদ্র-যাত্রা নিষেধের ব্যবস্থা নূতনরূপে প্রচার করিতেছেন। ভারতবাসীর পক্ষে উপনিবেশ-সাহায্যে জীবন-সমস্যা সমাধান, পৃথিবীর অন্ততঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সকল স্থানেই অসম্ভব হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা গ্লানি ও পরিতাপের বিষয় নাই।

জাহাজের সুবিধা অসুবিধা যাহাই হউক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীগণের আহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা ভাল। নানা শ্রেণীর হালুইকর ও দোকানদার জাহাজে যাতায়াত করে; উপাদেয় টাটকা রুটি, পুরি, ভাল তরকারীর ব্যবস্থা আছে—অনেক অংশে প্রথম শ্রেণীর বাবুরচি-শোভিত টেবিলের খানার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আমরা এ সুবিধার যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিতাম এবং প্রথম শ্রেণীর অধিকাংশ হিন্দু মুসলমান আরোহী তাহা করিতেন। স্বপাকের সুযোগ যথেষ্টই। অনেকে খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে জীবন্ত ভেড়া, ছাগল ইত্যাদিও সংগ্রহ করিয়া রাখেন।

জাহাজ বোম্বে ছাড়িয়াছে ৯ই ডিসেম্বর, গোয়া ছাড়িয়াছে ১০ই ডিসেম্বর; ধীর মন্থরগমনে অনুকূল বায়ু সাহায্যে ১৫ই ডিসেম্বর সকাল ৭টার সময় জাহাজ পৌঁছিল সি-শেল্ দ্বীপ (Sea-Shell Island)। নামের সার্থকতা ছিল। বিস্তীর্ণ জলরাশি—মহাসমুদ্রের মধ্যে যেন ঝিনুকের খোলা একখানি ভাসিতেছে, তাই বুঝি নাম সি শেল্ দ্বীপ। ছোট ছোট বহু সংখ্যক দ্বীপ এই বৃহত্তর ঝিনুক-খোলার চারি পাশে ছড়াইয়া আছে; কাহারও মাথা জল হইতে কিছু উঁচু, কাহারও বা মাথা জলে ডুবিয়া আছে। অনেক সময়ে এই জলে ডোবা পাহাড়ে জাহাজের বিপদের কারণ হয়। সুনিপুণ স্থানীয় 'পাইলটের' সাহায্য ব্যতীত বন্দরে পৌঁছান দুষ্কর। এই সকল ক্ষুদ্র দ্বীপ মনুষ্যবাসের প্রায় অযোগ্য। কখনও কখনও ছোট নৌকা লইয়া ধীবরেরা সেখানে যাইয়া মাছ ধরে। ক্ষুদ্র দ্বীপে ক্ষুদ্র পাহাড়ও আছে—সাজান বাগান, বড় নয়ন-মনোরম। সমুদ্র-গর্ভ হইতে পাহাড়ের গায়ে থরে থরে উঠিয়াছে ছোট

বড়—বাড়ী, গভর্ণরের বাড়ী, 'কাস্টমস্ হাউস' ইত্যাদি। পরে মোম্বাসা ও জাঞ্জিবারে যে অতিকায় লাউ, কুমড়া, পেঁপে প্রভৃতি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হইয়াছিল, তাহার প্রথম নমুনার সূত্রপাত এইখানেই আরম্ভ হইল। ভারে ভারে এই সকল দ্রব্য-সম্ভার আসিয়া জাহাজে বিক্রয় হইতে লাগিল। দুধ, মাছ অন্যান্য অনেক দ্রব্য আসিল। তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীরাই তাহার খরিদ্দার। ভুলিয়াও জাহাজ-কোম্পানী টাটকা জিনিষ সংগ্রহ করে না; কাজেই সাধারণ সাহেবী চালের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা এ সকল সুস্বাদু দ্রব্য চোখে দেখিয়াই তৃপ্তি লাভ করেন।

বিলাত হইতে 'কন্‌ট্রাক্‌টার' টিনে ভর্ত্তি করিয়া যাহা পাঠায়, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহীর তাহাই "সুখাদ্য"। সি-শেল্ দ্বীপের প্রধান এবং সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান রপ্তানী ভেনিলা। খাঁটি ভেনিলার গন্ধে ইউরোপ ও আমেরিকার হোটেলের আইস-ক্রীম্ নয়ন, মন ও রসনা মুগ্ধ করে; তাহারই জঘন্য নমুনা ভারতবর্ষে পৌছিয়া ভেনিলা আইসক্রীম্ ভোক্তৃগণকে ধন্য করে। কচ্ছপের পিঠের হাড়ের নানাবিধ অলঙ্কার ও অন্যান্য বস্তু প্রভূত পরিমাণে বিক্রয় হয় ও অতি প্রকাণ্ড নারিকেলের খোলা কাটিয়া পালিশ করিয়া নানা আকারের বাসন, বাক্স প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। একদিকে এই সকল দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় চলিয়াছে, অপর দিকে বড় বড় 'ক্রেন' ও 'চেন' ঘর্ ঘর্ শব্দে জাহাজের মাল নামাইতেছে এবং তুলিতেছে। এই সকল কার্য্য শেষ হইলে, স্থানীয় নবযাত্রী সংগ্রহ করিয়া আবার জাহাজ পশ্চিমে চলিল। গোয়া ও সি-শেল্ দ্বীপ পর্টুগীজ অধিবাসীপ্রধান। সি-শেল্ এককালে পর্ত্তুগীজ অধিকারে ছিল। উভয় স্থানেই প্রাচীন পর্টুগীজ সভ্যতার আদর্শ-ভ্রষ্ট, অনিবার্য্য নিয়মের অধীন; নৈতিক আদর্শ উভয় স্থানেই ক্ষুণ্ণ। এই দুই বন্দর হইতেই চড়িল বহুসংখ্যক অল্পবয়স্ক যুবতী। তাহারা ভাগ্যপরীক্ষার জন্য

মোম্বাসা, কেনিয়া, জাঞ্জিবার প্রভৃতি স্থানে চলিয়াছে। স-বাধ দাসত্ব প্রথার ইহা আধুনিক অপভ্রংশ মাত্র। সি-শেল্ দ্বীপ ছাড়িয়া বহুদূর পর্য্যন্ত সাগর স্বচ্ছ কাচের মতন দেখাইতেছিল, তরঙ্গবিক্ষেপ মাত্র ছিল না। ভগবানের কৃপায় বোম্বে হইতে ডার্ব্বাণ পর্য্যন্ত, এই দীর্ঘ পথে কোনরূপ দুর্যোগ বা আপদের লক্ষণমাত্র দেখা যায় নাই, "সমুদ্রপীড়া"ও আমাদিগকে কষ্ট দেয় নাই।

১৯শে ডিসেম্বর প্রাতে পূর্ব্ব আফ্রিকার সমুদ্রতীরস্থ প্রধান নগর মোম্বাসায় পৌঁছিলাম। অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষের সহিত আফ্রিকার বাণিজ্য সম্পর্কে ইহাই কেন্দ্রস্থল ছিল। এই স্থান হইতেই কেনিয়া প্রদেশে যাইতে হয়। সেখানেও ভারত-নির্য্যাতনের ক্রুটি নাই; মোম্বাসার অধিবাসিগণও অনেক বিষয়ে বিপন্ন। সম্প্রতি স্যার ডার্‌সী লিণ্ডসে (Sir Darcy Lindsay) কেনিয়া প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়াছেন। বোম্বাইয়ে তাঁহার সহিত দেখা হইয়াছিল, তাঁহার নিকট অনেক কেনিয়া-বিবরণ শুনিয়াছি। দক্ষিণ আফ্রিকার মত না হউক, কেনিয়া প্রদেশেও ভারতনিগ্রহ সম্বন্ধে কোন কোন ইংরাজ প্রধান পুরুষ, যথা লর্ড ডেলেমেয়ার (Delamere) যথেষ্ট প্রতিকারের চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু প্রতিকারের সম্ভাবনা অতি অল্প। এই সকল বলিবার ও বুঝাইবার জন্য মোম্বাসার ভারতীয় অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে এক 'ডেপুটেশন' জাহাজে আসিলেন। মালা, তোড়া, অভিনন্দন প্রভৃতির প্রাচুর্য্যের অভাব হইল না। যদিও জাহাজ অতি অল্প সময় বন্দরে থাকিবার কথা, তাঁহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে পারিলাম না, মোম্বাসায় অল্প সময়ের জন্য নামিতে হইল। পুরাতন সহর, প্রবালদ্বীপ (Coral Island); সমুদ্রের যে খাড়ি নগরকে আবেষ্টন করিয়া তাহাকে দ্বীপের আকার প্রদান করিয়াছে, তাহার মনোমোহিনী নাম কিলিণ্ডিনী (Kilindini)। ভাবুকের মনে দূরে,

বহুদূরে রাধাকৃষ্ণ-সেবিত কালিন্দীর কথা মনে করাইয়া দেয়। নারিকেল, সুপারী, কদলী প্রভৃতি ভারত-পরিচিত বৃক্ষাদি ভারতেরই কথা স্মরণ করাইয়া দেয় এবং Ananas (আনারস) Pepaya (পেঁপে) যে এই ভূ-ভাগ হইতেই ভারতবর্ষে গিয়াছিল, তাহাই মনে করাইয়া দেয় এবং এই মোম্বাসা নগর হইতেই গুজরাটের ব্রাহ্মণ পোত-নায়ক (Pilot) পথ দেখাইয়া বিপন্ন ভাস্কোডিগামাকে কালিকটে লইয়া যায়। ভারতে পাশ্চাত্য শৃঙ্খলের প্রারম্ভ এইখানে। পূর্ব্বে ছোট ছোট 'স্লুপ' (Sloop) আকারের জাহাজ এবং খোলা 'ধাও' (Dhaow) অকুতোভয়ে ভারত মহাসাগর পারাপার হইত। ধাতুময় যে সকল যন্ত্রাদি সাহায্যে দুঃসাহসিক ভারত নাবিক এই কার্য্য সমাধা করিত, তাহা ভাস্কোডিগামার দারুময় যন্ত্রাদি অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট।

যথারীতি নগর ভ্রমণ, দ্রষ্টব্য স্থান পরিদর্শন ও অভিনন্দন গ্রহণ আপ্যায়ন ইত্যাদি কার্য্য সমাধা হইল। সহরের প্রধান নগর ভারত-বাসিগণের দোকান আফিস প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ, ইউরোপীয়ান দোকানের অপেক্ষা ভারতবাসীর দোকানের পারিপাট্য এবং সমৃদ্ধি অধিক, ইউরোপীয় প্রণালীতে অথচ অপেক্ষাকৃত অল্প লাভে এবং অধিকতর সৌজন্যের সহিত তাহারা কারবার চালায়। এইজন্য ইউরোপীয়ান খরিদ্দারও তাহাদের বশতাপন্ন এবং এই কারণেই ইউরোপীয় দোকান-দারগণের এত গাত্রদাহ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আফ্রিকার সকল স্থানেই ইউরোপীয় খরিদ্দার ভারতবাসীর বিশেষ সমর্থন করে এবং বিপরীত আচরণ করে ইউরোপীয় ব্যবসাদার। আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিক প্রচলন নাই, তাহারা শ্রমজীবী। হাতীর দাঁত ও হাতীর দাঁতের প্রস্তুত দ্রব্যাদি, গণ্ডারের চামড়ায় প্রস্তুত দ্রব্যাদি এবং অন্যান্য জন্তুর চামড়াদি এখানকার রপ্তানী এবং বিক্রেয়

বস্তু। তুলার চাষ যথেষ্ট হয়, সেইজন্য স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস প্রভৃতি বড় বড় তুলা ব্যবসায়িগণের প্রতিনিধি ও আফিস আছে। কেনিয়ার ব্যবসাদারগণের শ্রীবৃদ্ধি ক্রমশঃ হইতেছে, অনেক টাকা খরচ করিয়া বড় বড় ইমারত প্রস্তুত হইতেছে। ইহার লাভের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও ভারতবর্ষে পৌছিতে পারে, এই আশায় স্যার রাজেন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে কন্‌ট্রাক্ট সংগ্রহের চেষ্টার জন্য অনুরোধ করিয়া লিখিলাম। তাঁহার একজন ইংরাজ কর্ম্মচারী আসিয়া কেনিয়াতে "অধিষ্ঠান" হইলেই "সর্ব্বদোষ হরে গোরা" হইবে, কিন্তু এ ব্যাপার কার্য্যে ঘটে নাই।

সহরের দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে পুরাতন জেল ও কেল্লা এবং অতি পুরাতন অদ্ভুত আকারের এক মস্‌জিদ। মস্‌জিদও কেল্লারই সামিল, আকারে প্রকারে তাহাকে সহজে মস্‌জিদ মনে করা যায় না। প্রাচ্য প্রতীচ্যের সকল পুরাতন নগরেরই মত রাস্তা অতি অল্প-পরিসর। আততায়ীর হস্ত হইতে পরিত্রাণের জন্য, সকলকেই পরস্পর যতদূর সম্ভব কাছাকাছি ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছে। এই পুরাতন সহরের পুরাতন প্রথা ও প্রণালী অনুসারে প্রকাণ্ড পুরাতন ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে করুণ-গীতিসুরে সহরের নকীব সহরবাসীকে আমাদের আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিল। এইরূপে টাউনহলে বিশাল অভ্যর্থনা-সভার আয়োজন হইল, অভিনন্দন হইল, আবার মালা তোড়ার অজস্রবর্ষণ হইল। জ্ঞাতব্য কথা শুনিলাম, বক্তব্য কথা বলিলাম; 'পুনরাগমনায় চ' আমন্ত্রণ শিরোধার্য্য করিয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আবার জাহাজে উঠিলাম। 'কারাপারা'র তখন মাল তোলা লওয়া কার্য্য শেষ হইয়াছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া হাস্য-মুখে জাহাজ আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিল।

এবার জাহাজ আর পশ্চিমগামী নয়, পূর্ব্ব আফ্রিকার উপকূলের সহিত সমান্তরালভাবে দক্ষিণ মুখে চলিল। উপকূলের প্রচুর বনানী-

শোভা বহুক্ষণ দেখা গেল, ক্রমে সেই শোভা অদৃশ্য হইল। সন্ধ্যার ছায়াও ঘনাইয়া আসিল। এখন হইতে জাহাজ পূর্ব্ব আফ্রিকার প্রায় সকল প্রধান বন্দরেই থামিয়া থামিয়া যাইবে। ১৯শে ডিসেম্বর মোম্বাস ছাড়িয়া ২১শে ডিসেম্বর জাহাজ জাঞ্জিবারে পৌছিল। এখানেও ভারতীয় ব্যবসায়ী ও বণিকের অভাব নাই। জাঞ্জিবারের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্বন্ধ বহুদিন চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন ও অতীত ইতিহাসের সহিত সেই সম্বন্ধ কি নিগূঢ় ভাবে সংশ্লিষ্ট! পূর্ব্ব আফ্রিকায় মুসলমান আধিপত্য সম্পূর্ণভাবে স্থাপিত হইবার পূর্ব্ব হইতে এই সম্পর্ক চলিয়া আসিতেছে। দাস ক্রয়-বিক্রয় দোষে জাঞ্জিবারের শাসনকর্ত্তাগণ বহুদিন হইতে দুষ্ট। সে দোষ কিছুদিন পূর্ব্বে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল। ক্রীতদাস প্রথা বন্ধ করিতে ইংরাজ চিরদিন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দূত মুখে বহু বাদানুবাদের ও তর্ক বিতর্কের পর দাসত্ব-প্রথা-বিরোধী সর্ত্তসমূহ রক্ষা হওয়া অবস্তব দেখিয়া বিদ্রোহের ব্যবস্থা হয়। জাঞ্জিবার-সম্রাট্ রণে পরাভূত হইলেন, পুনরায় দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে সন্ধি স্থাপিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে জাঞ্জিবারে ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের স্থাপন হইল। শাসনকর্ত্তাকে সকল বিষয়েই রেসিডেণ্টের সহিত পরামর্শ কারিয়া কার্য্য করিতে হয়। রেসিডেণ্টের বাসের জন্য সুন্দর প্রাসাদ ও উদ্যান নির্দ্ধারিত হইয়াছে; তাহা রক্ষা ও প্রতিপত্তির জন্য সামরিক ব্যবস্থাও যথেষ্ট আছে। শাসনকর্ত্তার নিজের প্রাসাদ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও শোভাহীন সমুদ্রের কূলেই অবস্থিত। তাঁহার পুরাতন প্রাসাদ অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধশালী। এখন তিনি সেখানে বাস করেন না। সরকারী ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কার্য্য এই প্রাসাদের ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে সমাহিত হয়। মধ্যে বিস্তীর্ণ চত্বর, চারিদিকে দ্বিতল চৌতল সুশোভন হর্ম্ম্যরাজি; সম্মুখে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গন ও উদ্যান সমুদ্র হইতে বড় সুন্দর দেখায়। এই প্রাসাদের এক কক্ষে আবগারী বিভাগের আফিস রহিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে

দিল্লীর দেওয়ান-ই-আমের ন্যায় "গোরাবারিকে"র জন্য আবগারীর দোকান খোলা হয় নাই এবং লর্ড কর্জ্জনের ন্যায় নির্ভীক ন্যায়নিষ্ঠ শাসন-কর্ত্তাকে জোর করিয়া এই আসুরিক ব্যাপারকে বন্ধ করিতে হয় নাই। জাঞ্জিবারে রাস্তাঘাট সুশোভন, পুরাতন সহরের রাস্তা পাথর বাঁধা এবং কম চওড়া। কাশীধাম, ভেনিস্, মার্টা ও এডিনবরার পুরাতন সহরে পাথর-বাঁধা কম চওড়া রাস্তার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। জাঞ্জিবারে লবঙ্গের ব্যবসাই প্রবল। "জাঞ্জিবার ভয়েস্" (Zanzibar Voice) ইংরাজী পত্রিকার সম্পাদক মিঃ অনন্তানী প্রমুখ স্থানীয় অধিবাসিগণের সদয় ব্যবস্থায় উপনগরস্থিত লবঙ্গের বাগান দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। উদ্ভিদ্‌সমৃদ্ধি জাঞ্জিবারে প্রচুর; আনারস, পেঁপে, কদলী অতি বৃহৎ আকারের এবং সুস্বাদু হয়। এক একটা আনারস দেড় মণেরও অধিক হয়, এইরূপ জনশ্রুতি। ২০।২৫ সের পর্য্যন্ত ওজনের আনারস আমরা চক্ষে দেখিলাম। সুস্বাদু রসে এই সকল ফল রসাল। বনপ্রদেশের মধ্য দিয়া সুরম্য রাস্তা দিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত মোটরভ্রমণে সহর ও পল্লী শোভার পার্থক্য বুঝিবার অবকাশ পাওয়া গেল। জাঞ্জিবার প্রদেশ একটী অনতিবিস্তীর্ণ দ্বীপ, সমুদ্রের খাড়ি মহাদেশ হইতে ইহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। মহা-দেশের আদিম অধিবাসিগণের অত্যাচার ও নির্য্যাতন হইতে পূর্ব্বে এই সমুদ্রের খাড়ি দ্বীপবাসীকে রক্ষা করিত। দোকান, বাজার, আফিস, আদালত সবই সভ্যতা-প্রণোদিত প্রণালী অনুসারে স্থাপিত হইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা-প্রণালী সঙ্গত অভাব ও অভিযোগেরও অভাব নাই। স্থানীয় ভারতীয় নেতৃগণের সহিত সেই সকল বিষয় সম্বন্ধে অনেক আলোচনা ও বিচার হইল, প্রতিকার চেষ্টার পরামর্শও হইল।

লবঙ্গ ছাড়া ব্যবসায়ের প্রধান দ্রব্য হাতীর দাঁত; স্ফটিক, প্রবাল, এবং হাতীর দাঁত ও গণ্ডার এবং হিপোপোটেমাসের চামড়ায় প্রস্তুত নানাবিধ দ্রব্য। কৃষ্ণকায় ক্রীতদাসকে পূর্ব্বে "ব্লাক আইভরি" (Black

Ivory), "কাল হাতীর দাঁত" বলিয়া রহস্য করা হইত। কারণ সে ব্যবসা এখানে বিশেষ প্রচলিত ছিল ; তখন স্থানীয় নবাব ছিলেন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী এবং চলিতেন চতুর্দ্দোল এবং চৌ-ঘোড়ী গাড়ীতে। এখনও চৌ-ঘোড়ী মজুত আছে, তাহা শোভাযাত্রাতেই ব্যবহৃত হয়। সুন্দর উপকূলে, সুন্দর রাস্তায় এই শোভাযাত্রা সময়ে সময়ে বড় শোভনীয় হয়। অনেক করুণ ক্রন্দন-কাহিনী তাহার তলায় লুকাইয়া থাকে। ভারত-বাসিগণের পক্ষ হইতে আদর আপ্যায়ন ও আতিথ্যের বিন্দুমাত্র অভাব হইল না ; করুণ-দৃষ্টিতে তাঁহারা শুভইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন এবং সজল নয়নে বিদায় গ্রহণ করিলেন। ইহার পরে গন্তব্য বন্দর মোজাম্বিক (Mozambique)। সেখানেও ভারতবাসীর ব্যবসাবাণিজ্য যথেষ্ট আছে, এবং প্রচুর পরিমাণে অভাব ও অভিযোগও আছে ; কিন্তু কে তাহা দেখে, কেবা তাহা শুনে ! "সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতি" কান্না শুনিতে শুনিতে ও কান্নার সহিত কান্না মিশাইয়া দিতে দিতে উত্তর হইতে দক্ষিণের যাত্রা অগ্রসর হইতে লাগিল।

পূর্ব্বে লিখিয়াছি, যে দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে এ সময়ে বিশেষ জোরের সহিত ভারতবর্ষে এবং বিলাতে আলোচনা ও আন্দোলন নিতান্ত প্রয়োজন। বড় বড় আতসবাজী, বিদ্যুচ্ছটা সদৃশ নয়ন-মন-ধাঁধা আলোক ধাঁধায় এ সকল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, অথচ জাতীয়-জীবনের নিতান্ত গুরুতর ও প্রয়োজনীয় কথা চক্ষুর অন্তরাল হইয়া পড়িতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতনির্য্যাতনের নব ব্যবস্থা পুনরায় কেপ্ পার্লামেণ্টে ঘনাইয়া উঠিতেছে। একদিকে ভারতবাসীর প্রতি ন্যায় বিচারের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, অপর দিকে প্রবাসী ভারতীয় ঔপনিবেশিকদিগের প্রতি ঘোরতর অবিচারের সূচনা—ইহা অসহনীয়

এবং ইহার বিশেষ প্রতিকার প্রয়োজন। অতএব এ আলোচনা ও আন্দোলন এখন হীনবল হইলে চলিবে না। রেভারেণ্ড এণ্ড্রুজ প্রভৃতির চেষ্টায় এ কথা দক্ষিণ আফ্রিকার জনসাধারণের নিকট উপস্থিত হইয়াছে এবং আপাততঃ নির্য্যাতনের ব্যবস্থা স্থগিত রাখিবার উপক্রম হইয়াছে। সংবাদপত্রে দেখিতে পাই :—

"It is stated in the official organ *Die Burger* that the Government of South Africa has decided to postpone the Transvaal Asiatic Land Tenure Bill until next year.

The newspaper declares that this decision has been taken; in view of the fact that preliminary arrangements have been made between the Governments of India and South Africa for holding a conference in September in order to revise the present Indian agreement, which will shortly terminate.

The Transvaal Asiatic Land Tenure Bill, which is being sponsored by Dr. T. Malan has been bitterly opposed by Indians in South Africa, who allege that it seeks to deprive them of all the rights of possession gained after many years' struggle."

ইহা মন্দের ভাল। যে আন্দোলনের ফলে এই "ভাল" সূচনা হইয়াছে, তাহা কোন মতেই কমিতে দেওয়া যাইতে পারে না। অতএব এক্ষণে দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ-কাহিনী প্রকাশের উপযোগিতা আছে। Ceylon'এর ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর স্যার হারবার্ট ষ্টেন্‌লী দক্ষিণ আফ্রিকার "হাই কমিশনার" নিযুক্ত হইয়াছেন। Ceylon'এ স্থানীয় অধিবাসিগণের

রাজনৈতিক অধিকার সম্প্রসারণ কল্পে যে তুমুল চেষ্টা ও আন্দোলন হইতেছিল, স্যার হারবার্ট ষ্টেন্‌লী তাহার বিশেষ পক্ষপাতী এবং তাঁহাকে এই কর্ম্মত্যাগ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় হাই কমিশনারের পদে অভিষিক্ত হইয়া যাইতে হইয়াছে, এইজন্য তিনি আক্ষেপ করিয়াছিলেন। বিলাতের "এম্পায়ার লীগ্ সভা" (Empire League) তাঁহাকে দক্ষিণ আফ্রিকা গমনের পূর্ব্বে এক ভোজে আহ্বান করিয়াছিলেন। ভারত-প্রেমিক লর্ড বাক্সটন্ সেই ভোজ-মজলিসে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। এই কথার সমালোচনা সেই ভোজেই হয়। লর্ড বাক্সটনের ভ্রাতা পার্ল্যামেণ্টের মেম্বার মিঃ বাক্সটনের সহিত আমার ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জেনেভা 'লীগ অফ নেসন্স' সভায় দেখা হয়। সেই সময়ে মিঃ বাক্সটনের সহিত দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর প্রতি অত্যাচারের কথা অনেক হইয়াছে। এখনও তাঁহার সহিত আমার পত্র-ব্যবহার চলে। তিনি তাঁহার লর্ড ভ্রাতাকে এ বিষয়ে সবিস্তার জানাইয়াছিলেন। লর্ড বাক্সটনের সভাপতিত্বে ভোজ-সভায় স্যার হারবার্ট ষ্টেন্‌লী দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়গণের কোন কথা সবিশেষ উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এসিয়াবাসিগণের অধিকতর রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে আশাপ্রদ অনেক কথা কহিয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহার হাই কমিশনাররূপে অবস্থিতির সময়ে ভারতীয় প্রবাসীদিগের কিছু উপকার হইলেও হইতে পারিত।

পুরাতন সন্ধির সর্ত্ত-সময় শেষ হইয়া আসিয়াছে। নূতন সন্ধি স্থাপিত হইবে—এ কথায় আশাও আছে, ভয়ও আছে। আমাকে দক্ষিণ আফ্রিকায় দৌত্যে প্রেরণ করিবার সময়ে লর্ড রেডিং ভূয়ো ভূয়ো বলিয়া দিয়াছিলেন—দেখিবেন, যেন জোর করিয়া বা প্রলোভন দেখাইয়া ভারতবাসী ঔপনিবেশিকদিগের দক্ষিণ-আফ্রিকাচ্যুত না করা হয়।

("See that there is no bribed or forced repatriation") আমায় বিদায় দিবার সময়ে ঘরের দরজা পর্য্যন্ত আগাইয়া আসিয়া বারবার তর্জ্জনী সঙ্কেতসহ এই কথা বলিয়া ছিলেন। কিন্তু হায় আমার পূর্ব্ব প্রেরিত সহযোগীগণ ও পরে প্রেরিত ডেপুটেশনের মেম্বরগণ একথা ধারণা বা গ্রাহ্য করেন নাই; বিপদ তাহাতেই ঘটিয়াছে। ডিমে তেতালায় এ সকল সমস্যা হয় না। আমি সকল সময়ে সে কথা সকলকে স্মরণ করাইয়াছি; কিন্তু সে চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী হয় নাই। জোর না হউক, প্রলোভনের দ্বারা এক লক্ষ ষাট হাজার ভারতবাসীকে দক্ষিণ আফ্রিকাচ্যুত করিয়া এ সমস্যার সমাধান-চেষ্টা বিলক্ষণ চলিতেছে। নূতন সন্ধির সর্ত্তে বিচার ও বিবেচনার সময়ে ভারত গভর্ণমেণ্ট, ভারতীয় জনসাধারণ, ব্রিটিশ-গভর্ণমেণ্ট, দক্ষিণ আফ্রিকা গভর্ণমেণ্ট, হাই কমিশনার ও প্রবাসী ভারতীয় ঔপনিবেশিকদিগকে সেই পুরাতন কথা স্মরণ করিয়া সমীচিন ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ কাহিনী সেই কথাই বারম্বার স্মরণ করাইয়া দিবে।

জাঞ্জীবার এবং ডার্ব্বানের মধ্যে আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলে আর দুইটী প্রধান বন্দর আমাদের পথে পড়িল—বায়রা (Beira) এবং ডেলাগোয়া বে (Delagoa Bay)। ডেলাগোয়াবে পর্ত্তুগীজ অধিকৃত স্থান, তাহার অপর নাম লরেঞ্জোমার্ক (Lorenzo Marques)। বায়রা পৌছিলাম ২৫শে ডিসেম্বর। ঐ দিন বায়রা বন্দরে সকল জাহাজে উৎসব পড়িয়া গিয়াছে। নানারূপ পতাকা-শোভিত, আনন্দে উন্মত্ত যাত্রীদের নৃত্যপানভোজনে মুখরিত জাহাজগুলি একটা নূতন দৃশ্য ধারণ করিল। আমাদের মন কিন্তু ভয়াবহ দুর্ঘটনায় বিশেষ ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িল। বন্দরের অতিকায় পেট্রল ট্যাঙ্ক ও তৈলের ট্যাঙ্কে আগুন

লাগিয়া যেন লঙ্কাকাণ্ডের মত হইয়া উঠিল। অথচ আমাদের ঠিক সম্মুখে একখানি জার্ম্মান জাহাজে আনন্দের উত্তাল তরঙ্গ যেন কিছু অধিক—নৃত্য, গীত, বাদ্য, ভোজন ও নিমন্ত্রণের ছড়াছড়ি। আমাদের জাহাজেও কে কি গান গাহিবে, কে কি বাজাইবে, নানারূপ জল্পনা কল্পনা চলিতে লাগিল। কিন্তু সম্মুখে এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া আমাদের জাহাজের কতিপয় বিশিষ্ট যাত্রী এই আমোদ-প্রমোদ হইতে আপাততঃ বিরত হইবার জন্য ইচ্ছা জানাইলেন। তাঁহাদের কথা শুনিয়া যাত্রীগণ আমাদের জাহাজে বাহ্যতঃ নৃত্য-গীত ইত্যাদি বন্ধ রাখিলেও, এই দুঃসময়ে অন্য জাহাজে যাইয়া যথারীতি আনন্দ উপভোগ করিয়া আসিলেন। শ্রীভগবানের কঠিন অঙ্গুলী হেলনে এইভাবে গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করা সত্ত্বেও মানুষের চৈতন্য হয় না। তাই কথায় বলে—"ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে!"

নিখিলচন্দ্রের সহিত বিশেষ পরিচিত অশীতি বৎসরবয়স্ক বন্ধুগণ মিঃ মিলার, মিঃ পোর্ট প্রভৃতি এই স্থানে নামিয়া গেলেন। প্রথমে এই সকল ভদ্রলোক ভারতবাসীকে বিশেষ বিষ-নজরে দেখিতেন আমাদের কাহারও সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করেন নাই; কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে অসুস্থ হইয়া পড়িলে, জাহাজের ডাক্তার নিখিলকে পরামর্শের জন্য ডাকেন। ভগবানের কৃপায় তাঁহারা ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠেন। এই সূত্রে তাঁহাদের সহিত ভারতীয় নানা প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা হওয়ার ফলে ভারত-বিদ্বেষ তাঁহাদের মন হইতে দূরীভূত হয়। তাঁহারাও তখন স্বীকার করিলেন যে, ভারতবাসীর উপর তাঁহাদের অত্যন্ত ভুল ধারণা ছিল, এখন হইতে তাঁহারা সাধ্যমত সাহায্য করিতে চেষ্টা করিবেন। এইরূপ খোলাখুলি কথায় কাজ বেশী পাওয়া যায়, এই আমার ধারণা।

অনেক যাত্রী এইখানে শীকার করিবার উপলক্ষে নামিলেন।

গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে পারিতোষিক দিবার ব্যবস্থা আছে। সিংহ বধ করিলে ৫,০০০ রিয়েস্ (Reis), চিতা-বাঘ বধে ১৫০০ রিয়েস্, কুমীর বধে ১০০০ রিয়েস্, সর্প ইত্যাদি বধে ৫০ রিয়েস্ পুরস্কার দেওয়া হয়। ১০০ রিয়েসে আমাদের প্রায় সাড়ে পাঁচ আনা হয়। কিন্তু হস্তিনী বা পাঁচ কিলোর কম ওজনের গজদন্তওয়ালা হস্তী-বধ নিষেধ।

বন্দরে অবস্থিতিকাল অল্প এবং বন্দরে দেখিবার জিনিষও অল্প। এই উপকূলের সমান্তরাল ভাবে দক্ষিণে যাইতে যাইতে বামে বহুদূরে ম্যাডাগাসকার (Madagascar) দ্বীপ, পূর্ব্বদিকে রাখিয়া যাইতে হয়। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী উপন্যাস "পল ও ভার্জ্জিনিয়া" (Paul and Virginia) এই দ্বীপের অংশ বিশেষের দৃশ্য অবলম্বনে লিখিত। পূর্ব্বে, গুড় ও চিনির ব্যবসা সম্পর্কে ভারতীয় কুলীর কল্যাণে মরিসাসের (Mauritius) ন্যায় এই দ্বীপের সহিত উপনিবেশ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। এখন সে কুলী যাওয়া আসা প্রায় বন্ধ হইয়াছে, অতএব সে সম্বন্ধ লুপ্ত। বায়রা এবং ডেলাগোয়াবেতে ভারতীয় বণিক্ অনেক আছে, আর সঙ্গে সঙ্গে আছে তাহাদের অভাব এবং করুণ ক্রন্দন; সর্ব্বত্র সেই ক্রন্দন শুনিলাম। সে ক্রন্দন পর্ত্তুগীজ অধিকৃত ডেলাগোয়াবেতে অপেক্ষাকৃত অল্প; তাহার কারণ সেখানে "কালা-ধলা" পার্থক্য অল্প। বায়রা ছিল পূর্ব্বে জার্ম্মাণ অধিকারে, এখন "ভার্সেল সন্ধি" (Verseille treaty) অনুসারে তাহা ব্রিটিশ "ম্যাণ্ডেটের" (Mandate) অধীন। Mandate শব্দের অর্থ যে মহাযুদ্ধের সময় ইংরাজ এবং ইংরাজপক্ষীয় যোদ্ধজাতিগণ জার্ম্মাণ এবং তাহাদের পক্ষীয় জাতি-গণের যে সকল রাজ্য ও প্রদেশ জয় করিয়াছিল যুদ্ধ অন্তে সন্ধির সময় তাহা সব ফিরাইয়া দেওয়া হইল না। যতদিন যুদ্ধজনিত ঋণমুক্তি না হয় এবং সন্ধির অন্যান্য সর্ত্ত পালিত না হয় ততদিন এই সকল বিজিত রাজ্য বা প্রদেশ বিজেতার "ম্যাণ্ডেট" বা নির্দ্দেশানুবর্ত্তী

হইয়া শাসিত হইবে ইহা স্থির হয়। জার্ম্মানী তাহার পূর্ব্ব অধিকার ফিরিয়া পাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছে। মহাযুদ্ধের স্মৃতি-সূচক জার্ম্মাণ ডুব-জাহাজের অনেক গূঢ়কাহিনী গল্পচ্ছলে অধিবাসিগণের নিকট হইতে শুনিলাম। বন্দরে ঢুকিবার পথে এখনও জলমগ্ন জাহাজের ভগ্নাংশ দেখা যায়। জুডারজি (Zuderzee) নৌ-যুদ্ধ বিদ্যা প্রণালী অনুসারে বন্দরে আর কেহ প্রবেশ করিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে এবং এই ভাবে জার্ম্মাণ নৌ-বিদ্যাবিশারদগণ এড়ো-এড়ি ভাবে বন্দরের মুখে জাহাজ ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু ইংরাজ নৌ-বিদ্যাবিশারদগণের কৌশলে তাহাতে ফললাভ হয় নাই। যে জার্ম্মাণ জাহাজ এম্‌ডেন্ (Emden) একাকী মাদ্রাজ ও কলিকাতায় ভীতি ও ত্রাস সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিল, তাহার ভারত মহাসাগরের প্রধান আশ্রয় স্থান ছিল—এই সুরক্ষিত বায়রা বন্দর।

এই বায়রা সহরের রাস্তাঘাট বালুকাময় সহরের পথে সাধারণ যান-বাহন ব্যাপারে নিতান্ত অসুবিধা; তাই সেই বালুকাময় পথে পাতা লোহার ট্রাম লাইন, আর ছোট ছোট ট্রলি গাড়ী ঠেলিয়া লইয়া বেড়ায় কুলী মজুরে। মাঝে মাঝে আছে টার্ণ-টেবিল; বিপরীত দিকের গাড়ী আসিয়া পড়িলে, সেই টার্ণ-টেবিলের সাহায্যে উভয় দিকের গাড়ীর যাতায়াত সম্বন্ধে সুবিধা করিয়া লওয়া হয়। সহরের বাহিরে রাস্তায় বালির উপদ্রব নাই, সুন্দর উদ্যান ও আবাসস্থান আছে। সেই সকল পথে মোটর গাড়ীতে গতিবিধি হয়।

বায়রা সহরে ভীষণ মশকের ভীষণতর উৎপাত, সেইজন্য আবাস-গৃহের দ্বারে নেটের ডবল দরজা ব্যবহারের নিয়ম আছে। বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া তবে ভিতরের দরজা না খুলিলে, মশকের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। সিন্ধুদেশীয় বিখ্যাত বণিক্ পুহুমলের সমুদ্রতীরে সুরম্য আবাসবাটী আছে। আমরা সেখানে আতিথ্য-লাভ

করিয়াছিলাম। আফ্রিকার সকল বন্দরেই এবং বোম্বাই প্রভৃতি নগরে উঁহাদের বিস্তৃত কারবার আছে। ভারতবাসী যে কেহ এইসকল বন্দরে যায়, তাহারা এই বণিক্-প্রধানের প্রভূত আতিথ্য লাভ করে। শুধু পুহুমল কেন, ভারতপ্রবাসী সকল বণিক ও সাধারণ লোক, ভারতবর্ষ হইতে সমাগত সকল লোকেরই যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করেন।

বায়রা হইতে দক্ষিণে ডেলাগোয়াবে। জাহাজ বায়রা ছাড়িবার পর এক আশ্চর্য্য রহস্যজনক ঘটনা ঘটিল। নিজে প্রত্যক্ষ না করিলে সেই ব্যাপার বিশ্বাস করা অসম্ভব। আমাদের কমিশনের অন্যান্য মেম্বার ও সেক্রেটারী পনর দিন পূর্ব্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌছিয়াছেন। তাঁহাদের ডার্ব্বান সহরের কার্য্য শেষ হইয়াছে; পিটারমারিটস্‌বার্গ (Pietermirtizberg) প্রভৃতি ছোট ছোট সহরের কাজও শেষ হইয়াছে, তাঁহারা এখন স্বর্ণখনির কেন্দ্রভূমি জোহেনেস্‌বার্গে (Johenasburg) অবস্থিতি করিতেছেন—সমুদ্র-মধ্যে বিনাতারে এই সংবাদ পাইলাম। সভাপতি প্যাডিসন্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, অতটা পথ ভাটিয়া ডার্ব্বান গিয়া সেখান হইতে পুনরায় দুইদিন রেলপথে যাত্রার কষ্ট না করিয়া ডেলাগোয়াবে হইতে বরাবর জোহেনেস্‌বার্গ যাইলেই ভাল হয়, তাহাতে সময় সংক্ষেপও হইবে এবং কমিশনের কার্য্যেরও সুবিধা হইবে, এই কথা লিখিয়াছেন। কথাটা আমার বড় মনঃপূত হইল না, কারণ এইরূপ ব্যবস্থায় দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্ব্বার্দ্ধ দেখা আমার ঘটে না; ডার্ব্বান অধিবাসিদিগের সহিত পরিচয় হয় না এবং নেটাল প্রদেশের ভাঁরতবাসী সংক্রান্ত নিগূঢ় রহস্য ও বিশেষ তথ্যের পর্য্যালোচনার সুবিধা ও অবকাশ ঘটে না। তাহার উপর নিখিলের অসুস্থতার জন্য ডেলাগোয়াবে বন্দরে নির্দ্ধারিত দিবসে নামা ও বরাবর জোহেনেস্‌বার্গ যাওয়া নিতান্ত অসুবিধাজনক বলিয়া বোধ হইল। এই সকল কথা ডেলাগোয়াবে বন্দর পৌছিবার পূর্ব্ব রজনী ভাবিতে ভাবিতে

রজনীপ্রভাতের উপক্রম সময়ে আধ-জাগা, আধ-ঘুম, আধ-তন্দ্রার সময়ে কেবিনের বাহিরে চলাচল পথে একটা অদ্ভুত শব্দ শুনিতে পাইলাম। স্থর করিয়া জাহাজের ছোক্‌রা খান্‌সামা কি একটা নাম উচ্চারণ করিয়া ডাকিয়া বেড়াইতেছে, নামটা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। এই লোকটা ডাকিয়া ডাকিয়া হয়রান হইতেছে, কেহই সাড়া দেয় না। তখনও আধতন্দ্রা ঘুচে নাই, চোখের উপর ভাসিতে লাগিল, একখানা বিনাতারের সংবাদ। প্রথম দুই ছত্র স্পষ্টরূপে চোখের উপর ভাসিতে লাগিল, স্পষ্ট পড়িতে পারিলাম—আমাদের জোহেনেস্‌বার্গে যাওয়া বন্ধ। নিখিলকে জাগাইয়া এই আশ্চর্য্য সংবাদ বলিলাম; তাহার বিশ্বাস হইল না। যাহা হউক কিছুক্ষণ পরে সেই বিকট শব্দ আমাদের কেবিনের দ্বারে আবার আসিয়া পৌঁছিল। দ্বারে করাঘাত করিয়া ভৃত্য ডাকিল এবং বিনাতারের লেফাফা হাতে দিল।

সেই অশিক্ষিত ইংরাজ বালক ভৃত্যের মুখে আমার লম্বা নামটা সহজে উচ্চারণসুলভ বলিয়া মনে হয় না। রহস্যপ্রিয় আমার এক প্রবীন ফিরিঙ্গী মক্কেল পুরাকালে নামটা "সব্‌জীকারী" এই আকারে রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছিলেন। বোধহয় সব্‌জীকারী তাঁহার অতি উপাদেয় বস্তু ছিল। আর সহজে যাহাকে ঠকাইতে পারা যায়, ফিরিঙ্গী মহাপ্রভুরা তাহাকে সবুজ বা 'গ্রীন' বলে। এই মক্কেল-পুঙ্গব আমাকে ঠকাইবার বিষয়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন—তিনি পিতৃদেবের পুরাতন "রোগী" (Patient), অতএব নিতান্ত ঠকিলেও তাঁহাকে কিছু বলিতাম না। এই অধিকারেই বোধহয় তিনি নামটা "সব্‌জীকারী" আকারে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। জাহাজের ভৃত্য এইরূপ নামের একটা 'জগাখিচুড়ী' বানাইয়া চীৎকার করিতে করিতে প্রত্যুষ-নিদ্রায় ব্যাঘাত জন্মাইয়াছিল বলিয়া, বিনাতার (Wireless) পাইতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল।

প্যাডিসন্ সাহেব লিখিয়াছেন, যে ডেলাগোয়াবে, পর্ত্তুগীজ রাজ্যে সাময়িক বিদ্রোহ হেতু, আপাততঃ নিরাপদ নহে। তথা হইতে জোহেনেস্‌বার্গের রেলপথও নিরাপদ নহে; অতএব পূর্ব্বনির্দ্ধারিত প্রণালী অনুসারে জাহাজে ডার্ব্বানে গিয়া, সেখান হইতে রেলপথে জোহানেস্‌বার্গ আসাই শ্রেয়ঃ। সংবাদ পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম এবং সংবাদের পূর্ব্বাভাস অদ্ভুত উপায়ে মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হওয়াতে আশ্চর্য্য হইলাম। এইরূপ অনৈসর্গিক ব্যাপার আমার জীবনে আরও কয়েকবার ঘটিয়াছে। একবার মধ্যাহ্নের ট্রেনে মধুপুর হইতে কলিকাতায় আসিতেছি। আন্দাজ বেলা চারিটার সময়ে বিলক্ষণ তন্দ্রাকর্ষণ হইয়াছে, এই অবস্থায় দেখিতে পাইলাম—প্রকাণ্ড একটা বাড়ী। পরিচিত বলিয়া বোধ হইল, অথচ কোন্ বাড়ী, কোথায় বাড়ী, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। প্রকাণ্ড বারান্দায় বিস্তর লোক চেঁচাচেঁচি ও দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, একটা বিপুল হুলুস্থুল ও গোলযোগ চলিয়াছে, বারান্দায় ও সিঁড়িতে রক্তারক্তি। তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, কিছু বুঝিতে পারিলাম না। বাড়ী পৌঁছিয়াও কোন সংবাদ পাই নাই, মন বড় উদ্বিগ্ন রহিল। সকালে খবরের কাগজে পড়িলাম, পূর্ব্বদিন বেলা ৪।৪৷৷০ টার সময়ে—আমার সেই তন্দ্রাকর্ষণের সময়ে হাইকোর্টের বারান্দায় একজন বিশিষ্ট মুসলমান পুলিশ কর্ম্মচারী, আততায়ীর পিস্তলের গুলিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

আর একবার পিতৃদেবের দারুণ পীড়ার সংবাদ পাইয়া সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীকে লইয়া মধুপুরে তাঁহাকে দেখিতে যাইতেছি। শেষ মুহূর্ত্তে তিনি যাঁহাকে যাঁহাকে দেখিতে চান, বোধ হইল তাঁহারা হয় সব সঙ্গে যাইতেছেন, না হয় পূর্ব্ব হইতেই মধুপুরে রহিয়াছেন। কেবল নাই তাঁহার আবাল্যসুহৃদ্ ও আমাদের চির প্রিয়কামী কাশীবাসী শ্রীযুক্ত যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়—সর্ব্বাধিকারী বংশের আদরের ও শ্রদ্ধার "চাটুয্যে মহাশয়"।

"ইউরোপে তিন মাস" ও "প্রবাস পত্রে" তাঁহার কথা অনেক বলিয়াছি, অতএব তাঁহার কথা এখানে পুনরুক্তি করিব না। গত বৎসর আমার জেনেভা যাইবার সময়ে সেই অশীতিপর, স্থবির, চির-শুভেচ্ছু ব্রাহ্মণ নিতান্ত রুগ্নদেহেও এবং নিষেধ সত্ত্বেও হাওড়ার ট্রেনে আমায় তুলিয়া দিয়া আসিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া আর তাঁহার আশীর্ব্বাদ পাইলাম না, তাঁহার তিরোভাব হইয়াছে। এ হেন চাটুয্যে মহাশয়কে পিতৃ-দেবের শেষ শয্যার পার্শ্বে দেখিবার আকাঙ্খা নিতান্ত প্রবল হইয়া উঠিল। তাঁহাকে মধুপুরে আসিবার জন্য তার 'দিই দিই' করিয়া কলিকাতায় দেওয়া হইল না, হাওড়া ষ্টেশনে দেওয়া হইল না, বর্দ্ধমান ষ্টেশনে দেওয়া হইল না, এমন কি মধুপুর ষ্টেশনেও দেওয়া হইল না। মধুপুর বাটিতে মধ্যরাত্রে পৌছিয়া প্রথমেই দেখিলাম—সেই সৌম্যমূর্ত্তি চাটুয্যে মহাশয় ম্লানবদনে আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন। জিজ্ঞাসায় জানিলাম —তিনি পিতৃদেবের রোগবৃদ্ধির কোন তার পান নাই, কেবল হৃদয়ের আবেগে তিনি কাশীধাম হইতে মধুপুরে চলিয়া আসিয়াছেন। এই অদ্ভুত, আশ্চর্য্য, বিস্ময়কর ব্যাপারের তথ্য নির্ণয় করিতে কে সমর্থ? সেই চাটুয্যে মহাশয়ের সহায়তায় পিতৃকৃত্য সম্পন্ন হইল। তাঁহারই প্ররোচনায় ও উৎসাহে শীতাতপক্লিষ্ট শ্মশান-যাত্রীর সাহায্যকল্পে মধুপুর শ্মশানে পিতৃ-স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ "সূর্য্যঘাট" নির্ম্মিত হইয়াছে। মধুপুরের এই মহাশ্মশান আমাদের পুণ্যতীর্থ; এবং চাটুয্যে মহাশয়ের স্মৃতির সহিত ঘনভাবে জড়িত।

ডেলাগোয়াবে বন্দরে নামিতে হইবে না জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। পর্ত্তুগীজ গভর্ণরের প্রতিনিধি এবং দক্ষিণ আফ্রিকা গভর্ণমেণ্টের প্রতি-নিধি জাহাজে আসিয়া বিস্তর আদর আপ্যায়ন করিলেন এবং আমরা সেই পথে যাইব না শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলেন। পর্ত্তুগীজ প্রতিনিধি অভয় দিয়া বলিলেন, যে আমাদের জন্য স্পেশাল ট্রেণের বন্দোবস্ত

আছে এবং আমাদের রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে। এই বিশেষ ব্যবস্থাটা বিশেষ কৌতুকজনক। স্থানীয় বিদ্রোহে রেলওয়ে কর্ম্মচারিগণ ঘনিষ্ঠভাবে যোগ দিয়াছে। তাহাদের মধ্যে যাহারা অধিনায়করূপে ধরা পড়িয়াছে, তাহাদের ছয়জনকে আমাদের ট্রেণের ইঞ্জিনের পিছনের গাড়ীতে বাঁধিয়া রাখা হইবে। পথে যদি স্পেশাল ট্রেণের উপর গুলিগোলা চলে কিম্বা অন্য কোনরূপ বিপৎপাত হয়, তাহা হইলে এই বিদ্রোহী অধিনায়কেরা আগে মারা পড়িবে, তারপর আমাদের যা হয় হইবে। এই প্রণালীতে আমাদের রক্ষাপদ্ধতি বিশেষ চিত্তাকর্ষক বোধ হইল না এবং অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ডার্ব্বানের পথে জাহাজে যাওয়াই স্থির করিলাম।

উভয় গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধির সাগ্রহ আমন্ত্রণে সহর ও বন্দর দেখিবার জন্য জাহাজ হইতে নামিলাম। সহরে বিদ্রোহজনিত আপদের কোনও লক্ষণ দেখিলাম না। স্থানীয় টাউনহলে আদর আপ্যায়ন এবং অভিনন্দনের ব্যবস্থা ভারতবাসিগণের পক্ষ হইতে যথারীতি হইয়াছিল। সহর নূতন প্রণালীতে নির্ম্মিত, বন্দর হইতে কিছু দূরে সমুদ্রের উপরে প্রকাণ্ড হোটেল, স্নানাগার, সভ্যতাপ্রণালী প্রণোদিত নানারূপ আমোদ আহ্লাদের উপযোগী বিচিত্র ভবন, ক্লাব ও উদ্যান প্রভৃতির সমাবেশ সমুদ্রতীরে যথেষ্ট আছে। ভারত মহাসাগরের উত্তুঙ্গ সময়ে সময়ে পর্ব্বতপ্রমাণ উচ্চ তরঙ্গ আসিয়া কূলে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। সে দৃশ্য কমনীয়-ভীষণ! বায়রা, মোজাম্বিক কিম্বা জাঞ্জীবার বন্দরের নিকট খোলা সমুদ্রের পরিসর অল্প; অতএব এ বিরাট্ দৃশ্য-সম্ভার সেই সকল স্থানে উপভোগ্য নহে। সহরে স্থানীয় অধিবাসী, পর্ত্তুগীজ অধিবাসী এবং ভারতীয় অধিবাসিগণ অপেক্ষাকৃত শান্তভাবেই বাস করে। সাধারণ-তন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত পর্ত্তুগীজ অধিকারের মধ্যে বর্ণভেদ-বাহুল্য বিশেষ নাই;

বরং ধর্ম্মভেদ বাহুল্য সময়ে সময়ে কষ্টের কারণ হয়। ভারতবাসিগণের আবাস, আহার ও সামাজিক ব্যবস্থা ইংরাজী ধরণে না হইয়া অনেকটা পর্ত্তুগীজ ধরণে অনুপ্রাণিত। বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি যথেষ্ট আছে, অধিকাংশ বাণিজ্য ভারতবাসীরই হাতে। অধিকতর শ্রীবৃদ্ধির আশায় পর্ত্তুগীজ গভর্ণমেণ্ট বহু অর্থ ব্যয়ে বন্দরের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। বন্দর হইতে জাহাজে মাল তুলিবার এত বড় বড় ক্রেণ স্থাপিত হইয়াছে, যে তাহা আমি অন্য কোন বন্দরে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। জাহাজে কয়লা বোঝাই নূতন প্রণালীতে হইতেছে দেখিলাম। কয়লা বোঝাই সুদ্ধ রেলওয়ে ওয়াগন্ রেল লাইন হইতে ক্রেন সহযোগে সকায়ে উঠাইয়া, সেই গাড়ী সমেত জাহাজের গর্ভে নামাইয়া দিতেছে এবং সেইখানে গাড়ী উল্টাইয়া মাল খালাস হইতেছে, তারপর শূন্য ওয়াগন্ ক্রেন সাহায্যে লাইনের উপর যথাস্থানে ফিরিয়া আসিতেছে এই মহাব্যাপারের মধ্যে কুলি মজুরের হাত কোথাও নাই। ইহাতে কুলির প্রয়োজন নাই; ঝোড়াঝুড়ি বস্তার প্রয়োজন নাই ; নিমিষের মধ্যে কয়লা খালাস করিয়া গাড়ী রেলে পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিতেছে। ট্রেন্সভাল প্রদেশের সমস্ত কয়লা এই পথে রপ্তানী হইবে, এই প্রত্যাশায় এই বিরাট ব্যবস্থা হইয়াছিল ; কিন্তু সে সাধে বাদ পড়িয়াছে। আফ্রিকার কয়লা বোম্বে, করাচী প্রভৃতি প্রদেশে যথেষ্ট কাটতি হইতেছে। ভারতবর্ষে রেলওয়ে ভাড়ার "যাদুকরী" তে ভারতবর্ষের কয়লা করাচী, বোম্বে প্রভৃতি দেশে যে দামে বিক্রয় হওয়া সম্ভব' বহুদূর হইতে আনীত আফ্রিকার কয়লা বোম্বে, করাচীতে তাহা অপেক্ষা অল্প মূল্যে বিক্রয় হয়। আফ্রিকার রেলওয়ে ও জাহাজ কোম্পানী আফ্রিকার কয়লাব্যবসায়ীর প্রতি বিশেষ সদয় ; তাহারা সস্তা দরে মাল পৌছাইতে পারে। ভারতীয় রেলওয়ে বিভাগ ভারতীয় কয়লাব্যবসায়ীর প্রতি যেমন নির্দ্দয় তেমনি অযথা

বিচার করেন। ভাড়া চড়াইয়া রাখাতে ব্যবসায়ীরা অল্প মূল্যে মাল বোম্বে, করাচীতে বিক্রয় করিতে পারে না। মালের গুণাগুণের উনিশ বিশে এ ভীষণ সমস্যা উঠে নাই—ইহাকে যাদুকরী বলিব না ত কি বলিব! দক্ষিণ আফ্রিকান গভর্ণমেণ্ট যদি প্রবাসী ভারতবাসীর প্রতি সুবিচার না করেন, তাহা হইলে কাউন্সিল-অফ-ষ্টেটে আমার প্রবর্ত্তিত আইন (Reciprocity Act) অনুসারে এই আফ্রিকার কয়লার উপর বিশেষ মাশুল চড়িবে। একথা আমাদের কমিশনের বিচার্য্য এবং বিবেচ্য। পরে পশ্চাতে যাহা হয় হইবে, দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেণ্ট আফ্রিকার কয়লা পূর্ব্বকল্পিত প্রণালী অনুসারে ডেলাগোয়াবের পথে পর্ত্তুগীজ বন্দর হইতে রপ্তানী করিতে দিবেন না, সঙ্কল্প করিয়াছেন। যদিও ডার্ব্বান ও কেপ্ টাউনের পথে রেল ও জাহাজের মাশুল অনেক অধিক পড়িবে, তাঁহারা সেই পথেই আফ্রিকার কয়লা রপ্তানী করিতে স্থির করিয়াছেন। ফলে ডেলাগোয়াবে বন্দরে যে অতিকায় ক্রেন (Crane) ও অন্যান্য সময়োপযোগী বিশিষ্ট রপ্তানীর ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা আর এ কাজে লাগিবে না। বন্দুক গোলাগুলির যুদ্ধের অপেক্ষা ব্যবসায় ও বাণিজ্য-ক্ষেত্রে এই যে আন্তর্জাতিক গুরুতর সমর-নীতির ব্যবস্থা হইতেছে তাহার ফল জাতি-বিশেষকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে ও করিবে। ডেলাগোয়াবে বন্দরে এই কোটি কোটি টাকার অপব্যয় ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

মোম্বাসা ছাড়িয়া জাঞ্জীবার পৌছিবার পূর্ব্বে আমরা ইকোয়েটার (Equator) পার হইয়াছি। এই কাল্পনিক রেখা ভূগোলজগতে উত্তর গোলকার্দ্ধ হইতে দক্ষিণ পৃথিবী বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। উত্তর গোলকার্দ্ধে যখন শীত, দক্ষিণ পৃথিবীতে তখন গ্রীষ্ম। সূর্য্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ প্রণালী ভেদে শীতাতপের প্রভেদ। ডিসেম্বর মাস। এখন উত্তর গোলকার্দ্ধে শীতকাল প্রবল, ইহা চিরদিনের জ্ঞান, ধারণা ও অভিজ্ঞতা।

ইকোয়েটার পার হইয়া দক্ষিণ গোলকার্দ্ধে সেই ডিসেম্বর মাসেই গ্রীষ্মকাল, কোথাও দারুণ গ্রীষ্মকাল। যত দক্ষিণে যাইতেছি, তত গরম বাড়িতেছে। ডিসেম্বর মাসে বড় গরম। হা-হুতাশে উত্তর গোলকের অধিবাসিগণ বাতুল মনে করিবে; কিন্তু বিশ্ব-নিয়ন্তার নিয়মই এইরূপ। একই পৃথিবীতে, একই সময়ে কোথাও গ্রীষ্ম, কোথাও শীত। কোথাও অন্ধকার, কোথাও আলো, কোথাও নিরাশা।

এই ইকোয়েটার পার হইবার সময়ে পূর্ব্বে জাহাজে এক রহস্যজনক অভিনয় হইত, বড় বড় জাহাজে এখনও হয়। ডেকের উপর এক প্রকাণ্ড কেম্বিসের স্নানাগার স্থাপিত হয়; সমুদ্র-জলে তাহার চৌবাচ্চা পরিপূর্ণ হইলে, সমুদ্রাধিপতি নেপচ্যুনের (Neptune) সিংহাসন স্থাপিত হয়। দীর্ঘ শ্মশ্রু, সমুদ্রজ উদ্ভিদের প্রস্তুত জটাজুটশোভিত ভীম-কমনীয়কান্তি নেপচ্যুন্ (বরুণ আকারের ধারণা আমাদের এমন নয়) ত্রিশূল হস্তে সেই সিংহাসনে উপবেশন করেন, আর যাত্রীদিগকে সমুদ্রের-জলে পরিপূর্ণ সেই চৌবাচ্চায় বারম্বার ডুবাইয়া চুবাইয়া তাহাদের উপর নেপচ্যুনের অধিকার সাব্যস্ত হয়। কর, মাশুল, মাথট আদায় হইলেই যাত্রী অব্যাহতি পায়।

কিছু পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়া পরিদর্শন সম্বন্ধে গমনকালে লোকপ্রিয় প্রিন্স অফ ওয়েলস্ মুক্তপ্রাণে এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

ইকোয়েটার পার হইবার পর হইতেই রজনীতে দক্ষিণ আকাশে সাউদার্ণ ক্রশ (Southern Cross) বা সপ্তর্ষিমণ্ডল নয়নগোচর হইতে লাগিল। অনুকূল বায়ু ক্রমশঃ আমাদিগকে ' গন্তব্য পথে অগ্রসর করিতে লাগিল।

২৯৫ মাইল সমুদ্র পথ অতিক্রম করিয়া ৩০শে ডার্ব্বাণ পৌছিলাম। ১৮২৪ খৃঃ এই সহরের তখনকার গভর্ণার Sir Benjamin D'urbon' এর নামে ইহার নামকরণ হয়। সহরটী যেন ছবির ন্যায় সুন্দর ও

পরিষ্কার। প্রায় ৩৫ মাইলব্যাপী ইলেকট্রিক ট্রাম আছে। "কৃষ্ণবর্ণের' সাধারণ ট্রাম গাড়ীতে উঠিবার অধিকার নাই, যথা তথা বাস করিবারও অধিকার নাই। ভারতবাসীর উপর অত্যাচার সকল রকমেই এই প্রদেশে অল্লাধিক বর্ত্তমান।

তাহাদের জন্য নিম্নশ্রেণীর স্বতন্ত্র ট্রাম, মোটর গাড়ী ও রেলগাড়ীর ব্যবস্থা আছে, আবার সেই সকল গাড়ীতে "শ্বেতবর্ণে'র প্রবেশ অধিকার নাই। "কাল-ধলা"র এই পার্থক্য ও প্রভেদ দক্ষিণ আফ্রিকার সকল স্থানেই অল্পবিস্তর লক্ষিত হয়। রিক্সা গাড়ীতেও সেই প্রভেদ। স্থানীয় আফ্রিকার অধিবাসীরা এই সকল রিক্স-গাড়ীর কুলীর কাজ করে। নানা জাতীয় বেশভূষায় পালক, লতাপাতা ও বিচিত্রবর্ণের উলকী দ্বারা পুরাতন প্রণালীতে সজ্জিত এই সকল রিক্স-কুলী হাবভাব নৃত্যভঙ্গী করিয়া রাজপথে দৃশ্যের বিচিত্রতা সম্পাদন করে। মোড়ে মোড়ে পুলিশ কনেষ্টবলও অঙ্গভঙ্গী দ্বারা মোটরযাত্রীর গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করে। তাহাদের ডান হাতের উপরে একটা সাদা আবরণ সমস্ত হাত ঢাকিয়া রাখে। দূর হইতে এই সাদা হাত দেখিতে পাইয়া মোটরচালক নিজ গতি পরিচালিত করে। সমতল ভূমিতে দাঁড়াইয়া ট্র্যাফিক পুলিশ নিত্যকর্ম্ম সমাধা করে না। পথিমধ্যে উচ্চ মঞ্চের উপর তাহাদের স্থিতি-স্থান। তাহাদেরও অঙ্গভঙ্গীবাহুল্যের অভাব নাই। ইহাতেও দৃশ্য-বৈচিত্র্যের আনুকূল্য হয়। রাস্তাঘাট অতি চমৎকার। ইউরোপ বা আমেরিকার কোন সভ্য সহরের ব্যবস্থা ইহা হইতে উৎকৃষ্ট নহে।

বন্দরটী ক্ষুদ্র এবং বিশেষ শ্রীসম্পদ্‌যুক্ত নহে। সে বিষয়ে বর্ণনা বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন। মনে হয়, এখানকার প্রবাসী ভারতীয় ব্যবসায়ীরা অপর স্থান অপেক্ষা অধিকতর অর্থশালী।

সাউথ আফ্রিকান ইণ্ডিয়ান ন্যাশানেল কংগ্রেসের স্থানীয় সভাপতি

ও উহার বহু সংখ্যক সভ্য আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন; আমাদের সমুদ্র যাত্রাও উপস্থিত শেষ হইল। ইমিগ্রেসান অফিসারের সাহায্যে Custom "পাশ" হইল। এ বিষয়ে ভারতবাসী সম্বন্ধে অতি কড়া নিয়ম। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহাদের মাল তদারক হয়। কিন্তু 'ভারত গভর্ণমেণ্টের দূত বলিয়া আমরা সে তদারক হইতে অব্যাহতি পাইলাম।

সহর হইতে দূরে নির্দ্ধারিত স্থানে মিঃ সিং'এর গৃহে যাওয়া হইল। বাড়ীটী বেশ পরিষ্কার ও পাশ্চাত্য সভ্যতা অনুসারে সজ্জিত। বহু সংখ্যক বিখ্যাত ও ধনী ব্যবসায়ী স্ব স্ব গাড়ী করিয়া আমাদের নানা স্থানে ঘুরাইলেন। মিঃ আজমলের দোকান কলিকাতার হোয়াইটওয়ের (Whiteaway) দোকান অপেক্ষা বৃহৎ এবং সুসজ্জিত। তাঁহার বাড়ীটী অতি চমৎকার এবং বাগান, ফোয়ারা ইত্যাদি কিছুরই অভাব নাই। "বোম্বে বাজার কোং"-র দোকান বেশ বড়। ইঁহারা প্রধানতঃ সিল্ক ব্যবসায়ী; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতীয় সিল্ক আদৌ নাই। যাহাতে ভারতীয় সিল্কের প্রচলন হয়, তাহার জন্য অনুরোধ করিলাম এবং কয়েক জন ভারতীয় সিল্ক ব্যবসায়ীর নাম ও ঠিকানা দিলাম। সিল্ক-সত্বাধিকারী রাম চন্দর অনেক European shop-girl রাখিয়াছেন। ইহাতে নাকি ব্যবসায়ের সুবিধা খুবই হয়।

এই তিন ঘণ্টায় প্রায় ২০০ মাইল মোটরে ভ্রমণ করিয়া বেলা তিনটার সময়ে আমরা রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিলাম। এখানে কাফির পুষ্প-বিক্রেতারা বিশেষ আগ্রহের সহিত অতি যত্নে আনীত ফুলের মালা ও তোড়া লইয়া ভয়ে ভয়ে দূরে অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাদের নাকি "গণ্ডীর" এদিকে আসিবার অধিকার নাই। ইহা জানিতে পারিয়া আমি আগ্রহে তাদের কাছে যাইয়া তাদের স্নেহের নিদর্শন শিরোধার্য্য করিয়া তাহাদের আলিঙ্গন করিলাম। প্রথমটা তাহারা

যেন আমার সম্বর্দ্ধনা ঠিক প্রণিধান করিতে পারিল না। তাহারা অত্যাচারের পেষণে নিজেদের হয়ত মানুষ বলিয়া ধারণা করিতেও ভুলিয়াছে।

ষ্টেশন মাষ্টার, ইমিগ্রেশান অফিসার, অপরাপর রেলকর্ম্মচারী, ভারতবাসী ও কাফ্রি সম্প্রদায়—সকলের আদর, অভ্যর্থনা ও আশীর্ব্বাদ লইয়া নির্দ্দিষ্ট কামরায় উঠিলাম। আমাদের পথপ্রদর্শক হিসাবে সাউথ আফ্রিকান্ ইণ্ডিয়ান ন্যাশানেল কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ কাজী আমাদের সঙ্গে চলিলেন। ডার্ব্বাণ ষ্টেশনে একজন মাদ্রাজী Quick artist তখনি তখনি আমার একটী ছবি আঁকিয়া উপহার দিয়া চমৎকৃত করিলেন।

ইংরাজ অধিকারের পর নেটালের কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি আরম্ভ হয়। স্থানীয় অধিবাসীদিগের দ্বারা সে কার্য্যের কিছুমাত্র সহায়তা সম্ভব হইত না এবং শ্বেতকায় ঔপনিবেশিকগণ শ্রমসাধ্য কুলীর কাজ করিতে সমর্থ এবং ইচ্ছুক নয়। নিজের দেশে যে যা করুক, কৃষ্ণকায় অধিবাসীর চক্ষের সম্মুখে তাহারা এই সকল কাজ করা গ্লানি ও অপমানের বিষয় মনে করে। যথেষ্ট উর্ব্বর ক্ষেত্র সত্ত্বেও কৃষিকার্য্যের কিছুমাত্র সুবিধা হইতেছে না দেখিয়া তদানীন্তন কর্ত্তৃপক্ষগণ ভারত গভর্ণমেণ্ট ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহায়তায় পূর্ব্ব হইতে মাডাগাস্কার ও মরিশেয়শ (Mauritius) দ্বীপে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে ভারতবর্ষ হইতে দক্ষ ও কর্ম্মী শ্রমজীবীর দল আনিবার ব্যবস্থা করেন। আইন কানুনের বাঁধাধরা ও আরকাটির অত্যাচার যথেষ্ট ছিল; তাহার নিগড় হইতে ঔপনিবেশিকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষে সময়ে সময়ে ঘোরতর আন্দোলনের প্রয়োজন হইয়াছিল। বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা অপেক্ষা মাদ্রাজ ও বোম্বে প্রদেশ হইতে অধিক সংখ্যক শ্রমজীবী "চালান" হইত।

তাহারা সকলেই কুলী শ্রেণীর নয়; কিন্তু তাহাদের সকলের সাধারণ নাম দক্ষিণ আফ্রিকায় "কুলী" মতান্তরে "কোলা" হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শব্দটার উদ্ভব ও অর্থ সম্বন্ধে বিস্তর মতান্তর আছে, তাহার সমস্যা এখনও হয় নাই। বাহক অথবা মুটিয়া অথবা সাধারণ শ্রমজীবী অর্থেই ইহা ব্যবহৃত হয়। নেটাল ঔপনিবেশিকদিগের ব্যবহারার্থ প্রধানতম কর্ত্তৃপক্ষগণ অনেক জমিজমা দেন। তাহারা কর্ম্মকুশলতা ও দক্ষতার ফলে সেই সকল জমিতে "সোণা ফলাইয়া" কর্ত্তৃপক্ষ ও স্থানীয় অধিবাসিগণকে চমৎকৃত করে। তিন চার পুরুষ ধরিয়া এই সকল কাজ করিয়া তাহাদের অদ্ভুত কৃতিত্ব জন্মে। ভারতবর্ষে প্রচলিত সকল প্রকার শস্য, ফলমূল, ফুল ও শাকশব্জী ইহাদের যত্নে জন্মে; আখের চাষ যথেষ্ট হয়। ভারতীয় ঔপনিবেশিকেরা নিজ ব্যবহারার্থ এই কৃষিসম্পদ্ সৃষ্টি করিয়া সন্তুষ্ট নয়। "মনিবালি" কাজেও তাহারা যথেষ্ট দক্ষ। যাহারা চাষ ও চাকুরী করে না তাহারা দোকান খুলিয়া নানারূপ ব্যবসা বাণিজ্য করে, ছোট বড় সকল কাজই করে।

কোন কাজই তাহাদের নিকট হেয় বা অশ্রদ্ধেয় নহে। নম্রতা, বিনয়, কার্য্যপটুতা, ভদ্রতা এবং সাধুতার ফলে কৃষি ও ব্যবসায় উভয় ক্ষেত্রেই তাহারা বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করে এবং অপেক্ষাকৃত অল্প পারিশ্রমিক লইয়া তাহারা গুরুতর শ্রম স্বীকার করিয়া কর্ম্মাধ্যক্ষগণকে সন্তুষ্ট করে। অতএব যাহা তাহাদের বিশেষ গুণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে এবং হওয়া উচিত, তাহাই তাহাদের দোষের আকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং সেই দোষে দোষী বলিয়া তাহারা পদে পদে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছে। তাহারা অল্প লাভে ব্যবসা করিয়া ক্রেতাকে সন্তুষ্ট করে এবং যাহারা তাহাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করে, তাহাদের নিকট অল্প মজুরীতে কাজ করে। ইহা অসহিষ্ণু, বিলাসী ও শ্রমকাতর শ্বেতকায় ঔপনিবেশিকের অসহ্য। ফলে তাহাদের ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষ-

বহ্নি ভারতবাসীর প্রতি জ্বলিয়া উঠে। যাহাদের অকাতর পরিশ্রম ও দক্ষতার ফলে নেটাল ও অন্যান্য প্রদেশের শ্রী ফিরিল, সেই নেটালবাসী ভারতীয়গণের প্রতি তাহারা অসাধারণ বিদ্বেষ ও শত্রুতা আরম্ভ করিল।

তাহারা ৪টা বাজিতে না বাজিতেই টেনিস্ খেলিতে যাইবে, ক্লাবে যাইবে, আমোদ উৎসবে ব্যস্ত থাকিবে; আর মিতব্যয়ী, সহিষ্ণু, শ্রমশীল ভারতবাসী মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবে—ইহা তাহাদের সহিল না। ভারতবাসীর স্বাস্থ্য, স্বাচ্ছন্দ্য, শিক্ষা, ধর্ম্মচর্চ্চা, সামাজিক ও নাগরিক অধিকারপ্রাপ্তি ও ব্যাপ্তি সম্বন্ধে সুবিধা করিয়া দেওয়া দূরে থাক, যতদূর অসুবিধা সঞ্চার করা যাইতে পারে তাহা চলিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাহাদের যথা তথা বাসের অধিকারও কাড়িয়া লওয়া হইল। উপকূলের ধারে ধারে ৩০ মাইল চওড়া গণ্ডীর বাহিরে তাহাদের যাইবার হুকুম রহিল না। আইনের পর আইনের নিদারুণ পাশে পেষণ করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। যত ধনীই হউক, ভারতবাসী সহরের মধ্যে ইউরোপীয়দিগের পাড়ার মধ্যে বাস করিতে পারিবে না, এইরূপ ব্যবস্থা হইতে লাগিল। এই সকল নির্য্যাতনের ফলে মহাত্মা গান্ধী প্রতিকারকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়া যে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করেন, এবং সপরিবারে যে সকল অত্যাচার সহ্য করেন, তাহার প্রতিধ্বনি ভারতবর্ষে পৌঁছিয়া ভারত-বাসীকে আংশিকরূপে জাগরিত করে এবং ধীরে ধীরে সে আন্দোলনের ফল ফলিতে থাকে। কিন্তু হাতে না মারিয়া ভাতে মারার ব্যবস্থা কেহ বন্ধ করিতে পারে না। বংশানুক্রমে তিন চার পুরুষ পরিশ্রম করিয়া যাহারা ধনোপার্জ্জন করিল—কেহ কেহ যথেষ্ট ধনোপার্জ্জন করিয়াছে,—তাহারাও সম্মানের সহিত সে অর্জ্জনের ফল ভোগ করিতে পারিল না। নানারূপ ভেদ-নীতির প্রচলনে গ্লানির পর গ্লানি তাহা-দিগের অন্তর-দাহ জন্মাইতে লাগিল এবং তাহাদের আত্মসম্মান রক্ষা

করা দুরূহ হইয়া পড়িল। ভারতবাসীর উপযোগী আহার্য্য বস্ত্রাদি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুর উপর আমদানীর মাশুল স্থল-বিশেষে ১০০৲ টাকা মূল্যের মালের উপর ১০০৲ টাকা চড়িল। শ্রমজীবী অভাবে জমিজমা চাষ হয় না ; যতদূর নজর চলে, জমি পড়িয়া আছে, চষিবার লোক নাই, তথাপি ভারতবাসীকে তাহাতে হাত দিতে দেওয়া হইবে না—সাব্যস্ত হইল।

নূতন ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষ হইতে আসা একেবারে বন্ধ হইল। দুর্ভাগ্যক্রমে, ভারতবর্ষে যাহার একাধিক স্ত্রী আছে তাহার একের অধিক স্ত্রীকে আসিতে দেওয়া বন্ধ হইল ; ষোল বৎসরের অধিক বয়স্ক যাহার সন্তান আছে, সে সন্তানের আসা বন্ধ হইল। পুরোহিত কিম্বা শিক্ষক বলিয়া ভাণ না করিতে পারিলে, কিম্বা সাময়িক অবস্থিতির প্রতিশ্রুতি না দিলে, সাধারণ ভারতবাসীর দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন অসম্ভব হইল।

যাঁহারা ধনোপার্জ্জন করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রুস্তমজী নামে পার্শী সদাগর প্রসিদ্ধ। সাধারণ হিতকর বহু কার্য্যে তিনি প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। ডার্ব্বাণে স্কুল, লাইব্রেরী, অগ্নি-মন্দির (Fire-temple), অতিথিশালা, হাট বাজার প্রভৃতি স্থাপন করিয়া তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জমির lease'এর মেয়াদ ফুরাইলে আর তাঁহার উত্তরাধিকারিগণকে পূর্ব্বভাবে lease দেওয়া হইল না। এই অবস্থায় ভারতবাসীকে চার পাঁচ পুরুষ ধরিয়া কঠোর পরিশ্রম করিবার ফলে স্বোপার্জ্জিত ধনসম্পদ্-ভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া দীন ভাবে কাটাইতে হইতেছে।

কেবল বসবাস, চাকুরী-বাকুরী, রিক্সা মোটর ও রেলওয়ে গাড়ীর পার্থক্য লইয়াই যে ভারতবাসীর যন্ত্রণা তাহা নয়, ব্যবসার ক্ষেত্রেও

তাই। দোকানপাট করিয়া দু'পয়সা লাভ করিয়া সংসার চালাইবে, তাহাতেও বিস্তর প্রতিবন্ধক। প্রথমে লাইসেন্স বা অনুমতি-পত্র না পাইলে, কাহারও—অর্থাৎ ভারতবাসীর—ফলমূলের দোকান পর্য্যন্ত খুলিবার অধিকার নাই। কোনখানে দোকান হইবে, কি ভাবে দোকান-ঘর এবং সাজসজ্জার ব্যবস্থা করিতে হইবে, কোন কোন দিন, কোন কোন সময়ে দোকানের কাজ চালান যাইবে এবং কতক্ষণ কি ভাবে দোকান খোলা রাখা যাইবে—এই সকল বিষয়েই কঠিন আইন কানুন হইয়াছে। ঠেলা-গাড়ীতে সামান্য ফেরিওয়ালার কাজ করিতেও এই সকল বিধি নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। ফলমূল খাবার দাবার দোকানে পর্য্যন্ত এই সকল নিয়ম প্রচলিত। শ্রম স্বীকার করিয়া লাভের চেষ্টা পর্য্যন্ত করিবার অনুমতি নাই। শুনিলে সহসা বিশ্বাস হয় না; কিন্তু বাস্তবিক ঘটনা এই, যে আরামপ্রিয় বিলাসী শ্বেতকায় বণিক্ এত পরিশ্রম করিয়া এত অল্প লাভে কাজ করিতে পারিবে না এবং মিতব্যয়ী শ্রমকুশল ভারতীয় বণিক্ তাহাদের নিজ প্রচলিত পথে অধিক লাভ করিবার অবকাশ পাইবে, ইহা অসহ্য!

রেলগাড়ীতে কাজী সাহেবের সহিত এই সকল বিষয়ে আলোচনা হইল। তাঁহার নিকট অনেক "আবেদন নিবেদনের" কাগজপত্র পাইলাম এবং অনেক অবশ্যজ্ঞাতব্য তথ্যসংগ্রহ হইল। আমাদের সুবিধার জন্য রেলওয়েতে স্বতন্ত্র সেলুনের ব্যবস্থা ছিল, আহারাদির ব্যবস্থাও স্বতন্ত্র ছিল।, যাহাতে সাধারণ লোকের সহিত মিশিতে না হয়, সে বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষগণের সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি ছিল। সাধারণ লোকের সহিত মিশিতে যাইয়া গ্লানিদুষ্ট হইতে না হয়, এই বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি; কিন্তু তাহা হইলেও সকল সময়ে আমাদিগের রক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আমাদের পৌঁছিবার সংবাদের বহুল প্রচার বশতঃ প্রায় সকল ষ্টেশনেই ছোট বড় জনতা

হইতে লাগিল। ভারতীয় অধিবাসিগণ আসিলেন অভিনন্দন করিবার জন্য, শ্বেতকায় অধিবাসিগণ আসিলেন—সুবিধা পাইলেই উপহাস ও বিদ্রূপ করিবার জন্য। সন্ধ্যার সময়ে একটা ষ্টেশন হইতে গাড়ী বাহির হইয়া যাইতেছে। এমন সময়ে ডিষ্টেণ্ট (Distant) সিগ্‌নেলের নিকট একদল লোক আমাদিগকে দেখিয়া তারস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল—"কুলী" "কুলী"। আমরা দৌত্যকার্য্যে আসিয়াছি; অতএব এই সকল বিষয়ে আমাদের জিহ্বা, কর্ণ ও দৃষ্টি বিশেষ সংযত রাখিতে হইবে, ইহা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া কার্য্যভার লইয়াছি। ক্রোশের পর ক্রোশ মাঠ পার হইয়া যাইতেছি, চাষবাসের চিহ্নমাত্রও নাই, বনানীশোভা ও পর্ব্বতশোভায় প্রকৃতি কিছুমাত্র কৃপণতা প্রকাশ করে নাই; কিন্তু দেশ নদীমাতৃক নহে, এজন্য কৃষিকার্য্য, উদ্যানরচনা প্রভৃতি দুরূহ ও বহুলশ্রমসাধ্য। শ্বেতকায় শ্রমিকের অভাব, অথচ কৃষ্ণকায় শ্রমিকের শক্তি ও ইচ্ছা সত্ত্বেও কর্ম্মক্ষেত্রে তাহাদিগকে স্থান দেওয়া হইল না—অদ্ভুত রহস্য! নাতি-উচ্চ-পর্ব্বত বা "কোপে" (Kopje) কেন্দ্র করিয়া ইংরাজ অথবা বোয়ার (Boer) কৃষক শত শত মাইল জমি ঘিরিয়া রাখিয়াছে। পাহাড়ের উপর বাড়ীর "ষ্টোয়েপ" (Stoep) বারেন্দা হইতে আলেকজান্দার সেলকার্কের মত তাহাদের গর্ব্ব এবং 'গরিমা' "I am the monarch of all I survey"—যে দিকে ফিরাই আঁখি আমারই সকল দেখি—এই উন্মাদ ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতে ভালবাসেন। "The story of a South African farm-house" নামে একখানি দক্ষিণ আফ্রিকা সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ উপন্যাস গ্রন্থে এই ভাবের বিশেষ বিকাশ আছে। গদ্যে পদ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় এই ভাবের অনেক গ্রন্থ আছে। তাহার অনেকগুলি পড়িয়া লইয়া ভিতরের রহস্যনির্ণয়ের সহায়তা পাইলাম। "ধূলোর মত শুক্‌নো" "নীল মলাটে"র সরকারী পুস্তিকা (Dry-as-a dust—blue-books) হইতে যত তথ্য সংগ্রহ না

হয়, "লোকসাহিত্যে"র সাহায্যে তাহা হয়। দূরে কখনও অতিদূরে এক একটী ক্ষেতবাড়ী (Farm-House) দেখা যাইতে লাগিল। অধুনা বিতাড়িত ভারতীয় কৃষক তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছে। সে শ্রীবৃদ্ধির অংশীদার হইবার উপযুক্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হয় নাই, দূরে অতি দূরে হীনভাবে কালযাপন করিতেছে। বিগত বোয়ার যুদ্ধের সময়ে বিজয়ী বোয়ার সেনা ইংরাজ সেনাকে সমুদ্র পর্য্যন্ত হটাইয়া আনিয়াছিল, 'Rui Nek' 'লাল-কোর্ত্তা' ইংরাজ সৈনিককে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন লর্ড কার্জ্জন-প্রেরিত দশ হাজার ভারতীয় সৈনিক জেনারেল হোয়াইটের অধিনায়কত্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ও ইংরাজ অধিবাসিগণের মান মর্য্যাদা রক্ষা করিাছিল।

তখন স্থানীয় ভারতবাসিগণ জেনারেল হোয়াইটের সেনার সহিত যোগ দিয়া অর্থসাহায্য করিয়াছিল, সামরিক দ্রব্যাদি সংগ্রহে সাহায্য করিয়াছিল, সময়ে সময়ে রণকৌশল এবং সতত সেবা-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছিল—ইংরাজ বোয়ারের মধ্যে স্থায়ী সখ্য এবং সন্ধি স্থাপনের সহায়তা করিয়াছিল। যে সকল পুরুষ ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিজ দেশ বোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, যাহাকে "নিজবাস ভূমি" মনে করিয়াছিল, সেখানে আজ সে "পরবাসী"!

ক্রোনিয়ে (Cronje), জেনারেল হার্টজহগ, জেনারেল স্মাটস্ প্রভৃতি বোয়ার অধিনায়কগণ ভারতবাসীর শৌর্য্যবীর্য্য এবং ইংরাজ-প্রীতি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতসৈনিক ও ভারত-বাসিগণ বিরোধী হইয়া তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিল, একথা তাঁহারা ভুলিতে পারেন নাই। দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থান কালে বহুবার বোয়ার নাগরিকদিগের মুখে একথা শুনিয়াছি, এবং শুনিয়াছি এই এই অবস্থায় ভারতবাসিগণ বোয়ারের কৃপাপাত্র হইতে পারে না বা

সহানুভূতি পাইবার আশা রাখিতে পারে না। কিন্তু বুঝি না, ইংরাজের কৃপাপাত্র কেন তাহারা হইবে না। কৃপার কথা নয়, ন্যায় বিচারের কথা—সেই বিচারও তাহারা কি পাইবে না?

এইরূপ কথা ভাবিতে ভাবিতে রজনীর অবসান হইল। নব কর্ম্মস্থানে নবীন সমস্যার সহিত সংগ্রামে শক্তি অর্জ্জনের জন্য, শক্তিময়ের নিকট শক্তির জন্য উদ্বোধন করিয়া সুপ্রভাত হইল। নবশক্তিচ্ছটায় নবীন রবি সমগ্র দেশ উদ্ভাসিত করিয়াছে, মুগ্ধনয়নে প্রকৃতির নবীন লীলা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম।

ছোট বড় অনেক নগর গ্রাম রেলপথের ধারে পড়িল। যেখানে গাড়ী কিছুক্ষণ থামিল সেখানেই ভারতবাসিগণ নানা উপায়ন লইয়া উপস্থিত। তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই সংবাদ পাইয়াছেন তাঁহাদের যথাসাধ্য সেবাকল্পে আমরা উপস্থিত, এই কারণে আদর আপ্যায়ন। পথে পিটার মারিজবার্গ প্রভৃতি বোয়ার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ নগর সব পড়িল। আমাদের কমিশন এই সকল স্থান পরিদর্শন করিয়া জোহানেস্‌বর্গে ইতিপূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছেন, তথাপি ভারতীয় অধিবাসিগণ নূতন করিয়া পুরাতন কাহিনী বলিবার জন্য দলে দলে আসিতে লাগিলেন। পাঠক মনে রাখিবেন—ডিসেম্বর মাসের খর উত্তাপ খর রৌদ্রে ইঁহারা অনেক দূর গ্রাম হইতে আসিয়াছেন, ষ্টেশনে সমস্ত রাত্র অপেক্ষা করিয়াছেন। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে তাঁহারা ষ্টেশনের অতিথিশালায় আহার পানীয় সংগ্রহ করিবার অধিকার পান নাই। আমাদের আয়োজন হইতে তাঁহাদের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ হইল।

যদি পূর্ব্বের ব্যবস্থামত ডেলাগোয়াবে হইতে স্পেশাল ট্রেণে আসা হইত, তাহা হইলে অধিকতর আরামে ও অল্প সময়ে আসা যাইতে পারিত এবং প্রিটোরিয়া হইয়া আসিতে হইত; এবং ৬৯৪ মাইল পথ

ভ্রমণ কম হইত—কিন্তু ডার্ব্বাণ হইতে আসিতে হইল আমাদের ৪৮২ মাইল।

Electrification of Railway'এর কার্য্য খুব দ্রুত অগ্রসর হইতেছে এবং জায়গায় জায়গায় স্থানীয় ইলেক্‌ট্রিক্ ট্রেণের গতি অত্যন্ত দ্রুত, খরচ অপেক্ষাকৃত কম—দুর্ঘটনা সম্ভাবনাও অনেক কম।

গ্রিমষ্টোন—জোহেনস্‌বার্গ
(Grimstone—Johannesburg)

বেলা ১১:৪৫ মিনিটে গ্রিম ষ্টোনের (Grimstone) কাছাকাছি হওয়ার সময় হইতে প্রায় চারিদিকেই দূর হইতে স্বর্ণ খনির নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে বালি—স্বর্ণরেণু বিহীন বালি পর্ব্বতপ্রমাণ উচ্চ করিয়া রাখা হইয়াছে, আবার তাহারই উপর ছোট রেল পাতিয়া আরও বালি জমা করা হইতেছে। বালুকার 'পিরামীড' বলিলেই হয়। চারিদিকে এই সকল প্রকাণ্ড স্তূপ দেখিয়া পঞ্চতন্ত্রে পঠিত "বককুলীরকয়োঃ" সংবাদের "মৎস্যাস্থীনি" সম্ভূত স্তূপের কথা বারংবার মনে পড়িতে লাগিল। পূর্ব্বে এই বালি, রাস্তা তৈয়ারী করার প্রধান মসলা ছিল; কিন্তু এখন পিচের রাস্তার প্রচলন হইয়া ইহার ব্যবহার প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

যখন আমরা আমাদের ভোজ্য দ্রব্যের মূল্য ও ট্রেণ ষ্টুয়ার্টদের পুরস্কার ইত্যাদি দিতে যাইলাম, তখন অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসী চিফ ষ্টুয়ার্ট সম্মানের সহিত নত হইয়া নমস্কার জানাইয়া বলিল,—আপনারা ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টের মাননীয় অতিথি। অতএব মূল্য গ্রহণ অসম্ভব।

গ্রিমষ্টোন জংশন ষ্টেশন। সেখানে অনেক স্বর্ণের খনি আছে। ভারতীয় ঔপনিবেশিকের সংখ্যারও অভাব নাই। যেখানে স্বর্ণখনি

সেখানে ব্যবসায়ের সম্ভাবনা অধিক—এই আশায় লুব্ধ হইয়া তাহারা সেখানে স্থান গ্রহণ করিয়াছে, নির্য্যাতনও সহিতেছে। তাহাদের বাসস্থান অপরিষ্কার, সহরের ভাল জায়গায় তাহারা স্থান পায় না; খনিতে কর্ম্ম পাইবার তাহাদের অধিকার নাই এবং পাছে তাহাদের সাহায্যে খনির শ্রমজীবিরা স্বর্ণ স্থানান্তরিত করে, এই সন্দেহে ক্রুর সতর্কতার সহিত তাহাদের গতিবিধি লক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। স্বর্ণ-খনির মূল কেন্দ্র জোহেনাস্‌বার্গেও ব্যবস্থা এইরূপ।

ষ্টেশনে পৌঁছিয়া, দূর হইতে বাল-স্বভাব অথচ চির উৎসাহী সৌম্যমূর্ত্তি রেভারেণ্ড এণ্ড্রুজকে দেখিলাম দৌড়াইতেছেন এবং সঙ্গে প্রায় ১৫০ প্রবাসী ভারতবাসী এবং গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে প্রধান ইমিগ্রেশন অফিসার হার্টসর্ণ (Hartshorn) প্রভৃতি কর্ম্মচারিবৃন্দ তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছেন। সকলেই অত্যন্ত আগ্রহ ও আনন্দ প্রকাশ করিয়া আমাদের নামাইয়া লইলেন। ফটো তোলা, ফুল, মালা দেওয়া প্রভৃতি মামুলিক কার্য্য অদম্য উৎসাহের সহিত সম্পাদিত হইল। এই জনতা ষ্টেশন প্ল্যাটফর্ম্মে এবং রাস্তায় সাধারণ যাত্রীদের কষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। মিঃ হাজারী, বার-এট্‌-ল, মিঃ মল (Land & Property Agent) মিঃ পেটেল (সেক্রেটারী ট্রেনস্‌ভাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস) মিঃ কাজি (সেক্রেটারী ডার্ব্বান ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস), ধনী সওদাগর বৃদ্ধ কোভাডিয়া, ফলব্যবসায়ী সোলেমান ইসমাইল পেটেল, পার্সী ব্যবসায়ী খারাস্‌, ধনী হাজি হাবিব ইত্যাদি সকলেই স্ব স্ব গাড়ীতে আমাদিগকে উঠাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সকলে আমাদের লইয়া গেলেন ইণ্ডিয়া বায়স্কোপ হলে। হলটি অত্যন্ত ছোট এবং আদৌ সুসজ্জিত নহে। ভারতবাসীদের সাধারণ মনোরন ও সুসজ্জিত থিয়েটার বায়স্কোপে প্রবেশ অধিকার নাই। এই কারণে কয়েকজন ধনী উদ্যোগী ভারতবাসী যাহা হউক "একটা কিছু" খাড়া

করিবার ইচ্ছায় এইরূপ নিজস্ব স্থান সংগ্রহ করিয়াছেন। এখানে জলযোগ ও বক্তৃতার বন্দোবস্ত ছিল। সেখানে অল্প সময় থাকিয়া অপরিহার্য্য মাল্যসম্ভার লইয়া এবং সমাগত অভ্যর্থনাকারীদের সহিত আলাপ পরিচয়ের ভার নিখিলের উপর দিয়া "Carlton Hotel'এ চলিয়া গেলাম। সেখানে আমাদের কমিশনের অধিবেশন চলিতেছিল। সেদিন কমিশনে সাদা সাক্ষীদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ হইতেছিল। সকলেই একবাক্যে ভারতীয় শ্রমিক ব্যবসায়ী ও কৃষিজীবিগণের বিরুদ্ধে সত্য, অর্দ্ধসত্য ও মিথ্যা কথা যত বলা সম্ভব বলিয়া যাইতেছিলেন। আমার সহযোগিগণ অম্লানবদনে বিনা আপত্তিতে তাহা গলাধঃকরণ করিয়া যাইতেছিলেন। ভারতীয়গণ এই কমিশনের বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি কেন প্রকাশ করিতেছিলেন তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলাম। আমি যথাসম্ভব ভদ্রতা ও মাধুর্য্যের সহিত তাহাদিগকে বিষম জেরা আরম্ভ করিলাম। মাধুর্য্যে মোহিত হইয়া তাহারা অনিচ্ছাসত্ত্বে সত্য কথা বলিতে আরম্ভ করিল। স্বীকার করিল যে ভারতবাসীর সততা ভদ্রতা, শ্রমসহিষ্ণুতা এবং পবিত্র চরিত্রতার বিরুদ্ধে তাহাদের কোনও আপত্তি নাই বরং ভারতীয় ব্যবসায়িগণের সহিত কারবার করিয়া ভারতীয় শ্রমজীবিগণের হাতে কর্ম্মভার দিয়া তাহারা সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত। কিন্তু তাহারা অল্প লাভের ব্যবসা ও অল্প মজুরিতে কাজ করিয়া বিলাসী, অসহিষ্ণু ও শ্রমকাতর শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ী ও শ্রমজীবীর লাভের পথ সঙ্কীর্ণ করিতেছিল—ভারতবাসীর বিরুদ্ধে ইহাই ঘোরতর এবং একমাত্র আপত্তি। এইরূপ জেরায় এই সকল কথা প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইবামাত্র কমিশনের হাওয়া ফিরিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে কথা বাহির হইয়া পড়িল এবং কমিশনের নবসমাগত হিন্দু সভ্যের জয় জয় পড়িয়া গেল, সহযোগিগণ ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইলেন কিন্তু সাবধানও হইলেন। এখন হইতে কমিশনের কার্য্যপ্রণালী নূতন পথে নিয়ন্ত্রিত হইতে লাগিল,

কমিশন ভারতবাসীর বিশ্বাসভাজন হইলেন এবং তাহাদের সহায়তা লাভও আরম্ভ হইল।

Carlton Hotel'র মতন বড় ও সৌখীন হোটেল কমই দেখা যায়। ইহার ত্রি-সীমায় কাল চামড়ার আসিবার অধিকার নাই। আগাগোড়া হোটেল electric vacunm cleaner দ্বারা প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর শ্বেতচর্ম্ম মেথরের দ্বারা পরিষ্কৃত হইতেছে। ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট আমাদের অফিসের কার্য্য এবং বসবাসের জন্য এই হোটেলে কয়েকটী ঘর স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা সে হোটেলে না থাকা স্থির করিয়া স্থানীয় ভারতবাসিগণের ব্যবস্থায় স্বতন্ত্র স্থানে বাসা লইলাম। কারণ পিছনের সিঁড়ি দিয়া ছাড়া আমাদের ভারতবাসী মিত্রগণের সেই হোটেলে যাইবার অধিকার নাই। শ্বেতকায় ভূস্বামি-গণের কৃপা কার্পণ্য বশতঃ আমাদের বাসের জন্য ভাড়া লইয়াও ভাল বাড়ী পাওয়া সম্ভব হয় নাই। শ্বেতকায়-অধ্যুষিত হোটেলের ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টের আমন্ত্রণ সত্ত্বেও হোটেলবাসীর নানারূপ তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলাম না। সেইজন্য বৃদ্ধ ধনকুবের কুভাডিয়ার একটী বাড়ীতে বাসের জন্য ভারতপ্রবাসী বন্ধুরা ব্যবস্থা করিলেন। বাড়ীটী ছোট হইলেও খুব সাজান। এইখানেই মিঃ রেজা আলী, মিঃ জি, এস, বাজপাইও আমরা উঠিলাম, মিঃ ও মিসেস্ পেডিসন্, হোটেলে রহিলেন। আমরা প্রায় সর্ব্বত্র এই নিয়ম বলবৎ রাখিয়াছিলাম তাহাতে ভারতবাসীরা নিতান্ত প্রীতি ও তৃপ্তিলাভ করিয়াছিল আমরাও করিয়াছিলাম।

নিখিলচন্দ্র ভারতবাসীর চিরবন্ধু মিঃ এণ্ড্রুজের বাসায় গিয়া তাঁহার সহিত অত্যন্ত গরীব ফল-বিক্রেতাগণের মধ্যে খানিকটা সময় কাটাইয়া তাহাদের অভাব অভিযোগ দেখিয়া ও শুনিয়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসের খবর আনিল। এণ্ড্রুজের ত্যাগের সীমা নাই, কার্য্যের শেষ নাই।



কমিশনের মেম্বর ও তাঁহাদের আতিথেয় বন্ধুগণ

বামদিক হইতে ১। জি. এস, বাজপেয়, ২। স্যার আরনেষ্ট হাইম, ৩। মিসেস প্যাডিসন, ৪। সৈয়দ রজা আলী ৫। ডাঃ এন, সি, সর্ব্বাধিকারী, ৬। মিঃ প্যাডিসন, ৭। স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

অনেক পুণ্যফলে, ব্যথিত, প্রপীড়িত, প্রবাসী ভারতবাসী, এণ্ড্রুজকে ভীষণ বিপদ হইতে উদ্ধার চেষ্টার মেরুদণ্ড-স্বরূপ পাইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর এক পুত্র মণিলালের সহিত আলাপ হইল। তিনি ডার্ব্বাণ প্রদেশে "Indian opinion" নামক কাগজ পরিচালনা করেন এবং সেখান হইতে এখানে খবরের কাগজওয়ালাদের নানা cuttings ও খবর পাঠান। লোকটী অতি শান্ত, অমায়িক ও কর্ম্মঠ।

মিঃ হাজারী কথায় কথায় আমাদিগকে তাঁহার বাড়ী লইয়া গেলেন। তিনি একজন শিক্ষিত ব্যারিষ্টার এবং তাঁহার স্ত্রীও একজন শিক্ষিতা মহিলা। মিঃ হাজারী "ভারতীয়" বলিয়া "location"-এ অর্থাৎ ভারতবাসীর জন্য সহরের বাহিরের নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকেন। ইচ্ছা করিলে তিনি সহরের ভিতরেও থাকিতে পারেন, কিন্তু তিনি ধনী ব্যারিষ্ট্যার বলিয়া বিলাসীভাবে স্বদেশবাসীগণকে বাহিরে ফেলিয়া সহরের ভিতরে থাকিতে চান না; নির্য্যাতিত স্বদেশবাসী অন্যায় আইনের বলে যেখানে থাকিতে বাধ্য, সেইখানেই তিনি ইচ্ছা করিয়া থাকেন। তাঁহাকে অশিক্ষিত শ্রমজীবিদের মধ্যে খানকতক ঘর লইয়া নিম্নস্তরের মানুষের সহিত একই স্থানে বসবাস করিতে হয়। প্রায় ২৪ ঘণ্টা তাঁহার স্ত্রী ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকেন; বিশেষতঃ সে পাড়ায় রাত্রে বাহির হওয়া নিরাপদ্‌ নহে। জেপে (Jeppe), বাটরাম (Buttram), বাগান, স্কুল ইত্যাদি দেখিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। ইতিমধ্যে আমাদের বাড়ীটা লোকে ভরিয়া গিয়াছে। যাঁহারা স্থান পান নাই, তাঁহারা রাস্তায় অপেক্ষা করিতেছেন। সকলের সহিত মাত্র দু' একটা করিয়া কথা কহিয়া, আপ্যায়ন লইয়া এবং আপ্যায়িত করিয়া কোন রকমে স্নানের ঘরে যাইয়া প্রাণ বাঁচাইলাম। রাত্রে খাওয়ার দ্রব্যসম্ভারের যত ছড়াছড়ি, বন্ধুবর্গের ততোধিক আমদানী। নৈশ ভোজের পর বেড়াইতে যাইবার জন্য অনেকে গাড়ী লইয়া

আসিয়া পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কিন্তু শরীর আর বয় না; তাঁহারা নিখিলকে লইয়া গেলেন। পরদিন ৪।৫ খানি গাড়ী করিয়া প্রায় ১৫০ মাইল দূরে পচেস্ট্রমে (Potchefstrom) বেড়াইতে যাওয়া হইল। সেখানে আগে ভারতীয়কে এত নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইত না। এখন "Indian location" হইয়াছে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের license মঞ্জুর হওয়া শক্ত। যাহা আছে, তাহাও বাজেয়াপ্ত হইতে চলিয়াছে। ছেলেদের লেখা-পড়ার ব্যবস্থা আদৌ নাই। ভারতীয় ঔপনিবেশিকদিগকে সহর হইতে দূরে থাকিতে হয়।

৪ঠা তারিখে সকাল ৮টার সময়ে আমাদের নির্দ্ধারিত সেলুনে আসিয়া উঠিলাম। কোন কোন বন্ধু ট্রেণে সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন; কেহ কেহ জোরে মোটর হাঁকাইয়া যাইয়া আগের ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইহা তাঁহাদের বিশেষ অনুরাগ ও যতক্ষণ সম্ভব সঙ্গলাভ ইচ্ছার নিদর্শন।

পথে এক জায়গায় দেখিলাম—এক কাফ্রি, বিবাহের পর, শোভাযাত্রা করিয়া গির্জ্জা হইতে বাহির হইয়া বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের সহিত চলিয়াছেন। আর একদিকে পরিশ্রমী নিকট আত্মীয়গণ তাঁহাদের ভোজের ব্যবস্থার জন্য রন্ধন-কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। আমরা এই নূতন পদ্ধতি ও উদ্‌যোগ দেখিয়া বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিলাম।

আফ্রিকাপ্রবাসী ভারতীয়গণকে আমরা বর্ত্তমান রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে ভুলিতে বসিয়াছি; তাহা ভুলিলে চলিবে না। লর্ড আরউইনের ভারতবর্ষ হইতে বিদায়কালে তাঁহার সহিত আমার পত্রব্যবহারের সুযোগ হইয়াছিল। তাঁহাকে এ-কথা আমি বিশিষ্ট ও বিশদভাবে স্মরণ করাইয়া দিয়াছি; তিনি যথাসাধ্য সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত



ক্যাফির ব্যাণ্ড



ক্যাফির কৃত্রিম যুদ্ধ

হইয়াছেন। রাজকুটুম্ব লর্ড এ্যাথ্‌লোন (Atholone) বহুদিন দক্ষিণ আফ্রিকায় রাজপ্রতিনিধি থাকিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। আমাদের দৌত্যকালে তিনিই দক্ষিণ আফ্রিকায় রাজপ্রতিনিধি ছিলেন; আমাদের কার্য্যে তিনি ও তাঁহার স্ত্রী বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের সঙ্গে সর্ব্বদা আলোচনা হইত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে লেডি এথলোন কন্‌সারভেটিব দলে যোগ দিয়া কোন কোন বিষয়ে ভারতবর্ষের প্রতিকূল আচরণ করিতেছেন। ভারতবাসীর সমস্ত অভাব অভিযোগ ও প্রয়োজন লর্ড আরউইন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানেন, আর তাহা জানেন, আমায় যিনি যত্ন করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠাইয়াছিলেন—লর্ড রেডিং। এই তিনজন মহানুভব ইংরাজ রাজপুরুষ ইচ্ছা করিলে আমাদের অনেক হিতসাধন করিতে পারেন এবং ইংরাজ জনসাধারণকে যথার্থ অবস্থা জানাইতে পারেন। গোলটেবিল বৈঠকে যে রাজনৈতিক সংস্কারের চেষ্টা হইতেছে, তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যে প্রবাসী ঔপনিবেশিক ভারতবাসীর সর্ব্ব স্বত্ব ও অধিকার যেন সম্পূর্ণরূপে বজায় থাকে; অন্যথা পূর্ণশান্তির সম্ভাবনা নাই। এ কথা আমি জনে জনে বার বার সকলকে জানাইয়াছি. কথায় কেহ বিশেষ মনোযোগ দিতেছেন না। লর্ড আরউইন সম্প্রতি বৃটিশ পার্লামেণ্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সদস্য তাঁহার সহিত এ বিষয়ে বিশিষ্টভাবে পত্র ব্যবহার করিতেছি। কিছুদিন পূর্ব্বে (বর্ত্তমান কারারোধের পূর্ব্বে) মহাত্মা গান্ধী সিমলায় বড়লাট লর্ড উইলিংডনের সহিত দেখা করিতে গিয়া উপনিবেশ সচিব স্যার ফজ্‌লি হোসেনের সহিত দক্ষিণ আফ্রিকা সংক্রান্ত কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন; এ-সকল কথার বিশদভাবে আলোচনা হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। মহামতি রেঃ এণ্ড্রুজ সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ভারতবাসীর প্রতি নব নির্য্যাতনের যে ব্যবস্থা হইতেছিল, তাহা আপাততঃ, আংশিক ভাবে, স্থগিত আছে—এ বিষয়ে পুনরালোচনার জন্যভারত গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি গিয়াছিলেন ও কন্‌ফারেন্স হইয়াছে। রীতিমত ভাবে ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে কন্‌ফারেন্সে পুনঃ পুনঃ এ বিষয়ে আলোচনা হইলে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। কেনিয়া ও পূর্ব্ব আফ্রিকা হইতে স্থানীয় অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে প্রতিনিধিগণ বিলাতে গিয়া, ঘোরতর আলোচনা ও আন্দোলন করিয়াছেন। অতি সম্মানিত অতিথির ন্যায় হাউস অফ লর্ডস্‌ সভার রাজকক্ষে এই বিশিষ্ট অধিবাসীগণকে সমাদৃত ও অভিনন্দিত করিয়া, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, ফল কিছু হয় নাই। কিন্তু এখনও আশা আছে হয়ত আফ্রিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকায়

ন্যায়ের ও সত্যের জয়পতাকা পুনরায় উড়িবে। এ সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে বিশিষ্ট আলোচনা অতি প্রয়োজনীয়।

জোহানেসবার্গে কমিশনের নিকট ইংরাজ এবং বোয়র পক্ষ হইতে যে সকল সাক্ষীর জবানবন্দী হইল, তাহাতে স্পষ্ট বোঝা গেল, যে ভারতবাসীর প্রতি বিদ্বেষ, ডার্ব্বান প্রভৃতি নেটাল প্রদেশের নগর অপেক্ষা ট্রান্‌সভ্যাল্ প্রান্তে অনেক অধিক। নেটাল প্রদেশে শুধু শ্রমজীবী, শিল্পী, কৃষিজীবী ও দোকান পসারীর লাভ লোকসান, দেনা পাওনা, ব্যবসায়ের মুনাফা লইয়াই অধিকাংশ বিবাদ ও বিদ্বেষ। স্বর্ণ-খনির কেন্দ্র জোহানেস্‌বার্গে এই সকল প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গীভাবে উপস্থিত রহিয়াছে, তাহার উপর বিষম প্রশ্ন ও সমস্যা—পাছে ভারতবাসী অসদুপায়ে খনিপ্রসূত স্বর্ণ অপহরণ করে। যেখানে যেখানে হীরকের খনি আছে, সেখানেও এই সমস্যা। যেখানে হীরক বা স্বর্ণের সমস্যা নাই, সেখানে ভারত-বিদ্বেষ অপেক্ষাকৃত অল্প। পরে কেপকলোনী প্রদেশের অন্তর্গত কেপটাউন, পোর্ট এলিজাবেথ, ইষ্ট লণ্ডন প্রভৃতি নগর পরিদর্শন করিয়া এই স্থান-কাল-পাত্রগত বিদ্বেষতারতম্য লক্ষ্য করিয়াছি। কেপ্‌কলোনী প্রদেশে ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য সর্ব্বাপেক্ষা কম। বোয়রদিগের আদি কেন্দ্র অরেঞ্জ-রিভার ফ্রি-ষ্টেট্ (Orange River Free State) প্রদেশে সে দুর্ভাগ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সেখানে ভারতবাসী প্রবেশাধিকার পর্য্যন্ত পায় নাই; অতএব কোন সূত্রে কোন নাগরিক অধিকারের কথাই উঠে নাই। সেজন্য আমাদের সেই প্রদেশে পরিদর্শন অথবা ভারত-সমস্যা সমাধানের কোন আয়োজন বা প্রয়োজন হয় নাই।

ভাল (Val) নদীর পারে অবস্থিত বলিয়া যে প্রদেশের নাম

ট্রান্সভাল, তাহার প্রধান নগর জোহানেস্‌বার্গ ও প্রিটোরিয়া। এ প্রদেশের রাষ্ট্রপতি ও গণতন্ত্রের সভাপতি ছিলেন, প্রেসিডেন্ট ক্রুগার (Cruger), এবং অরেঞ্জ-রিভার-ফ্রি-ষ্টেটের গণনায়ক ছিলেন, প্রেসিডেন্ট ষ্টিন (Stein)। ইহারা প্রচণ্ড ভারত-বিদ্বেষী। ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রেরিত সৈন্য-সামন্ত ইংরাজকে সহায়তা করিয়া ও স্থানীয় ভারতবাসিগণ নিজে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করিয়া বোয়রপরাজয়ের অন্যতম কারণ হইয়াছিলেন বলিয়া, ভারতবাসীর প্রতি বিরাগ এই সকল গণাধিনায়ক ও বোয়র-সাধারণের মজ্জাগত। ভারতীয় সমস্যা সকল স্থানেই প্রায় এক শ্রেণীর—তাহাদিগকে নাগরিক সাধারণের সহিত বাসযোগ্য উত্তম স্থানে বাস করিতে কিছুতেই দেওয়া হইবে না; "অন্তেবাসী"র ন্যায় ঘৃণ্যভাবে, অস্পৃশ্যভাবে নগরপ্রান্তে পরিখাতুল্য নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে স্থানীয় ক্যাফিব অধিবাসীগণের ন্যায় নীচ ভাবে বাস করিতে হয়। তাহারা শিল্প, বাণিজ্য, কৃষিক্ষেত্রে এবং শ্রমজীবি রূপে সাধারণ নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে। শ্রম, মিতব্যয়িতা ও বিনয় এবং নম্রতার ফল ব্যবসায়ক্ষেত্রে পাইতে দেওয়া হইবে না। সহরের সম্পত্তিক্রয়বিক্রয় সম্বন্ধে সাধারণ অধিকারেও তাহারা বঞ্চিত; শিক্ষা ধর্ম্মক্ষেত্রে ও কর্ম্মক্ষেত্রে তাহারা "অস্পৃশ্য" এবং রাজনৈতিক সকল অধিকারেরই তাহারা বহির্ভূত। এই ভাবে তাহাদিগকে সর্ব্বত্রই জীবনযাপন করিতে হইতেছে। অবাধভাবে ভারতবর্ষ হইতে যাতায়াতের অধিকার নাই, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সম্বন্ধেও এ বিষয়ে সেইরূপ কঠোর শাসন।

এই অমানুষ ও অনৈসর্গিক নাগরিক তারতম্য একই সাম্রাজ্যের মধ্যে, এক সম্রাট্‌চক্রবর্ত্তীর ছত্রছায়াতলে, বিসদৃশ; আমরা সর্ব্বত্র এই ভাবেই প্রতিবাদ করিয়া চলিতেছি। বোয়র ও ইংরাজ পক্ষের সাক্ষীগণ সাক্ষ্য দিবার সময়ে এইরূপ ব্যবহার অন্যায় ও দুর্নীতিমূলক বলিয়া ধর্ম্মতঃ

স্বীকারও করিতে বাধ্য এবং স্বীকারও করিতেছেন; কিন্তু স্বার্থান্ধ হইয়া তাঁহারা প্রতিকার সাহায্যে পরাঙ্মুখ। মুষ্টিমেয় ভারতবাসীর শ্রম-কৌশলকে তাঁহারা এত ভয় করেন, যে লজ্জাহীনভাবে বলেন—শ্বেত অধিবাসীগণ ঐ শ্রম স্বীকার করিতে অক্ষম ও অপ্রস্তুত; অতএব ভারতবাসীকে প্রশ্রয় দিলে শ্বেতাঙ্গের লাভের অঙ্কে কুঠারাঘাত হইবে। এইজন্য সে পথ পরিত্যজ্য। দ্বিতীয় লজ্জাহীন কথা এই, যে, অল্পসংখ্যক ভারতবাসীকে প্রশ্রয় দিলে, সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্রয় দিতে হয় বহু সংখ্যক, অতি বহু সংখ্যক স্থানীয় কৃষ্ণকায় ক্যাফির ও অন্যান্য অধিবাসীগণকে। ইহা তাঁহাদের বিবেচনায় অসহনীয়। তাঁহারা ভয় করেন, যে এরূপ করিতে গেলে, শ্বেতাঙ্গের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ হইবে। এই সকল অন্যায় অযুক্তির বিরুদ্ধে চেষ্টা বৃথা। পরস্পর বোঝাপড়া করিয়া উভয় দিক্ রক্ষা করিয়া সামঞ্জস্যের চেষ্টা আমাদিগকে করিতে হইল।

এ সম্বন্ধে যে সব কাজকর্ম্ম বা কথাবার্ত্তা হইতেছে, তাহা এ স্থানে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নহে। সরকারী রিপোর্টে বাছা বাছা কথা স্থান পাইয়াছে। কখনও তাহা লোক নয়নগোচর হইবে কিনা সন্দেহ। খবরের কাগজওয়ালারা মতামত প্রকাশের জন্য জেদ করিতেছেন। Interview করিতে আসিয়া মনোমত উত্তর না পাইয়া নিজেদের যাহা ইচ্ছা তাহাই প্রকাশ করিতেছেন। তাহাতে সময়ে সময়ে বিস্তর ক্ষতি হয়।

ভারতবাসিগণ দলে দলে দেখা করিতে আসিতেছেন। তাঁহাদের নিকট প্রয়োজনীয় তথ্যসংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু আমাদের আভ্যন্তরীণ কথা পাইবার চেষ্টায় ব্যর্থপ্রয়াস হইয়া তাঁহারাও বিরক্ত হইতেছেন। এরূপ কঠিন কর্ত্তব্যক্ষেত্রে আর কখনও প্রবেশ হয় নাই।

কমিশনের মেম্বারদের মধ্যেও বিশেষ সাবধান হইয়া কাজকর্ম্ম কথাবার্ত্তার প্রয়োজন।

ভারতবাসিগণের প্রতিনিধি হইয়া এখান হইতে যাঁহারা ভারতবর্ষে গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অসংযত বক্তৃতা ভারতবর্ষে করিয়া আমাদিগকে বিপন্ন করিতেছেন। যতদূর সম্ভব বিরোধী ভাবের মধ্যে যাঁহারা কাজ করিতেছেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্যের কঠিনতা ভারতবাসীদিগের দ্বারা বাড়িতে দেওয়া উচিত নহে। যাঁহাদের যথাসাধ্য হিতচেষ্টার জন্ম এই আয়োজন, তাঁহারা কিম্বা তাঁহাদিগের প্রতিনিধিরা সংযত কার্য্য ও কথা দ্বারা সহায়তা না করিলে, শত্রুপুরীতে বিপদের সম্ভাবনা অধিক।

কলিকাতা হইতে সিমলা, সিমলা হইতে কলিকাতা, কলিকাতা হইতে জোরহাট, জোরহাট হইতে কলিকাতা, কলিকাতা হইতে পুনরায় দিল্লী, দিল্লী হইতে বম্বে, বম্বে হইতে দক্ষিণ আফ্রিকা—সেপ্টেম্বর মাস হইতে আরম্ভ করিয়া এত দীর্ঘ পথ যাতায়াত—প্রবাসক্লেশ ও প্রিয়জনের সেবারামলাভে অনধিকার সত্ত্বেও ভগবৎ কৃপায় শরীর সুস্থ আছে, ইহা বিশেষ সৌভাগ্যের কথা। বিজয়া দশমী রেলপথে কাটিয়াছে, বড়দিন জাহাজে কাটিয়াছে, ১লা জানুয়ারীও দেশ হইতে ছয় হাজার মাইল দূরে কাটিল।

এ সাধনার ফলে দেশবাসীর সামান্য সেবাতেও যদি যথাসম্ভব উপকার হয়, তাহা হইলে সকল প্রচেষ্টাই সফল হইবে।

"কারাপারা" জাহাজে ভারতবর্ষের ডাক যাইবে। জোহানেসবর্গ হইতে পত্র দিলে সে জাহাজ ধরিতে পারিবে বলিয়া চিঠিপত্র ও ভ্রমণ-কথার কিয়দংশ ডাকে দিলাম।

দিনরাত কোথা দিয়া যাইতেছে, তাহার স্থিরতা নাই। নিয়মিত ভাবে ভ্রমণকথা লিপিবদ্ধ করা দুঃসাধ্য। সময় নাই, শরীরে শ্রান্তিভাব

দূর হইতে না হইতে কর্ম্মান্তরে যাইতে হয়, চিন্তা হইতে চিন্তান্তরে যাইতে হয়, শুধু এই কারণে যে লেখা দুঃসাধ্য তাহা নহে। মন ও নয়ন—এ দুইয়েরই উপর এত গুরুভার আসিয়া পড়িয়াছে, যে তাহারা কোন মতে আর তাহা বহিতে পারিতেছে না।

অতি সামান্য কথা বা ঘটনা লইয়া আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিলে সময়ে সময়ে গভীর ভাব ও চিন্তার উদয় সম্ভব। আপাততুচ্ছ বিষয়ে লক্ষ্য সম্বন্ধে "প্রবাসপত্র" ও "ইউরোপে তিনমাসে"র কোন কোন পাঠক প্রসংশাবাদ করিয়াছেন। বুঝি নয়ন মন নবীনতর ছিল বলিয়া তাহা সম্ভব হইয়াছিল। এখন হইতেছে না।

ডার্ব্বানে পৌঁছিবার দিন সকালে যে সকল বিষয় নয়ন ও চিন্তা-গোচর হইয়াছিল তাহার শতাংশের একাংশও লিপিবদ্ধ হয় নাই। মার্সেলস, পোর্টসায়েদ অথবা ডোভারের বন্দরের অপেক্ষা কোন অংশে ডার্ব্বান বন্দর ছোট বা হীনতর নয়। বিদেশীকে বাহিরে রাখিবার এমন ব্যবস্থা আর কোথাও দেখি নাই। বন্দরের সুবিধা জন্য, বাণিজ্যপ্রসার জন্য যত কিছু নবীন ব্যবহার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার সমবায় ডার্ব্বান বন্দরে হইয়াছে।

ডার্ব্বান হইতে জোহানেসবার্গ পথে স্বাভাবিক দৃশ্যের অভাব ছিল না। কিন্তু ক্রোশের পর ক্রোশ, এইরূপ শত শত ক্রোশ জমি অনাবাদে পতিত রহিয়াছে দেখিয়া মনে যে ক্ষোভ ও অশান্তির উদয় হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। শ্বেত-কৃষকের সাধ্য নাই, যে সে সব জমির চাষের ব্যবস্থা করে। জলকষ্ট-নিবারণ জন্য নূতন পন্থার যে সব ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহার কিছুই হয় নাই। অর্থাভাব, লোকাভাব—উভয় কারণেই তাহা হয় নাই। শ্বেত-কৃষক কেবল জমি আটকাইয়া রাখিয়াছে। ঘিরিয়া রাখিয়াছে মাত্র। এক ইঞ্চি জমি ভারতবাসী কিম্বা স্থানীয় লোকে পাইবে, তাহার উপায় নাই।

নানারূপ শস্য, ফলমূল, তুলা ইত্যাদির চাষ যত্ন করিলেই প্রচুর হইতে পারে—ভারতবাসীকে তাড়াইবার ও কষ্ট দিবার যে চেষ্টা হইতেছে, তাহার সহস্রাংশের একাংশ চেষ্টাতে ভারতবাসীর সাহায্যে দেশে সোণা ফলাইতে পারিত। নেটালে আখের চাষে ধনকুবের যাহারা হইয়াছে, যাহারা কুলী করিয়া ভারতবাসীকে এখানে আনিয়াছে, "কুলীকাল" অতীত হইবার পর যাহাদের ফিরিয়া যাইতে দেয় নাই, পুনরায় কুলীগিরিতেই বহাল করিয়াছে, তাহারাও এখন ভারতবাসীর বিরুদ্ধে।

বড় বড় বিলাতী নাম দিয়া সহর-পত্তন হইয়াছে, বিলাতী ধরণের বাড়ী, ঘর, দ্বার, রাস্তা ঘাট হইয়াছে; কিন্তু মহাপ্রাণতার অভাব। "Un-English" বলিয়া গালাগালি দিয়া ইহাদিগকে লজ্জিত করা অসম্ভব। কারণ, ইহারা ইংরাজের বিরুদ্ধ, সাম্রাজ্যেশ্বরের বিরুদ্ধ, চরমপন্থী সাধারণতন্ত্রবাদী লোক। দায়ে পড়িয়া, ঘা খাইয়া সাম্রাজ্যের ভিতর রহিয়াছে। অবকাশ পাইলেই ছুটিয়া সাম্রাজ্যের বাহিরে পালাইবে, এই ভয় কথায় কথায় দেখায়।

৩১শে ডিসেম্বর সকালে রেলগাড়ীর স্নানাগারের ভিতর গিয়া একটা ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিয়া ইহাদের মনের ও সমাজের অবস্থার কিঞ্চিৎ বর্ণনা হইতে পারে। কালা ভারতবাসীর স্বাস্থ্য-বিধান ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে অনেক কথা বিদ্রূপ করিয়া ইহারা কয় এবং সেই কথা উল্লেখ করিয়াই তাহাদের বিরোধী-আইন পত্তনে সর্ব্বদাই সচেষ্ট। আমাদের ব্যবহারের জন্য যে কয়েকখানি গাড়ী নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহাতে ভারতের কিম্বা দেশী লোককে কখন উঠিতে দেওয়া হয় নাই। ইহা সর্ব্বোচ্চ গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণের ব্যবহারের জন্য। কিন্তু আশ্চর্য্য, পায়খানার ভিতরে ইংরাজী ও ডচ্‌ ভাষায় লিখিয়া দিতে হইয়াছে, যে পায়খানা ও মুখ ধুইবার স্থান যেন অপরিষ্কার না থাকে গাড়ী ও ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া থাকিবার সময় যেন পায়খানা ব্যবহার

না হয়। আমি পায়খানা হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই গাড়ী একটা বড় ষ্টেশনে পৌছিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। সময়ে সময়ে মনে হইতে লাগিল, যে অপেক্ষা না করিয়া বাহিরে আসি; নরকযন্ত্রণাভোগ যাহাকে বলে, তাহাই মনে হইতে লাগিল। ইংরাজী নরক (Hell) শব্দের যোগরূঢ়ী অর্থ "ঘেরা", নিজের সৃষ্টি-করা বেড়া কিংবা ঘেরার মত নরক আর নাই। সাদা দল দক্ষিণ আফ্রিকায় নিজের সৃষ্টিকরা ঘেরা বা বেড়া হইতে অব্যাহতি পাইবে না। জনসন্ রাজকুমার রাসেলাসকে আবিসিনিয়ার গিরিউপত্যকায় আবদ্ধ করিয়া কোন সুফল উদয় করিতে পারেন নাই। রাজা শুদ্ধোদন সুরম্য উদ্যান মধ্যে রম্যতর প্রাসাদে নানা ঐশ্বর্য্যবিলাসিতার ঘেরার মধ্যে শাক্যসিংহকে অবরুদ্ধ করিবার চেষ্টায় বিফলপ্রয়াস হইয়াছিলেন। যে শ্বেত-সম্প্রদায় এইরূপ ঘেরার মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, সেই বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে। ইতিহাসের এ অধ্যায় বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

জোহেনাসবার্গ হইতে প্রিটোরিয়া যাইবার পথে পুনরায় গ্রিমষ্টোনে আসিতে হইল। গ্রিমষ্টোন প্রকাণ্ড জাংশন ষ্টেশন, পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সেখান হইতেও জোহেনাস্‌বার্গের সমৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায় এবং জোহানেস্‌বার্গের "ঘেরা" নরকেরও নিদর্শন পাওয়া যাইতেছিল। নেটালে এখনও এই "ঘেরার" সৃষ্টি ততদূর হয় নাই; কাজেই ডার্ব্বানে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ট্রান্সভালে বহুদিন হইতে ভারতবাসীর বিরুদ্ধে সাদা "ঘেরা" সৃষ্টি হইয়াছে। এখন নূতন আইনে সে প্রণালী কঠোরতর হইবে।

গ্রিমষ্টোন ষ্টেশনে পৌছিবার পূর্ব্বে দূর হইতে এশিয়াটিক লোকেসন-রূপ "ঘেরা" দেখা গেল। সহর হইতে বহুদূরে মাঠের মাঝে খানিক জায়গা আছে, সেইখানে ভারতবাসীকে থাকিতে হয়। সময়ে সময়ে সাধারণ কাফিরদিগের সহিত সামান্যভাবে কাদা ও রোলার সাহায্যে

অস্থায়ীভাবে নির্ম্মিত টিনের বা খড়ের চালা-ঘরে বাস করিয়া অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া ব্যবসা বাণিজ্য চালাইতে হয়। ধারণাতীত পীড়নে পীড়িত হইয়াও কাফিরগণের আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থার কিছুই অভাব দেখিলাম না। অসাধারণ প্রকাণ্ড বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে তালে তালে যুদ্ধের অনুকরণে তাণ্ডবনৃত্যে আত্মহারা হইতে ইহাদিগকে প্রায়ই দেখা যায়। বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে পানভোজনেরও যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকে। সাদা অধিবাসিদিগের সেবায় তাহাদিগকে শক্তি নিয়োজিত করিতে হয়, অথচ শ্বেত-অধিবাসীর ত্রি-সীমানায় যাইবার যো নাই। ট্রান্সভালে এ ব্যবস্থা বহুদিন প্রচলিত, এখন তাহা কঠোরতর হইবে। অন্যান্য প্রদেশেও প্রচলিত হইবে।

দিন-তারিখ-তিথির গণনা আর সম্ভব নহে। বার দিন মাত্র দক্ষিণ-আফ্রিকায় আসিয়া পৌছিয়াছি। দিন রাত কোথায় দিয়া কাটিয়া গিয়াছে—কি করিয়াছি, কি বলিয়াছি, কি শুনিয়াছি, কাহার সহিত দেখা হইয়াছে, কোথায় গিয়াছি, কি দেখিয়াছি, তাহার বর্ণনা করা দূরে থাক, তালিকা করা দূরে থাক, ধারণা করাও দুরূহ। দিবারাত্র কার্য্য ও কার্য্য করিবার চেষ্টা ও চিন্তায় আহার ও বিশ্রামের সময় করা সুকঠিন হইতেছে। এত পরিশ্রম করিয়া শেষ ফল কি? কোথায় গিয়া এই কার্য্যস্রোতঃ পৌছিবে?—সাধারণে প্রকাশযোগ্য ভ্রমণ-কথার মধ্যে সে সকল কথা স্থান পাইবে না।

ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণ সম্বন্ধে দেশে সাধারণতঃ যে জাড্য ও আলস্য, প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহা তিরোহিত হইবার আশা ক্রমশঃ বাড়িতেছিল, কিন্তু সে আশা বুঝি অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়। ভারতবর্ষের একাঙ্গীভূত-প্রায় সিংহল ও ব্রহ্মদেশে ভারতবিদ্বেষ ক্রমশঃ বাড়িতেছে এবং স্পষ্টাক্ষরে স্থানীয় ভারতবাসিগণ বলিতেছেন, এ সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ-গণের শুধু নির্দ্দেশ ও ইঙ্গিত নয়, প্রত্যক্ষভাবে সহায়তাও আছে। ধী-শক্তি, পরিশ্রম,

মিতব্যয়িতা, কর্ম্মকুশলতা প্রভৃতি ফলে ভারতবাসী যেখানেই গিয়াছে, সেখানে সোণা ফলাইয়াছে ; সিংহল ও ব্রহ্মদেশে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি প্রদেশের ন্যায় এই সাফল্যই ভারতবাসীর বিপদের কারণ হইয়াছে এবং ঈর্ষা-কষায়িত প্রবল দল তাহার শত্রুতা সাধন করিতেছে। "Go back to India" (ফিরে যাও ভারতবর্ষে) কথা ব্রহ্মদেশে রাজবিদ্রোহের মুখেও শুনিয়াছি। একথা বিদ্রোহীর মুখের কথা কিম্বা অপর মুখের কথার প্রতিধ্বনি তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। ফলতঃ, এ কথার মূলে অসঙ্গত ভারত-বিদ্বেষ। মালয়া প্রদেশে (Malaya) ভারতবাসী ধীরে ধীরে নিজ প্রাপ্য অধিকার লাভ করিতেছিল, সেখানেও একথা উঠিতেছে। পীনাং'এ একথা উঠিতেছে, পূর্ব্বাঞ্চলে যেখানে যেখানে শিল্পবাণিজ্যের প্রসার ও ধর্ম্মপ্রচার সম্পর্কে ভারতবাসী গিয়া নিজ-অধিকার সাব্যস্ত করিয়াছেন, সেইখানেই বিদ্বেষ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছে কিম্বা কেহ জ্বালাইয়া তুলিতেছে। মালয় কন্‌ফারেন্সের সভাপতি ডাঃ মেলান সম্প্রতি এ বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং ভারতবাসীর ন্যায্য অধিকারের দাবী করিয়াছেন। মলয়প্রদেশে ধৃত ক্রীতদাস—তাহার মধ্যে ছিল অনেক ভারতবাসী, দক্ষিণ আফ্রিকার আদিম শ্রী-সৌষ্ঠব সম্পাদনে ইঁহারাও সহায়ক হইয়াছিলেন। পরযুগে ১৮৬০ সালের পর ভারতবাসীর উপনিবেশের স্রোতঃ নেটাল যাইয়া সেই শ্রী-সৌষ্ঠব অধিকতর সম্পাদন করে। এখন তাহাদের বংশধরগণও ঈর্ষ্যানলের আহুতি-যোগ্য হইয়াছে। যাহাতে তাহারা সে অনলে ভস্মসাৎ না হয়, সে চেষ্টা ভারতবাসী ও ভারত গভর্ণমেণ্টকে বহুদিন করিতে হইবে। আশা ও সৌভাগ্যের কথা এই, যে 'প্রবর্ত্তক' পত্রে দক্ষিণ আফ্রিকার দৌত্য-কাহিনীর কথা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়াতে এ বিষয়ে ভারতীয় ভারতবাসীর ও গণ-নায়কগণের মনোযোগ অধিকতররূপে আকৃষ্ট হইয়াছে। 'হিতবাদী', 'বসুমতী' প্রভৃতি সাধারণ মতের নায়কগণ 'প্রবর্ত্তকে'র এই চেষ্টার যথেষ্ট অনুমোদন করিয়াছেন। এ বিষয়ে 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকার সম্পাদনে শিক্ষা ও রুচির প্রসারও দেখা যাইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন ইউরোপীয় গ্রন্থকারদিগের দক্ষিণ আফ্রিকা সংক্রান্ত রচনা হইতে চয়ন করিয়া রমণীয় চিত্র সাহায্যে বিধ্বস্তপ্রায় আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতবাসীর দুর্দ্দশার কথা অল্পবিস্তর আলোচনা হইতেছে।

পূর্ব্বে পরিচয় দিয়াছি, যে ভারতবাসীর অধিকার সাব্যস্ত করিবার জন্য ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে ভারত গভর্ণমেণ্ট ও দক্ষিণ আফ্রিকা গভর্ণমেণ্টের রাউণ্ড

টেবিল কন্‌ফারেন্সে আলোচনা হইয়াছে। এক দলের মত, ভারতবর্ষেই সে অধিবেশন হওয়া কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু তাহা ঘটে নাই, দক্ষিণ আফ্রিকাতেই তাহা ঘটিয়াছিল, ফল বিশেষ ফলে নাই। সাধারণ-মত-শক্তি প্রভূত পরিমাণে প্রকাশিত হইয়া অধিবেশনের সাফল্যচেষ্টার অভাবে উপযুক্ত সুফল ঘটে নাই। এ বিষয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ভারত কংগ্রেসের সম্পাদক মিঃ নাইডু যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

"The news of the shelving of the Transvaal Asiatic Land Tenure Bill will bring relief, although temporary, to the Indians here and especially in the Transvaal. It was generally agreed that the Bill was as deadly in its effects as the Class Areas of 1925, which was with-drawn, and ran counter to the spirit of the Capetown Agreement. It aroused a storm of protest, which found its re-echo in India. Sane and intelligent opinion condemned it as a measure which would eventually make the lives of Indians in the Transvaal unbearable, and relegate them to locations."

Proceeding, Mr. Naidoo stated that, in view of the grave principles involved in the Bill, the South African Indian Congress was the first to ask for the holding of a further Round Table Conference between the Union and India.

'Happily' to the satisfaction of all," continued Mr. Naidoo, "a Conference is to be held in September next. Every Indian will earnestly hope that the meeting of the two Governments will afford avenues of solving the problem, and bring closer together the two countries in friendship and goodwill."

Mr. Naidoo said that with the ideal set before them in the "Uplift" clause of the Agreement made at Capetown, the Indians here would not be found wanting to fit themselves as useful people in South Africa, provided that the ideal was generously interpreted and made more and more practical by the ruling race.

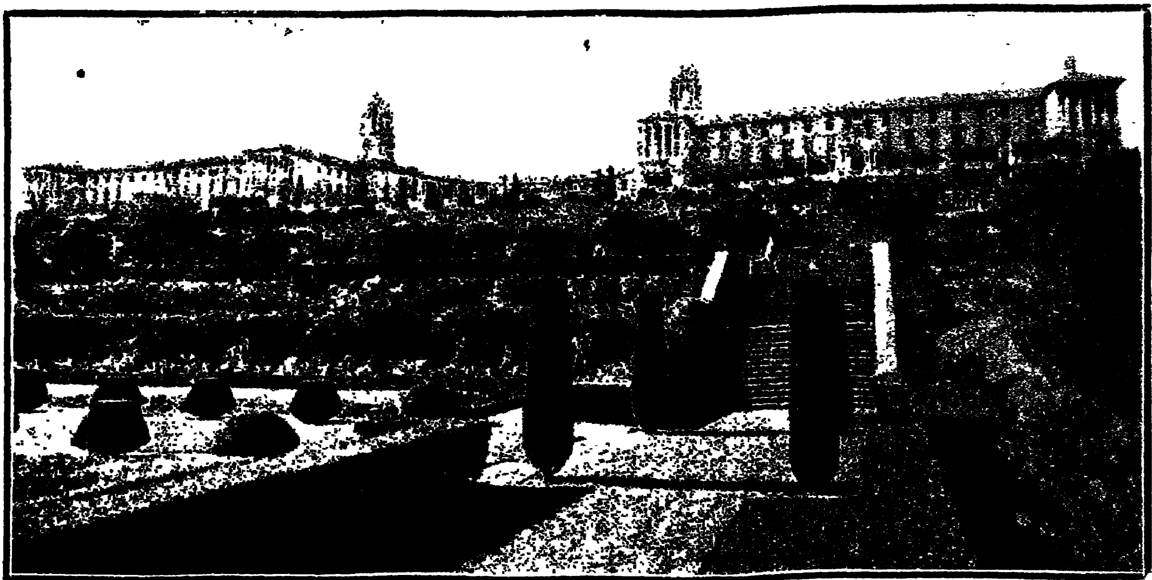
"It is my sincere hope," said Mr. Naidoo, "which will, I believe, be shared by all, that when the Conference meets, if the Agreement is to be scrapped, it will be replaced by a better and more enduring one. I cannot conceive why these two countries

should not live in amity, and fulfil purposes which would more closely knit the ties of friendship that exist at present, due to the presence of the Agreement"

Indians are much concerned about certain clauses in the Asiatic Immigration Bill now before the House of Assembly and a comprehensive statement has been submitted to Dr. Malan regarding them by Mr. S. B. Medh honorary secretary of the Transvaal Indian Congress generally to the effect that they render entirely nugatory the protective value to Indians that Registration Certificates have hitherto possessed.

প্রিটোরিয়া (Pritoria)

উদারপ্রাণ মিঃ নাইডুর এই স্বাভাবিক আশা আকাশকুসুমে পরিণত হইয়াছে। ডাঃ মালান ও তাঁহার সহযোগীবর্গের কঠিন হৃদয় দ্রব হয় নাই। চূড়ান্ত নিষ্পত্তি কি ভাবে হইবে তাহা জানিবার জন্য সকলেই উদগ্রীব হইয়া রহিয়াছেন। সার ফজলি হোসেন প্রমুখ প্রতিনিধিগণ দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং মিসেস সরোজিনী নাইডু প্রভৃতির সহিত ও গভর্ণমেণ্টের মেম্বরদিগের সহিত নিগূঢ় আলোচনা চলিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টর সহিতও লেখাপড়া আবার চলিয়াছে। কঠোর আইন পাশ আপাততঃ বন্ধ আছে বটে কিন্তু বেশীদিন আর থাকিবে না। ভারতে অধুনা প্রচলিত প্রথা অনুসারে কায়েমী আইন পাশ হইবার পূর্ব্বেই অর্ডিনান্স-যন্ত্র-সাহায্যে ভারতবাসীর সর্ব্বনাশ সাধনের উপায় হইতেছে। প্রত্যাগত প্রতিনিধিগণের মিঠা কথায় ও প্ররোচনে দক্ষিণ আফ্রিকায় "চিঁড়া ভিজিতেছে না"।



মেঞ্জিস্‌কোপ পর্ব্বতোপরি ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টের
অপূর্ব্ব উদ্যান সংলগ্ন প্রাসাদ

প্রিটোরিয়া সহরটি ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ট্রেন্সভাল—রিপাব্লিকের প্রথম সভাপতি এম্ এন্, প্রিটোরিয়ানস্ (M. N. Pretorions)'এর নামেই অভিহিত হয়। ১৮৬০ সাল পর্য্যন্ত প্রিটোরিয়া সহর ট্রান্স-ভালের রাজধানী ছিল। ১৯০০ সালে বোয়র যুদ্ধের অবসানে সহরটি লর্ড রবার্টস্ কর্ত্তৃক বিজিত হয়। পরে ১৯১০ সালে সাউথ এফ্রিকান ইউনিয়নের Seat of Executive হয়, গভর্ণর জেনারেলের রেসিডেন্স হয়। মিঃ হারবার্ট বেকারের (এখন Sir Herbert Baker R. A.) পরামর্শে Meintjes Kop পাহাড়ের উপর গ্রিসিয়ান স্থাপত্যপ্রথা অনুসারে অপূর্ব্ব অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। গ্রেনাইট পাথরের ভিত্তির উপর ক্রিম এবং রক্তবর্ণে রঞ্জিত অপূর্ব্ব সৌধশ্রেণীতে বিভূষিত হয়। সেখানে বিভিন্ন বিভাগে মন্ত্রী ও উচ্চ কর্ম্মচারিগণের আবাসস্থান ও অফিস আছে। মেঞ্জিস কেপ্ পর্ব্বতের গায়ে স্তরে স্তরে সজ্জিত নানা রকমের ফলফুলের বৃক্ষলতাদিশোভিত উদ্যান আছে। তাহার মধ্যে স্থানে স্থানে কৃত্রিম ফোয়ারা ইত্যাদি শোভাসম্ভার সজ্জিত হইয়াছে।

অতি মনোরম টেরাস গার্ডেনের ভিতর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া উঠিয়াছে এম্ফি-থিয়েটারের পথ। ইহারই চারি পার্শ্বে ট্রাম গাড়ীর ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সহজে তাহা দূর হইতে নয়নগোচর হয় না। সৌন্দর্য্য ইহাতেই শত গুণ বাড়িয়াছে। সুবিধার জন্য প্রাসাদের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চ ও নিম্ন অংশ হইতে ট্রামে পৌছিবার জন্য প্রচ্ছন্ন লিফ্ট ও সুড়ঙ্গ-পথ আছে। লর্ড সেলবোর্ন বলিয়াছিলেন, যে এই প্রাসাদটি পৃথিবীর মনোরম হর্ম্ম্যরাজির মধ্যে প্রধান। প্রিটোরিয়াতে বিদ্যালয় সকল আধুনিক হিসাবে প্রথম শ্রেণীর না হইলেও, দেশবাসীর আধুনিক

প্রয়োজনের উপযোগী ; ট্রান্সভাল ইউনিভার্সিটিতে আর্ট ও সায়েন্স কলেজ ও কৃষি বিদ্যালয় আছে ; কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠানে ভারতবাসীর প্রবেশের সুযোগ নাই।

আমাদের প্রথমে মেয়মন্ লাইব্রেরীতে যাওয়া হইল, সেখানে মাল্যদান করিয়া প্রবাসী ভারতবাসিগণ আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ বক্তৃতার ছড়াছড়ি হইল না। সন্নিকটেই মিঃ ক্যাসিম এডামের গৃহে যাইয়া স্নান করিয়া আবার ভোজের উৎসবে পীড়িত হইতে হইল। বৈকালে ভারতীয় বন্ধে বায়োস্কোপে যাওয়া এবং বক্তৃতা প্রদানাদি হইল। হিন্দী ভাষাতেই ভাবের আদান প্রদান শেষ করিয়া ফার্ষ্ট ইসলাম ইনিষ্টিটিউটে যাওয়া হইল। মিঃ জে, এইচ, মোহম্মদ নিজ অর্থ ব্যয়ে এই স্কুলটি করিয়া দিয়াছেন। বাড়ী ও সংলগ্ন বাগান সুন্দর ; কিন্তু শিক্ষক ও ছাত্রের অভাব এবং সাধারণ ভারত-বাসীদের যেন প্রীতিরও অভাব মনে হইল। এই স্কুলটি "ইণ্ডিয়ান লোকেসানে"ই অবস্থিত। আমরা যতদূর দেখিলাম, তাহাতে মনে হইল—বাসস্থানগুলি বিশেষ আরামপ্রদ নহে, স্থানে স্থানে জঘন্যও বলা চলে। কয়েকজন ভারতীয় ও কাফির রোগী ছিলেন। আমরা নিখিলকে প্রেরণ করিলাম। এক ঘরে একজন ভীষণ নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত—অবস্থা সঙ্গীন, ভাগ্যবিপর্য্যয়ে এক ফোঁটাও ঔষধ পড়ে নাই। অপর ঘরে একজন টাইফয়েড্ রোগে আক্রান্ত, তাহারও অবস্থা এই রকম ; কিন্তু চিকিৎসা অভাবে ঘরে পড়িয়া মরিলেও, দাতব্য হাঁসপাতালে ইহারা যাইতে চাহে না—এ প্রহেলিকার শেষ কবে হইবে !

৫ই তারিখে গাড়ীতে প্রাতর্ভোজন শেষ করিয়া জে, মোহাম্মদ সাহেবের মটর গাড়ীতে মিঃ জি, এস্ বাজপাই ও নিখিলকে সঙ্গে করিয়া হার্টজস্‌বেটস শ্রুট্ ড্যাম বা বাঁধ দেখিতে যাইলাম। প্রাকৃতিক

দৃশ্য অতি মনোহর। লেডি সেনহিল হোটেলের সম্মুখ দিয়া যোহাট হোটেলের পার্শ্ব দিয়া প্রায় যখন ২০ মাইল আসিয়াছি, তখন একটি বৃহৎ ক্যারাভান দেখিলাম—স্বামী ও গৃহিণী, পুত্র কন্যা সঙ্গে পণ্যদ্রব্যের ভার লইয়া চলিয়াছেন—চলন্ত আবাসগৃহের ব্যবস্থা—২৬টা প্রকাণ্ডকায় বলদের সাহায্যে মন্থর গতিতে ক্যারাভান চলিয়াছে। ইহাদের উদ্যমও সাহস অসীম, নিজেদের আনন্দে নিজেরাই থাকে।

এই 'ক্যারাভান প্রথা' অতি প্রাচীন। আরবদেশের বেদুইন ও ভারতবর্ষের বেদিয়া আর ইউরোপের জিপ্সি সম্প্রদায়ের ইহা মজ্জাগত; ডাচ্ বা বোয়ার অধিবাসীগণ যখন দক্ষিণ আফ্রিকার দক্ষিণতম অংশ হইতে ইংরাজ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া উত্তর প্রদেশে অভিযান*(trek) আরম্ভ করিলেন তখন এই ক্যারাভান্ প্রথার সৃষ্টি এবং বোয়ার গ্রামিকগণের ইহাই মহার্ঘ সম্পত্তি। প্রকাণ্ড গাড়ীর উপর ঘর বাঁধিয়া পুত্রকলত্র সমভিব্যাহারে বহুসংখ্যক বলীবর্দ্দ যোজনা করিয়া বোয়ার কৃষক ও পশুপালক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে, উপত্যকা হইতে উপত্যকান্তরে গমন করে। যেখানে 'ঘাস জল' সেখানে 'ডোল' পাতে এবং ঘাসজলের অকুলান হইলে অন্যত্র চলিয়া যায়। বোয়র রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে ইহা এক প্রধান অঙ্গ। যথাসর্ব্বস্ব সঙ্গে থাকে। রাইফ্‌ল্ ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত, কুশল অশ্বারোহীর দল ক্যারাভানের দল রক্ষা করে, প্রয়োজন হইলে চক্রাকারে এই সকল শকট শ্রেণীবদ্ধভাবে সংস্থাপন করিয়া মধ্যস্থলে পরিবারবর্গকে রাখিয়া দুর্গস্থাপন ও ব্যূহরচনা করে। আততায়ীর হস্ত হইতে নিজ সম্প্রদায়কে রক্ষা করে। যুদ্ধান্তে প্রয়োজনমতে অপরত্র চলিয়া যায়। এইরূপ ব্যূহরচনাকে—Inspanning বলে। এখন যুদ্ধবিদ্রোহের হাঙ্গামা নাই, শান্তি স্থাপন হইয়াছে। ইউনিয়ান গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন এই ক্যারাভান প্রণালী আভ্যন্তরীন বাণিজ্য ব্যবসায় মধ্যে এবং যে

সকল স্থানে চাষ ও খনি খনন কার্য্যের চিহ্নমাত্র নাই, সেখানে সেই সকল প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়।

প্রায় ২৫ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া গন্তব্য স্থানের নিকটে পৌছিলাম। অত্যুচ্চ পর্ব্বত ভেদ করিয়া প্রখর ইলেকট্রিক আলোকে আলোকিত অপ্রশস্ত সুড়ঙ্গ-পথ পার হইয়া আমরা ড্যামের অপরাংশে গাড়ী হইতে নামিলাম; নদীটী ছোট; রিইন্‌ফোর্স্‌ড্‌ কন্‌ক্রিট জমান অভিনব প্রণালীতে রচিত প্রাচীর দ্বারা পর্ব্বতগাত্র হইতে জলের গতি ইচ্ছামত রোধ করিয়া সহরের জন্য জল ধরিয়া রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে, এবং এই জলেরই বেগের সাহায্যে ইলেকট্রিসিটি উৎপাদনের চেষ্টা হইতেছে।

পর দিবস ৬ই প্রাতে আমাদের ডেপুটেশনের মিষ্টার ও মিসেস প্যাডিসন্, নিখিল ও সৈয়দ রেজা আলি সাহেবকে লইয়া দেখা করিতে আসিলেন। কারণ আমি একাই মিঃ মোহাম্মদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। এবং বাকী সকলে সেলুনেই ছিলেন। প্রস্তুত হইয়া ২২ মাইল দূরে "প্রিমিয়ার ডায়মণ্ড মাইনস্" নামক হীরকের খনি দেখিতে যাওয়া হইল। কোন কোন ভারতবাসীও আমাদের সঙ্গ লইলেন, কারণ এ সকল ক্ষেত্রে তাঁহাদের যাতায়াতের ও দেখার বড়ই সুযোগের অভাব। মাইন্‌সের প্রধান ইঞ্জিনীয়ার একটি ক্ষুদ্র আড়ম্বরবিহীন আফিসে অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত নানা কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, তথাপি স্বয়ং আসিয়া আমাদের গাড়ী হইতে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন এবং তাঁহার প্রধান সহকারীকে আমাদের ঘুরাইয়া দেখাইবার ভার দিয়া সৌজন্যপ্রকাশ করিলেন।

প্রথমে আমরা গ্রাইণ্ডিং রুমে গেলাম। এখানে কাফিরকুলির সাহায্যে গুঁড়াইয়া কাঁকর ও অপর সব দ্রব্য হইতে হীরক বাছাই হইতেছে। তৎপরে আমরা ওয়াশিং রুমে গেলাম। এখানে স্তূপীকৃত

দোলায়মান চর্ব্বি আচ্ছাদিত উচ্চ মঞ্চশ্রেণী পাশাপাশি আছে সেই মঞ্চ সতত খরস্রোত জলে তীব্রবেগে ধৌত হইতেছে, কোথাও এক একটি বড় ছোট কাঁচের মার্ব্বেলের ন্যায় পদার্থ জমাট চর্ব্বিতে আটকাইয়া রহিয়াছে অন্যান্য সমস্ত বস্তু স্রোতবেগে ধৌত হইয়া নীচে পড়িতেছে। আমাদের প্রদর্শক বুঝাইলেন, যে হীরকই কেবল এই ভীষণ কম্পন সহ্য করিয়া চর্ব্বিতে লাগিয়া থাকিবে। এই প্রণালী উদ্ভাবন জন্য একজন, এই খনিরই কারিকর, বহু সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক পাইয়াছিল। একজন একটি প্রকাণ্ড হাতলযুক্ত খোন্তার দ্বারা ঐ হীরকগুলি উঠাইয়া পরিষ্কৃত করিবার নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিক্ষেপ করিতেছে। আমাদের পরিদর্শন দিবসে ৡ ইঃ ব্যাস পরিমাণের একখানি হীরক পাওয়া গিয়াছিল। বেলা ১২টার সময়ে আমরা ব্লাষ্টিং দেখিতে গেলাম। আমরা যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহার কত নিম্নে জানি না, কুলি মজুরেরা কার্য্য করিতেছিল। মনে হইতেছিল, যেন সত্যই পিপীলিকার সার মাটি বহিয়া ছোট ছোট ট্রলি গাড়ীতে বোঝাই করিতেছে। এই হীরক খনি অতি গভীর উপত্যকার নিম্নে বলিয়া এইরূপ দেখায়। স্থান-বিশেষে এত মাটি কাটা হইয়া গিয়াছে, যে বিপদ-চিহ্নস্বরূপ রক্ত-পতাকা উড়াইয়া কর্ম্মিদিগকে পাহাড় ধসিয়া পড়িবার বিপদের কথা স্মরণ করাইয়া সাবধান করিয়া দেওয়া হইতেছে। রোপ্-রেল সাহায্যে ইঞ্জিনীয়ারগণ সাবধানে উপর হইতে নীচে এবং নীচ হইতে উপরে আসিতেছেন। এই রোপ্-রেল সাহায্যে যে "কেজ" বা খাঁচা উঠিতেছে ও নামিতেছে তাহা চতুর্দ্দিক ঘেরা হইলেও, বাহিরের লোককে চড়িতে দেওয়া হয় না; কারণ এই অতি উচ্চ স্থান হইতে নীচে যাইতে যাইতে মাথা ঘুরিয়া দুর্ঘটনার সৃষ্টি হইবারও ইতিহাস আছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে টাইম-ফিউসযুক্ত ডিনামাইট ইত্যাদির সাহায্যে মাটি উড়াইয়া দেওয়া হইল। নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেতানুসারে

সহস্র সহস্র কুলি যথাযথ নির্দ্দিষ্ট গহ্বরে পূর্ব্বাহ্নে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিল এবং পর পর চারিদিক্ হইতে ভীষণ গোলা-বর্ষণের ন্যায় শব্দ হইল। উত্থিত ধূম প্রায় সমগ্র স্থানটী আচ্ছন্ন করিল। এই দৃশ্য দেখিয়া রোমাঞ্চ হইল। ধূঁয়া কাটিয়া গেলে আবার পিপীলিকার সার তুল্য কুলীর সার দেখা দিল, আবার মাটি কাটাই ও ট্রলি বোঝাই করিয়া বিপুলকায় ষ্টীম-ট্রেনের সাহায্যে তারের টানে ট্রলি চলিতে লাগিল।

ভিন্ন ভিন্ন হীরক খনির কার্য্য এক এক অভিনব প্রথায় পরিচালিত হয়। একটি খনি দেখা হইলে সব খনি দেখা হইল, একথা কিছুতেই বলা চলে না। প্রধান ইঞ্জিনীয়ার সাহেব আমাদের মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন; কিন্তু আমাদের শীঘ্রই ফিরিতে হইল। প্রিটোরিয়া রোটারি ক্লাবের হেন্‌রী এডাম, জে, এ, গ্রে'র সহিত আলাপ হইল। এ ক্ষেত্রে আমি তৃতীয় রোটেরিয়ান উপস্থিত। প্রথম রোটরি সভা ৩ জন মাত্র সভ্য লইয়া গঠিত হইয়াছিল। রোটরি ইতিহাসের এই আদিম কীর্ত্তি কথা স্মরণ করিয়া আমরা ৩ জনেই পুলকিত হইলাম। এখন সমগ্র সভ্য জগতে রোটারি সভার শাখা স্থাপিত হইয়া নরসেবা, কাজে ও কথায় বিঘোষিত হইতেছে। সাম্প্রদায়িক ভাব এই সভার সাহায্যে অনেক ক্ষেত্রেই লোপ পাইয়াছে।

অপরাহ্ণে ভার্মিলিয়ান ষ্ট্রীটে 'বাস্‌টন লজে' গেলাম, তথা হইতে মিঃ পিলের সহিত লোকেসনে ওরিয়েণ্টাল সিল্ক ষ্টোরে গেলাম। দোকানটি সুন্দর, পরিচ্ছন্ন এবং বৃহৎ। দুঃখের বিষয় সমস্তই বিলাতী সিল্কের আমদানী। এখানেও মালিকের সহিত ভারতীয় সিল্ক ব্যবহারের বিষয়ে আলাপ করিলাম, বড় বেশী আশা পাইলাম না; তথাপি ভারতের কয়েকটি বড় বড় দেশী সিল্ক ব্যবসায়ীর নাম, ঠিকানা ও পরিচয়পত্র দিলাম।

সাউথ এফ্রিকান ইণ্ডিয়ান ফুটবল-দলের দলপতি মিঃ বাব মহারাজ আমাদের সঙ্গে থাকিয়া অনেক পরিশ্রম করিলেন। এখন তাঁহার দল ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে, তাঁহার নিজের দেহও এখন খেলা ধূলার উপযুক্ত নাই। মনে হয়, ভারতবর্ষ হইতে অন্ততঃ একটি ফুটবল দল ইউনিয়নে যাইয়া ওখানকার উচ্চ দলের সহিত খেলাধূলায় ঘনিষ্ঠতা-বৃদ্ধির চেষ্টা করিলে ভাল হয়। ৪ঠা এপ্রিল (১৯৩১) তারিখে ব্লুমফনটেনে এক সাউথ এফ্রিকান এমেচার এথেলেটিক এসোসিয়েসনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সাউথ এফ্রিকান এম্পায়ার গেম্‌সের বিষয়ে বিষম বাক্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। পরে স্থির হয়, যে "কলর বারের" (Colour Bar) জয় সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতে হইবে এবং এই অভিপ্রায়ে ইউনিয়নের আধুনিক অবস্থানুসারে ভারতবর্ষ বা ওয়েষ্ট ইণ্ডিস প্রভৃতি দেশ হইতে কোন খেলোয়ারকে এই প্রতিযোগিতায় প্রবেশাধিকার দেওয়া হইবে না। এমন কি, ইহা বজায় রাখিতে যদি অসভ্যতার আশ্রয় লইতে হয়, তাহাও করিতে হইবে।

Bloemfontein, April 1931.

"At the annual meeting of the South African Amateur Athletic Association the holding of the Empire games in S. A. in 1934 was discussed and it was decided to uphold the "Colour Bar" and in view of the conditions existing in the Union not to permit the Athlets from Countries like India and the West Indies to participate even at the risk of appearing to be discourteous."

সন্ধ্যার সময়ে ট্রেণে ফিরিয়া সান্ধ্য ভোজন শেষ করিয়া পুনরায় জোহানেসবার্গে পৌছিলাম। পূর্ব্বপরিচিত বন্ধুগণ প্রায় সকলেই

উপস্থিত। যদিও অল্পক্ষণ পরে আমাদের পুনরায় কিম্বালির পথে দৌড়াইতে হইবে, তথাপি ইসমাইল কুভেডিয়া, থারস, টাভেরী ইত্যাদি বন্ধুগণ নাছোড়বন্দা। বৃদ্ধ কুভেডিয়ার বাড়ী গেলাম। শরীর আর বহে না, একথা কেই বা মানে! নিখিলকে ফলবিক্রেতা টাভেরী জেহাঙ্গীর লইয়া গেলেন এবং ট্রেণ ছাড়িবার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে একরাশ আম, পিচ, আপেল ইত্যাদি ফল লইয়া আসিলেন।

কিম্বার্লি (Kimberley)

৭ই সকাল ১০টার সময়ে দ্রুতগামী ডায়মণ্ড এক্সপ্রেসে কিম্বার্লি পৌঁছিলাম। অভিনন্দনের পালা শেষ করিয়া স্থানীয় মেয়রের সহিত সাক্ষাৎ হইল। নানা কথা আলোচনার মধ্যে শ্বেতাঙ্গ অধিবাসিগণের ভারতবাসীর প্রতি অকারণ বিদ্বেষের কথা তুলিলাম। মুখে সহানুভূতির চিহ্ন প্রকাশ করিলেও, আসল কাজে তাঁহাদের চেষ্টার যথেষ্ট অভাব। ধীরে ধীরে যে বিদ্বেষ-বহ্নি জ্বলিতেছিল তাহা নির্ব্বাণ করিতে না পারিলে, কোন পক্ষেই শ্রেয়ের সম্ভাবনা নাই।

৮নং ক্রাউড ষ্ট্রীটে মিঃ আহাম্মদ মহম্মদের বাড়ীতে পুনরায় অভিনন্দন হইল। তৎপরে মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর সহর প্রদক্ষিণ করিয়া এক তামিল অধিবাসীর চকোলেট ও লেমনেডের দোকানে যাওয়া হইল। ইঁহাদের পারিবারিক অবস্থা দেখিবার যথেষ্ট অবকাশ হইল।

এ প্রদেশে হীরকখনির ছড়াছড়ি, এমন কি চাষ করিতে করিতে অনেক ভাগ্যবান্ চাষী হীরক পাইয়াছে ও পাইতেছে। ওয়েস্‌ল্‌টন্ ডায়মণ্ড মাইন্‌সের কার্য্য কতকটা বড় কয়লা-খাদের প্রথা অনুসারে চলিতেছে।

বিপুলকায় লিফ্‌টের সাহায্যে মানুষ ও খাদের মৃত্তিকা ক্রমাগত ভূ-গর্ভ হইতে উঠিতেছে, এবং রেল ট্রলির সাহায্যে দূরে সংশোধিত হইতে চলিয়া যাইতেছে। কোথাও গোলোযোগ নাই বচসা নাই, কলের মত নির্ভুলভাবে কার্য্য করিতেছে, ২০০০ মানুষও কলের মতই কার্য্য করিয়া চলিয়াছে। কোথাও অবিশ্বাসের ছায়া পর্য্যন্ত দেখিলাম না, কোথাও কোন পাহারার বন্দোবস্ত নাই। কোথাও কোথাও ১২০০ ফিট হইতে ৩৮০০ ফিট পর্য্যন্ত নীচে মাটি খোঁড়া হইয়াছে। স্থানে স্থানে জলের প্রস্রবণ আসিয়া গভীর কূপের সৃষ্টি করিয়া শেষে কার্য্যের বিঘ্ন ঘটাইয়াছে, কোথাও বা আগ্নেয় গিরির অভ্যুত্থান হইয়া বিভ্রাট ঘটাইবার উপক্রম করিয়াছে। বহু পরিশ্রম ও কোটি কোটি অর্থব্যয় কতকাংশে বৃথা হইয়াছে। নানা প্রকারের খনি দেখিয়া, পরিশ্রান্ত হইয়া আমরা স্থানীয় হীরকের ভাণ্ডারে গমন করিলাম। মিঃ চ্যাপম্যান অতি যত্নে বিভিন্ন রং ও গঠনের হীরক দেখাইলেন। লাল, সাদা, হল্‌দে, সবুজ, নীল প্রভৃতি নানা বর্ণের স্বভাব-চিত্রিত হীরক দেখিলাম। আজকাল দু'একটি হীরক পাওয়া গিয়াছে, যাহা বৃটেনের রাজভাণ্ডারের হীরকের অপেক্ষাও বড় এবং মূল্যবান্। জানি না, কত কোটি টাকা মূল্যের হীরক সেই অফিসে ছিল। এই দিবস ব্রিটিশ এজেন্ট ৩২ লক্ষ টাকার হীরক কিনিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এখানেও একটিও প্রহরী দেখিলাম না। কারণ প্রথমটা বুঝিতে পারি নাই, পরে বুঝিলাম কর্ম্মচারীরা অত্যন্ত বিশ্বাসী ও যথেষ্ট বেতন পায়। উপরন্তু এ সকল হীরক যতক্ষণ না কাটিয়া পালিস্ হইতেছে, ততক্ষণ ইহার দাম বিশেষ কিছুই নাই। গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত এক টুক্‌রা হীরা কাটাইবার ক্ষমতা কাহারও নাই। বৃদ্ধ মিঃ উলবার্গের গাড়ী চড়িয়া অনেক দূর ঘুরিয়া আসিলাম। পথে তাঁহার সহিত আলোচনায় বুঝিলাম, যে তিনি ইহুদি ধনকুবেরগণকে, এসিয়াটিক বিল

এবং তাঁহাদিগের প্ররোচিত ভারত নির্য্যাতন আইনের প্রবর্ত্তকগণকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখেন। রাত্রের ভোজন শেষ করিয়া সিটি হলের অভিনন্দন গ্রহণ করিতে যাইতে হইল। মিঃ এম্ ম্যাকলিয়ড (এফ্রিকান পিপলস্ অর্গ্যানিজেশনের সহকারী সভাপতি), মিঃ জে, সি ষ্টেপনস্ (ন্যাশানাল বণ্ডের সহকারী সভাপতি), আইসাক্ পি জোস্থুয়া ও সহকারী সভাপতি বক্তৃতা করিয়া সম্মানিত করিলেন।

৯ই প্রাতরাশের পর আমাদের সেলুন কেপটাউন অভিমুখী ট্রেণে যুড়িয়া দেওয়া হইল। বিখ্যাত মরুভূমি কারুর মধ্য দিয়া প্রায় সমস্ত দিন কাটিল। পথের দৃশ্য আদৌ মনোরম নহে। ক্রোশের পর ক্রোশ অনুর্ব্বর জমি পতিত রহিয়াছে, কোথাও কোথাও উইণ্ডমিলের সাহায্যে জল তোলা হইতেছে। সামান্য লোকের বসতি বা চাষ দৃষ্টিগোচর হইল। গরম অত্যন্ত মনে হইতে লাগিল। ডার্ব্বানের পূর্ব্ব পরিচিত ফলবিক্রেতা মিঃ দেশাই ও অপরাপর কয়েকজন বন্ধু প্রচণ্ড সূর্য্যের উত্তাপে দগ্ধ হইয়াও বহু দূর হইতে আমাদের সহিত ষ্টেশনে দেখা করিলেন ও সুপক্ক সুমিষ্ট নানারূপ ফল দিলেন।

১০ই প্রাতে উচ্চেষ্টার ষ্টেশনে মিঃ প্যাটেলের বিদুষী কন্যা আসিয়া মালা দিয়া তাঁহাদের গ্রামের আশীর্ব্বাদ জানাইলেন। আমরাও তাঁহাদিগকে জলযোগ করাইলাম। ট্রেণ অল্প সময়ের জন্য দাঁড়াইলেও তাঁহাদের আন্তরিকতা আমাদের কাছে প্রকাশ হইয়া পড়িল। এই মেয়েটির বিদ্যানুরাগ যথেষ্ট, কিন্তু সুযোগ অভাবে মনোমত শিক্ষালাভের সুবিধা পাইতেছেন না। এ ভাবে কত নরনারী শিক্ষার অভাবে নিজেদের চির অন্ধকারেই রাখিতে বাধ্য হইয়াছে—ইহার কি কোন প্রতিকার হইতে পারে না? এ সকল বিষয়ে অপরাপর মেম্বরদিগের সহিত সর্ব্বদাই আলাপ আলোচনা চলিয়াছে এবং আমাদের ভবিষ্যতে কর্ত্তব্যের পথ নির্দ্ধারণ করিবার প্রয়াস হইতেছে।

Round Table Conferenceএর গত বর্ষের অধিবেশনের পর স্যার ফজলি হোসেন প্রমুখ ভারত গভর্ণমেন্টের প্রতিনিধিগণ দক্ষিণ আফ্রিকার Conferenceর জন্য গিয়াছিলেন। আশা হইয়াছিল যে R. T. Confernceএ এ বিষয়ে বিশেষ সমালোচনা না হউক ইঙ্গিত আভাসও উঠিবে। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হয় নাই।

আমি বার বার বলিয়াছি, আবার বলিতেছি এবং বার বার বলিব, যে ভারত-ভাগ্যচক্রপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের উপনিবেশবাসীদিগের ভাগ্যোন্নতি না হইলে মঙ্গল নাই ও স্থায়ী শান্তির সম্ভাবনা নাই। সে ভাগ্যের উন্নতি হওয়া দূরে যাক্, ক্রমশঃ অবনতি সর্ব্বত্র লক্ষিত হইতেছে। পিনাং, মালয়, সিংহল এবং বর্ম্মাতে ভারতীয় নির্য্যাতন ক্রমশঃ বাড়িতেছে। গত বৎসরের রিপোর্ট হইতে দেখা যাইতেছে, যে পিনাং, মালয় এবং সিংহলে ভারতীয় উপনিবেশিকের সংখ্যা দ্রুতবেগে কমিতেছে। বর্ম্মার যে সকল অংশে বিদ্রোহযুদ্ধের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই, সেখানেও ভারতীয় নিগ্রহ বিশেষভাবে চলিয়াছে। অলসপ্রকৃতি বর্ম্মার অধিবাসী এতদিন তাহার ভূমিলক্ষ্মীকে অবজ্ঞা করিয়া আসিতেছিল, ভারতীয় উপনিবেশিকেরা গায়ের রক্ত জল করিয়া সে ভূমি-সম্পদ্ রক্ষা করিয়াছে, তাহার শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। ভারতীয় ব্যবসায় ও মহাজনের নিরন্তর চেষ্টায় বর্ম্মার কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য উন্নত হইতে উন্নততর পদবীতে উঠিয়াছে। নেটালে যাহা ঘটিয়াছে, বর্ম্মাতেও তাহা ঘটিতেছে; Go back to India"—এই ধ্বনি উভয় প্রান্তেই উঠিয়াছে। অতএব রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্সের ন্যায় অধিবেশনে এই সকল ব্যাপারের সম্যক্ বিচার ও সংস্কারবিধির প্রয়োজন। এখন আবার দেখিতেছি ফরাসী অধিকৃত সাইগন প্রদেশেও ভারতাসীর উপর নির্য্যাতন আরম্ভ হইয়াছে।

বর্ম্মায় অকারণ ভারত-নির্য্যাতন ব্যাপারে গুরুতর আপত্তি করিয়া স্থানীয় গভর্ণর ও বড়লাট সাহেবের নিকট ভারতবাসীর পক্ষ হইতে ডেপুটেশন পুনঃ পুনঃ গিয়াছে। অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি, অভয়দান ও আশ্বাসবাণীর অভাব নাই কিন্তু আসল কাজ কিছুই হইতেছে না। নেটালে বোয়র-দমন যুদ্ধে স্থানীয় ভারতবাসী ও ভারত গভর্ণমেণ্ট অজস্র শ্রম ও রক্তপাত করিয়াছিলেন, বর্ম্মা-বিদ্রোহদমনেও ঠিক তাহাই হইতেছে; কিন্তু ভারতবাসীর ইহাতে মৌলিক লাভ হইতেছে না, হইবেও না।

রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্সের অব্যবহিত পূর্ব্বেই ইম্পিরিয়াল কন্‌ফারেন্সের বার্ষিক অধিবেশন লণ্ডনে হইয়াছে। সে সময়ে জেনারেল হার্টজহগ প্রমুখ দক্ষিণ আফ্রিকার

নেতৃবৃন্দ লণ্ডনে উপস্থিত ছিলেন; জেনিভা কন্‌ফারেন্সেও তাঁহারা গিয়াছিলেন। এই উভয় ক্ষেত্রেই তাঁহাদিগকে ধরপাকড় করিয়া ভারতবর্ষের উপকারের চেষ্টা বিশেষ প্রয়োজন ছিল, তাহা হয় নাই। গত ১৯৩০ সালে এই চেষ্টা আমি লণ্ডনে ও জেনিভাতে যতদূর সম্ভব করিয়াছি, ফলও বোধহয় কিছু ফলিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে পুনর্ব্বিচারসভার সম্ভাবনাও ঘটিয়াছে। গত বৎসর যে সকল ভারতবাসী রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্স, কিম্বা জেনিভা লিগ অফ নেশন্সে (League of Nations) প্রতিনিধিরূপে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের এ বিষয়ে অতি গুরুতর দায়িত্ব ছিল। কিন্তু তাঁহারা সে বিষয়ে কিছু কাজ করেন নাই। ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের আইন-সচিব স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র স্বয়ং জেনিভা গমন করিয়াছিলেন, তিনি চেষ্টা করিলে অনেক ফল ফলিত। সকলের সঙ্গেই এ বিষয়ে পত্র ব্যবহার করিয়াছি কোন ফল হয় নাই।

সম্প্রতি ভারত মিত্র জেনারল স্মাটস্ দক্ষিণ আফ্রিকার নূতন Co-alition Ministry সভায় স্থান পাইয়াছেন বহুকাল পরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও ফিরিয়া পাইয়াছেন তাঁহাকেও এ বিষয়ে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছি।

জুলাই মাসের শেষ ও আগষ্ট মাসের প্রারম্ভে বোম্বাই সহরে লিবারেল ফেডারেশন সভার বৈঠক হইয়াছিল; সেখানে এ প্রসঙ্গ উথাপিত হইয়াছিল। ভারতীয় লিবারেল দলের যে সকল লোক রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্সের প্রতিনিধিরূপে গিয়াছিলেন, এ বিষয়ে তাঁহাদিগের সবিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছিল কিন্তু ফল কিছু হয় নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে দক্ষিণ আফ্রিকায় একজন বিশিষ্ট ভারতপ্রেমিক ইংরাজ আছেন—তিনি প্রিটোরিয়ার বিশপ; তাঁহার ফটোগ্রাফ "প্রবর্ত্তকের" কর্ত্তৃপক্ষেরা সংগ্রহ করিয়াছেন। ঋষিতুল্য, সৌম্যমূর্ত্তি, অকুতোভয়, ধর্ম্মপ্রাণ, ন্যায়তৎপর এই খৃষ্টীয় বিশপের আনুকূল্যে অনেক সুফল সম্ভাবনা।

রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্সের পর শীতকালে অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকার গ্রীষ্মকালে ভারত-সচিব স্যার ফজ্‌লী হোসেন তাঁহার মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বাজপাই সাহেব, স্যার জর্জ্জ করবেট এবং শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ভারত-সমস্যা মীমাংসা চেষ্টায় নেটালে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত পরমর্শ-সভা করিতে গিয়াছিলেন। এ সময়ে মহাত্মা গান্ধীর সেখানে উপস্থিতি প্রয়োজনীয় ছিল কিন্তু তিনি সেখানে না যাইয়া বরাবর ভারতবর্ষে ফিরিলেন এবং অল্প পরেই কারারুদ্ধ হইলেন।

ডার্ব্বাণে ৫ ঘণ্টা, জোহানেসবার্গে চারদিন, প্রিটোরিয়ায় তিন দিন, কিম্বার্লীতে দুই দিন—বাকী কয়েকদিন রেলওয়েতে কাটিয়াছে।

সকল স্থানেই রেলওয়ে, হোটেল, মোটর ইত্যাদির যথেষ্ট বন্দোবস্ত ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে আমাদের সম্মান ও সুবিধার জন্য হইয়াছে; সকল স্থানেই ভারতীয় অধিবাসিগণ আমাদের আরামের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিয়াছেন, যতদূর সম্মান দেখাইবার দেখাইয়াছেন, অল্পদিনের মধ্যে নিতান্ত আপনার করিয়া লইয়াছেন। অধিকাংশ স্থানেই আমি তাঁহাদেরই বন্দোবস্তে তাঁহাদের মধ্যেই দিন কাটাইয়াছি।

৪ দিন হইল কেপটাউনে পৌছান হইয়াছে; তিলার্দ্ধ সময় নাই; দিন রাত কথা, কাজ, অকাজ চলিয়াছে। অন্য স্থানের অপেক্ষা এখানে ভারতবাসিগণের মধ্যে দলাদলি বেশী, তাহা মিটাইবার চেষ্টা করিতে হইতেছে. তাহার মধ্যে যথাসাধ্য কাজের আয়োজন করিতে হইতেছে; ভ্রমণ-কাহিনী পূর্ণভাবে লেখা অসম্ভব। প্রকাণ্ড একখানা গ্রন্থ না লিখিতে পারিলে ডার্ব্বাণ, জোহানেসবার্গ, প্রিটোরিয়া, পোচেস্ট্রুম, কিম্বার্লী, কারু ও কেপটাউনের যথেষ্ট বর্ণনা সম্ভব হইবে না;

ডাক্তার গুল (Gool) এখানকার প্রসিদ্ধ ডাক্তার। ইনি ভারতবাসী। তাঁহার পিতামাতা ও ভগ্নীগণের যত্নে আমরা নিতান্ত আপ্যায়িত। হোটেলে বাস করিব না, তাঁহাদের যত্নে এ প্রতিজ্ঞা বজায় রাখিতে পারিয়াছি। আমাদের বাসস্থান তাঁহাদেরই বাটীতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

হুগলী জেলার অনেকগুলি মুসলমান এখানে বহুকাল আছেন ইঁহারা চিকণের কাজের ব্যবসা লইয়া আসিয়াছিলেন; এখন হকারের (ফিরিওয়ালার) কাজে মাসে পঁচিশ ত্রিশ পাউণ্ড রোজগার করেন। অন্য প্রদেশের ভারতবাসীরা এবং কেপ-মালয়া অধিবাসীরাও যতদূর

সম্ভব যত্ন করিতেছেন, বাঙ্গালীরা অপেক্ষাকৃত দারিদ্র হইলেও যথেষ্ট আত্মীয়তা করিতেছেন।

রোটারী ক্লাব হইতে রয়টার কোম্পানীর ম্যানেজার ডান্ (Dunn) সাহেবের পক্ষ হইতে নিমন্ত্রণ হইয়াছে। এরূপ স্থানে ইহা বড় গৌরব এবং সাহায্যের কারণ; সেই জন্য সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেছি।

বিস্তীর্ণ প্রান্তর—মহাপ্রান্তর। গাছ পালার বাড়াবাড়ি নাই, ছোটখাট ঝোঁপ, ফণীমনসা (Cactus) ইত্যাদির প্রাচুর্য্য। সামান্য ক্ষেত-খোলা কোথাও কোথাও দেখা যায়। চাষবাস থাক না থাক, তারের বেড়ায় প্রকাণ্ড সব ক্ষেত ঘেরা, কেহ যেন দখল না করিতে পারে। পাহাড়ের নীচে, পাহাড়ের গায়ে, সমতল ভূমিতে ক্রোশের পর ক্রোশ শত শত ক্রোশ জমি পড়িয়া রহিয়াছে; আঁচড়াইলে ফসল হয়, এমন সব জমি পড়িয়া রহিয়াছে; চাষীর অভাবে চাষ হয় না, কখনও হইবে কি না সন্দেহ। কালা কাফিরের জমি কিনিবার বা খাজ্না করিয়া লইবার অধিকার নাই, ভারতবাসীরও নাই। সাদা অধিবাসী—শুদ্ধ ইংরাজ বা ডচ্ নয়—সাদা চামড়া লইয়া গ্রীক, ইহুদী, রাশিয়ান যে যেখান হইতে আসিয়া জুটিয়াছে, সেই জমি দখল করিয়া ঘিরিয়া বসিয়া আছে; লোকবল, অর্থবল, বুদ্ধিবল কিছুই নাই, অথচ ঘিরিয়া বসিয়া আছে। শ্বেতরাজ্য এই প্রকাণ্ড মহাদেশে এইরূপে স্থাপিত। দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত ও চিরস্থায়ী হইবে—অবিবেকী শ্বেতঅধিবাসীর ইহাই ধারণা। তাহা হইবার নয়, হইবে না—যেখানে পারিয়াছি দৃঢ়কণ্ঠে একথা স্বতঃ পরতঃ বলিয়াছি, বলিতেছি ও বলিব। তবে যে কাজের ভার লইয়া আসিয়াছি, তাহা সাঙ্গ হইবার পূর্ব্বে এ কথার প্রকাশ্য আলোচনা আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়, উচিতও নয়; তাহাতে ভারত গভর্ণমেণ্টকে বিব্রত হইতে হইবে এবং আমাদের দেশের লোকেরও ক্ষতি হইবে।

Broad-cast বক্তৃতায় কেপটাউনে এই কথা মেলোয়েম ভাবে বলিয়াছিলাম; "Cape Times" সংবাদপত্রে এই বক্তৃতার সারাংশ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্বেত-অধিবাসীর বিপদ্ ভারতবাসীর নিকট নহে, বিপদ্ যাহা কিছু তাহা আদিম কাফির অধিবাসিগণের নিকট। তাহারা লেখাপড়া শিখিতেছে, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার পাইবার চেষ্টা ক্রমশঃ করিতেছে এবং ক্রমে ক্রমে তাহা লাভও করিতেছে। যদি শ্বেতবাসিগণের অবিবেচনায় বিপদ্ হয়, তবে এই কাফির অধিবাসীগণের নিকট হইবে, মুষ্টিমেয় ভারতবাসীর নিকট নয়। ভারতবাসীর নূতন আমদানী বন্ধ হইয়াছে; ১,৬০,০০০ মাত্র ভারতবাসী সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকায় আছে—স্ত্রী পুরুষ বালকবালিকা সবই ইহার মধ্যে। তাহারা অধিকাংশ অশিক্ষিত, অতি দরিদ্র, ভারতবর্ষ তাহারা বহুকাল ত্যাগ করিয়াছে। প্রায় শত-করা সত্তর জন এই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ভারতবর্ষে তাহাদের স্থান নাই; জেলা, গ্রাম, কুটুম্ব, কাহারও নাম পর্য্যন্ত অধিকাংশ লোক জানে না। ভারতবর্ষে ফিরিয়া গিয়া কোথায় তাহারা দাঁড়াইবে জানে না; সেখানে তাহারা অস্পৃশ্য অন্ত্যজ রূপে গণ্য হয় ও হইবে। যাহারা বাধ্য হইয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়া গিয়াছে তাহাদের অসুবিধা যথেষ্ট। দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেণ্ট ও শ্বেত অধিবাসিগণ তাহাদের 'যেন তেন প্রকারেণ' বিদায় করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছে। জাহাজ-ভাড়া ভারতবর্ষে "স্থিতবিত্ত" হইবার জন্য দশ বিশ পাউণ্ড মূলধনের লোভ দেখাইয়া প্রায় ত্রিশ হাজার লোক গত ২।৩ বৎসরের মধ্যে এখান হইতে বিদায় হইয়াছে। আফ্রিকা অপেক্ষা ভারতবর্ষে তাহাদের অসুবিধা অধিক, তজ্জন্য তাহারা আর যাইতে প্রস্তুত নয়। সেই জন্য আইনের কৌশলে তাহাদিগকে হাতে না মারিয়া ভাতে মারিবার চেষ্টা হইতেছে; ক্রমে ক্রমে তাহারা সকল অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছে।

সামান্য কুলী মজুর দোকানদার হইয়া, কিছু কিছু ক্ষেত-খোলা করিয়া তাহারা সংসারযাত্রার চেষ্টা করিতেছে। তাহারা আলস্য জানে না, মদ খায় না, জুয়া খেলে না; চরিত্রগত দোষ তাহাদের নাই; চুরি, জুয়াচুরি, মামলায় তাহারা যায় না। সামান্য লাভে কাজ করে; যাহারা তাহাদের সহিত কাজ কারবার করে সকলেই তাহাদের উপর তুষ্ট, তাহাদিগকে চায়, তাহারা বাজার হইতে অন্তর্হিত হইলে জিনিষের দাম বাড়িয়া যাইবে বলে, নানা অসুবিধা হইবে মনে করে; অথচ সাদা লোকে এই কথাটা মুখে স্বীকার করে না, প্রকাশ্যে বলিতে রাজী নয়। ফেউ লাগার মত ভারতবাসীর পশ্চাতে সকলে লাগিয়াছে। ভারতবাসীর বিনাশ ও ধ্বংস তাহাদের মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্য; স্বতঃ পরতঃ তাহা সাধন করিবে। Raeburn নামে একজন ইউনিয়ন পার্ল্যামেণ্টের মেম্বার কাগজে স্পষ্ট লিখিয়াছে—"This may not be fair, but we do not care"—স্পষ্ট হউক, অস্পষ্ট হউক এই একমাত্র ধূয়া।

কেপটাউনে পৌঁছিবার পূর্ব্বে আমরা এক রকম সঠিক জানিয়াই বাহির হইয়াছি, যে পার্ল্যামেণ্টের ও গভর্ণমেণ্টের ও মত তাহাই এবং আমাদের চেষ্টা কোন ক্রমেই সামান্য বিষয়েও ফলবতী হইবে না। কেবল গভর্ণর জেনারেল Earl of Athlone কিছু মাত্র অনুকূল—তাহাও ইংলণ্ডের খাতিরে; কিন্তু গভর্ণর জেনারেলের ক্ষমতা কিছুমাত্র এখানে নাই এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট নামে ক্ষমতাশালী হইয়াও আমাদের অনুকূলে সে ক্ষমতার পরিচালনা করিবে না। গত বোয়র যুদ্ধে উপলক্ষ হইয়াছিল, এবং কারণরূপে বর্ণিত হইয়াছিল ডচ্‌দিগের দ্বারা ভারতবাসীর প্রতি অত্যাচার ও অনাচার। এখন ইংরাজ ও ডচ্ অধিবাসিগণ অন্যান্য সকল বিষয়ে মতে বিশেষ পার্থক্য সত্ত্বেও এই বিষয়ে "এক জীউ এক প্রাণ"; ভারতবাসীর সমস্ত অধিকার ক্রমশঃ

হরণ করিয়াছে এবং করিবে। এ বিষয়ে "মহিষের সিং বাঁকা, যুঝিবার বেলা একা"। ১৯১৪ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে এই বিষয়ের বিষম প্রতিবাদ হয়। বহুদিনব্যাপী Passive Resistance হয়; শত শত নরনারী জেলে নির্য্যাতিত হয়। সপুত্র সস্ত্রীক গান্ধী মহারাজ জেলে যাইয়া মরণাপন্ন হয়েন। বহু বাক্‌বিতণ্ডার পর তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী Smuttsএর সহিত এই মর্ম্মে সন্ধি স্থাপিত হয়, যে ভারতবর্ষ হইতে আর কেহ রোজগারের জন্য এখানে আসিবে না, তাহাদের রাজনৈতিক অধিকার কিছুমাত্র থাকিবে না এবং তাহাদিগকে আর অন্যরূপে বিপদ্‌গ্রস্ত বা অধিকারচ্যুত করা হইবে না, তাহাদের নাগরিক অধিকার বজায় থাকিবে। এ সন্ধি সত্ত্বেও ১৯১৪ সাল হইতে ভারতবাসীর উপর নানা বিষয়ে নির্য্যাতন চলিতেছে; তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করিয়া, তাহাদের ব্যবসায় নষ্ট করিয়া, সহর ও গ্রাম হইতে দূরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে জুয়োলজিক্যাল গার্ডেনে জন্তু জানোয়ারের মত নির্দ্দিষ্ট ঘেরার মধ্যে সীমাবদ্ধ করিবার চেষ্টা ক্রমাগত চলিতেছে। আফ্রিকান্ অধিবাসীগণের সহিত ও এই ব্যবহারের চেষ্টা। ১৯২১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা গভর্ণমেণ্টের নিযুক্ত ল্যাঙ্গা কমিশন (Langa Commission) নামে কমিশন স্থির করেন, যে এরূপ জোর জবরদস্তি করিয়া ভারতবাসিগণকে নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা অন্যায়। এখন সে কথা ঠেলিয়া ১৪১৪ সালের গান্ধী-স্মাটস্ (Gandhi—Smutts agreement) সন্ধির বিপরীতে ভারতবাসীর সামান্য যাহা অধিকার আছে, তাহারও প্রত্যাহারের চেষ্টা হইতেছে।

আমাদের ডেপুটেশনের এ সকল কথার প্রকাশ্য সমালোচনার অধিকার নাই। চিরসুহৃদ্ এণ্ড্রুজ সাহেব (Rev. Mr. Andrews) পূর্ব্ব হইতে আফ্রিকায় আসিয়া সংবাদ-পত্রে ও প্রকাশ্য সভায় এবং গণ্যমান্য লোক জনের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া এ সকল

বিষয়ে আলোচনা ও বাদানুবাদ করিয়াছেন; তাহাতে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য হইতেছে। তাঁহার কথার উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া "Cape Times"এর মত সংবাদপত্রে তাঁহাকে ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে। পূর্ব্বেও কয়েকবার তিনি এখানে আসিয়া অকুতোভয়ে এইরূপ কার্য্য করিয়া অপমানিত ও নির্য্যাতিত হইয়াছেন। তাঁহাকে ও মহাত্মা গান্ধীকে শুধু অপমান নয়, প্রহার ও অত্যাচার পর্য্যন্ত সভ্য শ্বেতঅধিবাসিগণ করিয়াছেন ও করাইয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা তাহাতে পশ্চাদপদ হন নাই। এণ্ড্রুজ সাহেব বিলাতে গিয়া এ বিষয়ের আলোচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তদানীন্তন বড়লাট উড (Hon'ble Mr. Wood) (লর্ড আরউইন)কে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে লর্ড আরউইনের সহিত আমার কথাবার্ত্তা ও পত্র ব্যবহার অনেক হইয়াছে। ভারতগবর্ণমেণ্ট ত কিছুই করিতে পারেন না— আমাদের দ্বারা দক্ষিণ আফ্রিকায় বিশেষ ফললাভের কোন সম্ভাবনাই নাই এবং ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট সহজে এ বিষয়ে গুরুতররূপে হাত দিয়া অপদস্থ হইতে সম্মত হইবেন, তাহা বোধহয় না। "হিতবাদী" পত্রের স্তম্ভে বিদুষী মুসলমানী সোফিয়া খাতুন যথার্থই লিখিয়াছেন, যে আমাদের ডেপুটেশন আসল কথাটা "ধামাচাপা" মাত্র দিয়াছেন; এখন 'ধামা' খুলিয়া তাহা মীমাংসা করিতে হইবে। সে সময়ে "ধামাচাপা" দিতে না পারিলে, সাময়িক সমূহ বিপদের গুরুতর সম্ভাবনা ছিল। সে সম্ভাবনা এখনও পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছে।

আবার বিপদের উপর বিপদ্ এই যে, সামান্য সংখ্যক ভারতবাসী দক্ষিণ আফ্রিকায় যাঁহারা আছেন তাঁহাদের মধ্যে, বিশেষতঃ কেপটাউনে বিষম মত-পার্থক্য। একদল মনে করিতেছেন ও বলিতেছেন যে ভারতবর্ষে গোলমাল করিয়া আমাদিগকে এখন দক্ষিণ আফ্রিকান্



সমুদ্রতীরে কেপটাউন নগর

গভর্ণমেণ্ট ও লোকেদের নিকট অধিকতর বিপন্ন করা উচিত নহে; লাথি ঝাঁটা খাইয়া, তাহারা যাহা হয় করিয়া, এখানে হাতে পায়ে ধরিয়া বিবাদ মিটাইয়া লইবে; যখন ভারত-গভর্ণমেণ্ট অথবা ভারত-প্রতিনিধিগণের দ্বারা তাহাদের বিপদ নিবারণের কোন উপায়ই নাই, তখন বিপদ্ আর বাড়াইয়া কাজ নাই। তাহারা কাদায় গুণ পাতিয়া পড়িয়া থাকিবে। দক্ষিণ-আফ্রিকা-ডেপুটেশন যাইবার পর বম্বে, মাদ্রাজ, কলিকাতায় মিটিং করিয়া, বক্তৃতা করিয়া, 'Retaliation বা প্রতিশোধের ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে অধিকতর বিপন্ন করা তাহাদের মত নয়। বম্বে, মাদ্রাজ, কলিকাতায় যে সব মিটিং ও Resolution হইয়াছে, তাহার সংবাদ এখানে আসিয়া অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে।

Retaliation—অর্থাৎ ইটের বদলে পাটকেল মারার অবকাশ ভারতবাসীর পক্ষে অতি অল্প। এ বিষয়ে ভারতবর্ষে যে আইন পাশ হইয়াছে কাউন্সিল-অফ্-ষ্টেটে আমিই তাহার প্রস্তাব করি। আইন ত পাশ হইয়াছে; কিন্তু 'Retaliation'এর রাস্তা বড় দেখা যায় না। সে বিষয়ে কি হইতে পারে তদন্ত করাও আমাদের ডেপুটেশনের অন্যতর কাজ। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে স্বর্ণ ও হীরক ইউরোপের বাজার হইয়া ভারতবর্ষে যথেষ্ট যায়। তাহা বন্ধ করিতে পারিলে কিছু কাজ হইতে পারে; কিন্তু তাহা করে কে এবং হইবে কিরূপে। দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লা করাচি ও বম্বে বন্দরে গিয়া ভারতবর্ষের কয়লা অপেক্ষাও কম দামে বিক্রীত হইতেছে; সিন্ধুপ্রদেশে Sukkur Barrage প্রভৃতি প্রকাণ্ড পূর্ত্তকার্য্যের জন্য তাহা ব্যবহার করা হইয়াছে। সে আমদানী বন্ধ হইলেও বন্ধ হইতে পারে; কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লার খনিতে বহুসংখ্যক ভারতবাসী কর্ম্ম করে, তাহাদের অন্ন ত প্রথম যাইবে; তারপর তাহাদের প্রয়োজনীয় চাউল, দাল, ঘি,

ময়দা, কাপড় যাহা ভারতবর্ষ হইতে আইসে, হয় তাহার আমদানী বন্ধ হইবে, না হয় দারুণ মাশুল বসাইয়া দুর্ভিক্ষ আনয়ন করিবে। অতএব 'Retaliation'এর পথ কোথায়?

ভারতবর্ষ হইতে Gunny (গুণ চটের থলিয়া) যথেষ্ট আমদানী হয়, ভারতবর্ষের বাহিরে পাট এখনও কোথাও পাওয়া যায় নাই। পূর্ব্ব আফ্রিকায় Tanganika প্রভৃতি স্থানে Seisal নামে পাটের মত এক রকম জিনিষ চাষের চেষ্টা হইতেছে; কিন্তু দামে ও গুণে তাহা পাটের কাছেও পৌছিতে পারিবে না। মনে কর—Gunny'র আমদানী বন্ধ হইল, তাহাতেও কাজ হইবে না; কারণ ভারতনির্য্যাতনে দক্ষিণ আফ্রিকা এতই বদ্ধপরিকর, যে তাহার "বাজরা" "জনেরা", "ভুট্টা" (Maize mealy) যাহা কিছু ইউরোপে চালান হইয়া তাহার ধনসম্পদ্ বৃদ্ধি করিতেছে এবং যাহার জন্য Gunny'র যথেষ্ট প্রয়োজন, তাহা Gunnyতে না পাঠাইয়া জাহাজের খোলে খোলা অবস্থায় পাঠান হইবে; না হয় ডাণ্ডি, লিভারপুল ইত্যাদি স্থান হইতে ডবল দাম দিয়া Gunny খরিদ করা হইবে। ভারতবর্ষ ডাণ্ডিতে পাট বা থলিয়া পাঠাইবে না, এ প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজের নাক কাটিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার যাত্রাভঙ্গের চেষ্টা করিবে—ইহা তো বোধ হয় না। অতএব যথার্থ 'Retaliation'এর অবকাশ অতি অল্প। যেখানে যথার্থ ক্ষতি করা অসম্ভব, সেখানে শুধু আলপিন ফুটাইয়া ফল নাই।

আমি নিজে কাউন্সিল-অফ্-ষ্টেটে Retaliation অস্ত্র প্রয়োগের কথা তুলিয়াছিলাম; কিন্তু বিশেষ আলোচনা ও অনুসন্ধানে এখানে তাহায় পথ ত দেখিতে পাইতেছি না।

ডার্ব্বন, জোহেনসবার্গ, প্রিটোরিয়া, কিম্বার্লী, কেপটাউন সকল স্থানেই এ বিষয়ের জল্পনা-কল্পনা গবেষণা যথেষ্ট হইয়াছে। দক্ষিণ

আফ্রিকার ভারতবাসিগণ এ বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করিতে প্রস্তুত নয়; তাহারা বলে, এখন ওসব কথা থাক্।

অতএব আমাদের কার্য্য অবসান। ২২শে জানুয়ারী (১৯২৬), ইউনিয়ন পার্ল্যামেণ্টের অধিবেশন হইবে। Governor General এর 'Speech from the Throne'এ বোধহয় সব কথার মীমাংসা হইয়া যাইবে। ভারত গভর্ণমেণ্ট উপস্থিত সমস্যা বিষয়ে তদন্ত সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা ইউনিয়ান গভর্ণমেণ্টের গ্রহণীয় নহে। Select Committee *before* Second Reading মঞ্জুর হইলে ভারতপ্রতিনিধিগণ সে কমিটির নিকট উপস্থিত হইয়া আবেদন নিবেদন যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। Select Committee *after* Second Reading হইলে কিছুমাত্র ফল হইবে না এবং তাহাতে আমারা স্বীকৃত হইতে ও পারি না। ইহার ফলে অপমান ও লোকের অশ্রদ্ধা যথেষ্ট হইবে। আমার দৃঢ় মত এই। এবং ডেপুটেশনের অন্যান্য মেম্বরদিগকেও তাহা জানাইয়াছি—তাঁহারাও এ বিষয়ে একমত; ভারত গভর্ণমেণ্টকেও তাহা জানান হইয়াছে, তাঁহারাও একমত। যদি Second Reading'এর পরে না হইয়া পূর্ব্বে Select Committee হয় তাহা হইলে আইনের মূলমন্ত্র (principle) সম্বন্ধে আলোচনা হইলেও হইতে পারে। জোর করিয়া জন্তু জানোয়ারের মত নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ করার জেদ ছাড়িয়া দিয়া অন্য উপায়ে যদি তাহাদের মন্তব্য সাধিত হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টের আপত্তি করা উচিত নয়; কিন্তু এই সামান্য বিষয়েও যে তাঁহারা ত্রুটি স্বীকার করিবেন, তাহার চিহ্নও দেখা যায় না।

সকল স্থানেই ভারতীয় ও ইউরোপীয় সাক্ষীদের দ্বারা প্রকাশ হইয়াছে, যে ভারতবাসীরা ব্যবসায় বাণিজ্যে যথেষ্ট সাধুতা ও সৌজন্য

প্রকাশ করে। তাহাদের প্রতি অভিযোগ এই, যে তাহারা অল্পলাভে সন্তুষ্ট, ধার দিয়া খরিদ্দারকে বাধ্য করে ইউরোপীয় ধাঁচায় থাকে না ও নিজেদের ও চাকরবাকরের উপর যথেষ্ট খরচ করে না; কাজেই সাদা দোকানদার তাহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পারিয়া উঠে না। উপযুক্ত পরীক্ষা করিলে প্রকাশ হইবে ও হইয়াছে, যে তাহাদের বিরুদ্ধে সকল কথাই অমূলক। তাহারা কাল, এই তাহাদের অপরাধ। ভারতীয় দোকানদারের সংখ্যা, ভারতীয় অধিবাসিগণের সংখ্যা বাড়িতেছে না, কমিতেছে; তাহাদের খরচ যত অল্প মনে করা যায়, তাহা নয়; প্রায় ইউরোপীয়দিগেরই মত নানা কারণে তাহাদের খরচ বেশী—একথা Langa Commission তদন্তের পর প্রমাণিত হইয়াছে। স্বাস্থ্যরক্ষা ও শিক্ষা সম্বন্ধে তাহারা যে পশ্চাদপদ তাহা স্বীকার না করিবার যো নাই; কিন্তু এ সম্পূর্ণ অপরাধ তাহাদের নহে। গভর্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপ্যালিটীতে ও Licensing Board-এ (Cape townএ ছাড়া) তাহাদের প্রতিনিধি নাই। কাজেই তাহাদের স্বার্থরক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার কেহ নাই। জোহেনাসবার্গে ও প্রিটোরিয়াতে ভারতবাসীদের সাধারণ বাসস্থান ও শিক্ষা সম্বন্ধে ব্যবস্থা দেখিয়া কান্না আসে। তাহাদের মধ্যে ধনকুবের কেহ কেহ আছেন; কিন্তু তাঁহারাও দেশবাসীর অভাবের প্রতি অধিকাংশ স্থানেই দৃষ্টিহীন—দুঃখ এই। গভর্ণমেণ্টের ও মিউনিসিপ্যালিটীর দোষের কথা যেমন বলিতেছি, তেমনি একথাও বলিতে হয় ও বলিতেছি। কিন্তু যাহাই বল, তাঁহারা ভারতবাসী হইলেও দক্ষিণ আফ্রিকার সাহায্যের জন্য তাঁহাদিগকে আনা ও রাখা হইয়াছে। এখন ব্যবসায় বাণিজ্যে তাঁহাদের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া চক্ষু টাটাইলে চলিবে কেন? তাঁহাদের রাজকীয় অধিকার Political, Municipal and Civic Rights বজায় থাকিলে তাঁহারা প্রতিনিধি সাহায্যে

Parliamentএ, Municipalityতে ও Licensing Boardএ নিজ নিজ স্বার্থ বজায় করিতে পারিতেন। তাহা না থাকাতে ভারত গবর্ণমেণ্ট ও ভারতীয় প্রতিনিধিগণকে তাঁহাদের দুঃখ Union Governmentকে জানাইতে হইতেছে। না বুঝিয়া বড় মানুষের ঘরে গরীব ব্রাহ্মণ, কন্যা বেচিয়া, উত্তরকালে বড় মানুষের জ্ঞাতি কুটুম্বের দ্বারা কন্যার সন্তানসন্ততির উপর অত্যাচার যেমন বন্ধ করিতে পারে না, আমাদের দশাও তাই। বড় মানুষের দেউড়ী কিম্বা খিড়কী হইতে আমাদের এখন দৌহিত্র ও দৌহিত্রসন্তানগণের সংবাদ "তত্ত্ব" লইতে হইতেছে। সাশ্রুনয়নে গললগ্নীকৃতবাসে ভিক্ষা মাগিতে হইতেছে, তাড়না খাইতে হইতেছে। বাস্তবিক অবস্থা এই!

কুমারের মাটীর মত ভারতবাসীকে মাথায় করিয়া আনিয়া, এখন "ছানা" হইতেছে—দলন করা হইতেছে—পায়ে। তাহাকে না হইলে চলিবে না, তাহার দ্বারা অনেক সুবিধা হইয়াছে ও হইবে জানিয়াও বিষম মোহে পড়িয়া দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেত অধিবাসী এই অমানুষিক নির্য্যাতনের চেষ্টা করিতেছে। ভোটের জোরে আইন পাশ হইবে, অত্যাচার বাড়িবে, হয় ত ভারতবাসীদের কেহ কেহ আইনের প্রতিবাদরূপে পুনরায় Passive Resistance আয়োজন করিবে; কিন্তু তাহাতে ফল সম্ভাবনা কম। অধিকাংশের প্রতি অত্যাচার বাড়িবে বই কমিবে না।

ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের আদর আপ্যায়নের অভাব হইতেছে না। গভর্ণমেণ্ট সেলুন গাড়ী দিয়াছেন, আমাদের সুবিধার জন্য সর্ব্বদা মোটর দরজায় হাজির আছে, একজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারীকে (Emigration Officer-Hartshorn) সর্ব্বদা সঙ্গে মোতায়েন রাখিয়াছেন এ ব্যক্তি আমাদের যথেষ্ট সেবা করিতেছেন। প্রিন্স্ অফ ওয়েলস্ যখন দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ করিতে আসেন, তখন ইনিই তাঁহার সহচর

ছিলেন। ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট খাতির করিয়া তাঁহাকে আমাদের সঙ্গে দিয়াছেন, এই ধারণা; ভারতবাসীদিগের ধারণা অন্যরূপ।

ডার্ব্বান, প্রিটোরিয়া; জোহানেসবার্গ, কিম্বার্লি, কেপটাউন, সকল জায়গাতেই আমাদের ভারতবাসিগণের মধ্যে ও তাহাদের সহিত থাকিবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। আপ্যায়নের অভাব কোথাও হয় নাই। মধ্যবিত্ত ভারতবাসিগণ খাঁটি বিলাতি ধরণে বাস করে না; বাহিরের ঘরের সাজসজ্জা বিলাতী ধরণের; কিন্তু ভিতরের ব্যবস্থা বড় সুবিধার নয়।

সকল জায়গায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অনেক বেশী; বাঙ্গালী প্রায়ই দেখা যায় না। কেবল কেপটাউনে ১৫।২০ জন হুগলী জেলার বাঙ্গালী মুসলমান দেখিয়াছি। তাঁহারা বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। প্রথমে তাঁহারা চিকণের কারবার উপলক্ষে আসিয়াছিলেন; প্রথমে লাভও খুব করিয়াছিলেন। ক্রমে চিকণের দাম বাড়িয়া গেল, চিকণ ব্যবহার কমিয়া গেল; সুতরাং এই ব্যবসা আর চলিল না, অন্য ব্যবসা করিতেছেন।

কেপটাউনে ভারতবাসীর উপর নির্য্যাতন ও অত্যাচার আছে; কিন্তু ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ রিভার ফ্রি ষ্টেটের মত নয়, কাজেই ইঁহারা পঁয়সা করিয়াছেন, বাড়ী ঘর করিয়াছেন, কেহ মালয় মুসলমান, কেহ ইংরাজ, কেহ ডচ্ বিবাহ করিয়াছেন। প্রায় একশত বাঙ্গালী কেপটাউন ও কিম্বার্লিতে ছিলেন, এখন ১০।১৫ জনে দাঁড়াইয়াছে। তাঁহারাও আমাকে তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া গিয়া যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করিয়াছেন।

সকল জায়গাতেই ভারতবাসীরা মিটিং করিয়াছেন, বক্তৃতা করিয়াছেন, মালা তোড়া দিয়াছেন, কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন; কিন্তু কৃতজ্ঞতাভাজন হইতে আমরা এখনও ত পারিলাম না!

ভিন্ন ভিন্ন সহরে ও পথে দেখিবার যথেষ্ট বস্তু আছে—যথাসাধ্য

তাহা দেখা হইয়াছে ; কিন্তু প্রাণে একটা বোঝা, একটা দারুণ ভারের জন্য সে সব দেখিয়া শুনিয়া যেরূপ সুখোদয় হওয়া উচিত, তাহা হয় নাই।

জায়গার তালিকা, নামের তালিকা, স্থানের বর্ণনা, আতিথ্যের বর্ণনা, রাস্তাঘাট, প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা, মিটিং, বক্তৃতা, আলোচনা আন্দোলন ইত্যাদির বর্ণনা বিশদভাবে করিতে গেলে যথার্থ একটা বিরাট পুঁথি হইয়া পড়ে। তাহার সময় পাওয়া দুষ্কর। রেলেই অধিকাংশ সময় কাটিয়াছে। পূর্ব্বে চলন্ত গাড়ীতে লিখিতে কষ্ট হইত না। এখানকার রেলওয়ে অন্যান্য বিষয়ে মন্দ নয়, কিন্তু মিটার গেজ রেলওয়ে পার্ব্বত্য রেলওয়ের যে সব দোষ, তাহা সবই আছে। চলন্ত গাড়ীতে লেখা অসাধ্য। জমিতে পা দিয়া অবধি ও পুনরায় রেলে উঠা পর্য্যন্ত স্নান, আহার, নিদ্রারও সময় থাকে না—হয় অভ্যর্থনা' না হয় মিটিং, না হয় কাহারও কাহারও সঙ্গে দেখাশুনা, না হয় ভোজ, না হয় কোথাও যাওয়া—এই সব লইয়া প্রাতঃকাল হইতে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত শুধু ব্যস্ত নয়, বিপর্য্যস্ত থাকিতে হয়। তাহাতেও মন সকলের পাওয়া যায় না। ইংরাজ, ডচ (Cape coloured people) কাফির ও ভিন্ন ভিন্ন দলের ভারতবাসী সকল স্থানেই আদর আপ্যায়ন, অভ্যর্থনা ইত্যাদিতে এইরূপ "বিপন্ন" করিয়া রাখিয়াছে। ভ্রমণ-কথা লেখা দূরে যাউক, বাড়ীতে চিঠিপত্র লেখাও দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল।

কেপটাউন হইতে ১৯শে জানুয়ারী (১৯২৬) রওয়ানা হইয়া পরদিন পোর্ট এলিজাবেথে পৌছান হয়। সেখানে দুই তিন দিন থাকিয়া ইষ্ট লণ্ডনে তিন দিন থাকা হয়। এত বড় দেশ, অথচ প্রত্যহ সকল জায়গায় ট্রেণ নাই। সেইজন্য ইষ্ট লণ্ডনে দুই দিনের জায়গায় তিন দিন থাকিয়া কেপটাউনে ফিরিবার জন্য ট্রেণে উঠিয়াছি। সমস্ত দিন ট্রেণে থাকিতে হইবে, পরদিন অপরাহ্ণে কেপটাউনে পৌছিবার কথা। স্থান

হইতে স্থানান্তরে যাইতে এত দীর্ঘ সময় লাগে, যে ভারতবর্ষে তাহা অসম্ভব মনে হয়। ডার্ব্বন হইতে জোহানেসবার্গ যাইতে প্রায় ২১ ঘণ্টা লাগিয়াছিল। জোহানেসবার্গ হইতে প্রিটোরিয়া ও প্রিটোরিয়া হইতে জোহানেসবার্গ বেশী দূর নয়। প্রিটোরিয়া হইতে জোহানেসবার্গ কয়েক ঘণ্টার জন্য ফিরিতে হইয়াছিল। জোহানেসবার্গ হইতে কিম্বার্লী ১২ ঘণ্টার পথ; কিম্বার্লী হইতে কেপটাউন, কেপটাউন হইতে পোর্ট এলিজাবেথ, পোর্ট এলিজাবেথ হইতে ইষ্ট লণ্ডন এবং ইষ্টলণ্ডন হইতে পোর্ট এলিজাবেথের পথে না ফিরিয়া ব্লানিষ্টরম্‌বার্গ, রোসনাভ, ডেয়ার, কারু প্রান্তরের মধ্য দিয়া অরচেস্‌টার পথে পুনরায় কেপটাউনে চলিয়াছি। সমস্ত Cape Colony Provinceটা এইবার চক্র দেওয়া হইতেছে। শুদ্ধ ট্রেণের গোলমালের জন্য ও সময় বাঁচাইবার জন্য 'ঢেঁকিশাল দিয়া কটক' যাওয়া হইতেছে। ভারতবাসীর যত্ন ও উৎসাহ তাহাদের দুঃখের কথা ভুলিয়াছে ও ভুলাইয়াছে। স্থানীয় লোকের মধ্যে দলাদলি থাকিলেও সকল দলেই আমাদিগকে সমান যত্ন ও আদর করিয়াছে।

ইষ্ট লণ্ডনে আতিথ্যের কিছু বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছিল। স্থানীয় ভারত-বাসিগণ ও ইংরাজগণের মধ্যে এখানে যথেষ্ট আনুগত্য আছে; তাহার কারণ, Cape Colonyতে ভারতবাসিগণের ভোট আছে এবং ভোটের খাতিরে ইংরাজ ও ডচ্‌ তাহাদের মুখ চায়।

ডার্ব্বান সহরে আমাদের জন্য মার্টিয়াম হোটেলে ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট ঘর স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি তাহাতে না গিয়া ভারতবাসীর ঘরে গিয়া উঠিয়াছিলাম। জোহানেসবার্গ সহরেও কার্‌লটন হোটেলে ঘর স্থির ছিল, তাহা অফিসরূপে ব্যবহার করিয়া ভারতবাসীর ঘরে ছিলাম। কিম্বার্লীতেও তাই। কেপটাউনে মুসলমান গুল্‌ সাহেবের বাড়ী আমাদের বাসা হইয়াছিল এবং পাঞ্জাবী হিন্দু সিংহ

সাহেবের বাড়ী আমাদের সহযোগী মুসলমান রেজা আলির বাসা হইয়াছিল। পোর্ট এলিজাবেথে টিকম্‌দাশ সাহেবের বাড়ী আমাদের বাসা হইয়াছিল। ইষ্ট লণ্ডনেও ভারতবাসীর বাড়ীতেই স্থাননির্দ্দেশ হইয়াছিল; কিন্তু ইষ্ট লণ্ডনের মেয়র ও সিটি কাউন্সিলারগণ তাহাতে আপত্তি করিয়া বলেন, যে তাঁহাদের সহরের ইহাতে অপমান হইবে। তাঁহারা ভারতবাসীর সহিত যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহার করেন এবং ভারত-প্রতিনিধিগণকে যথেষ্ট সম্মান ও আতিথ্য প্রদর্শন করিতে তাঁহাদের ইচ্ছা। এইজন্য তাঁহারা সহরের ব্যয়ে ভিল হোটেল নামক বড় হোটেলে আমাদের বাসা স্থির করিয়া নিজেরা ষ্টেশনে থাকিয়া অভ্যর্থনা করেন এবং ফিরিবার দিন ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া যান। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, কেপপ্রদেশে (Cape Province) ভারতবাসীর প্রতি অত্যাচার ও অমর্য্যাদাঅপেক্ষাকৃত অল্প। ভারত-বাসীর দুঃখের কারণ যে একেবারেই নাই তাহা নহে; কিন্তু অন্যান্য প্রদেশের মত নয়।

সকল স্থানেই অল্পবিস্তর বক্তৃতা করিতে হইয়াছে; কিন্তু যে কাজের জন্য আমাদের আসা, সে বিষয়ে আমাদের মুখ বন্ধ। অতএব শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভারতবর্ষের ইতিকথা, ভারতবাসীর সাধারণ উপকার সংক্রান্ত কথা লইয়াই বক্তৃতা করিতে হইতেছে; আমাদের মুখ বন্ধ বলিয়া সাধারণ ভারতবাসীর মুখ ত বন্ধ নয়! জোহানেসবার্গ, কেপটাউন প্রভৃতি স্থানে প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য যথেষ্ট সভাসমিতি আয়োজন হইতেছে, সংবাদপত্রেও যথেষ্ট তীব্র আলোচনা চলিয়াছে; ভারতবর্ষে—বম্বে, মাদ্রাজ, কলিকাতায় যে সকল সভা-সমিতি হইতেছে, তাহার সংবাদও আসিতেছে; এণ্ড্রুজ সাহেব প্রিটোরিয়ার বিশপ্ নেভিল প্রভৃতি মহাজনগণ সংবাদপত্রে ভারতবাসীর অনুকূলে বিশেষ সহায়তাসূচক পত্র লিখিতেছেন।

কেপটাউন ও পোর্টএলিজাবেথে রোটারী ক্লাবের পক্ষ হইতে বিশেষ নিমন্ত্রণ হইয়াছে; ভোজের পর উভয় স্থানেই বক্তৃতা করিয়াছি। সকল স্থানেই Free Mason এবং ইউনিভার্সিটি কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত আলাপ হইয়াছে এবং তাঁহাদের সাহায্যে ভারতবাসীর দুঃখ দূর করিবার চেষ্টাও হইয়াছে।

কেপটাউনে 'Broadcasting Company'র নিমন্ত্রণে সত্তর হাজার দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসীর নিকট ভারত বাসীর পক্ষ সমর্থন করিয়া বক্তৃতা এক দিন করিয়াছি। কথাগুলো লোকের মন্দ লাগে নাই; "Cape Times" প্রভৃতি ভারতবিদ্বেষী কাগজেও তাহা বাহির হইয়াছে। যে সব ক্লাব ও হোটেলে ভারতবাসীর প্রবেশ অধিকার নাই, সেখানেও সাদর নিমন্ত্রণ ও অভ্যর্থনা হইয়াছে; কিন্তু হইলে কি হয়—আসল কথার কোন সুবিধাই হইতেছে না।

জলন্ত মরুময় "কারু" নামক মহাপ্রান্তরের মধ্য দিয়া দারুণ গ্রীষ্মে রেল দ্রুতগতিতে চলিয়াছে; ডাক ধরিতে হইবে বলিয়া নিশীথে চলন্ত গাড়ীতে যাহা হয় দুই চারি লাইন লিখিয়া পাঠাইতেছি। চক্ষে ও মনে কোন দৃষ্টি আসিতেছে না; কারণ দারুণ চিন্তায় মন নিতান্ত ভারাক্রান্ত।

ডার্ব্বান যাইবার চেষ্টা এখন স্থগিত রাখিতে হইল। ডেপুটেশনের মেম্বরেরা মনে করেন, যে আমার এখন কেপটাউন ত্যাগ করা উচিত নয়। কখন কি খবর আসে, কখন কি ব্যবস্থা করিতে ভারত গবর্ণ-মেণ্টের সহিত কি পত্র কিম্বা "তার" ব্যবহার করিতে হয়, তাহার স্থিরতা নাই, অতএব সে কল্পনা ত্যাগ করিতে হইল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় আসিয়া অবধি Rotary, Theosophy, Temperence, Free Masonry, University প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট বহু লোক ও সম্প্রদায়ের সহিত আলাপ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হইতেছে।

বহুতর লোকের সহিত আলাপপরিচয়ের অবকাশ ইহাতে ঘটিতেছে এবং ভারতবাসীর সপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার লোকের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টার সহায়তা ইঁহাদের দ্বারা যথেষ্ট হইতেছে। ইঁহারা পূর্ব্বে দেখাই করিতেন না, কথাই কহিতেন না; এখন আকর্ষণ করিতেছেন ও আকৃষ্ট হইতেছেন।

কেপটাউনের পাব্‌লিক লাইব্রেরীর হলে রেভারেণ্ড এণ্ড্রুজ কবি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিয়াছেন, ইউনিভারসিটির ভাইস-চ্যান্‌সেলার স্যার ক্যারদার্স বিটি (Sir Carruthers Bette) সভা-পতির আসন গ্রহণ করেন। মুগ্ধ হইয়া বহু ইংরাজ এবং ডচ্ পুরুষ ও মহিলা বক্তৃতা শ্রবণ করেন। পূর্ব্বে এণ্ড্রুজ সাহেব ডাঃ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আরও বক্তৃতা করিয়াছেন। এইরূপে ভারতবাসীর পক্ষ হইয়া সংবাদপত্রে লিখিয়া ও রাজনৈতিক বক্তৃতা করিয়া তিনি ভারতবাসীর যথেষ্ট উপকারের চেষ্টা করিতেছেন। মহাত্মা এণ্ড্রুজ যথার্থ ভারত-প্রেমিক। তিনি রবীন্দ্রনাথের ও মহাত্মা গান্ধীর ভক্তসেবক। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারত নিগ্রহ নিবারণ জন্য অমানুষ পরিশ্রম করিতেছেন কাগজে অক্লান্তভাবে লেখালেখি করিতেছেন, অপমান ও তিরস্কার অগ্রাহ্য করিয়া সকলের সঙ্গে দেখাশুনা করিতেছেন, আততায়ীকে বুঝাইয়া স্ব-দলে আনিবার চেষ্টা করিতেছেন, প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা ও নিভৃতে মন্ত্রণা ও আলোচনা করিতেছেন।

১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৫ সাল তাঁহার জন্মদিন—ছাপান্ন বৎসরে তিনি পড়িলেন। জন্মদিন উপলক্ষে আমরা যে বাড়ীতে আছি তাহার কর্ত্তা গৃহিণী ও ছেলেমেয়েরা মিলিয়া জন্মোৎসবের আয়োজন করেন। তাহাতে ডেপুটেশনের মেম্বর ও অন্যান্য লোককে আহ্বান করিয়া মিঃ এণ্ড্রুজের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। নিখিলের হাত দিয়া আমি "Imitation of Christ" নামক অপূর্ব্ব ভক্তিরসাত্মক পুস্তক উপহার

দিলাম ও ইংরাজীতে কয়েক পংক্তি কবিতা লিখিয়া তাঁহাকে "রাবণ গৃহে বিভীষণ ও কুরুগৃহে বিদূরের" সহিত তুলনা করিলাম। তিনি পরম আপ্যায়িত হইলেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। বন্ধুবান্ধব অনেকে অন্যান্য উপহার প্রদান করিলেন।

এণ্ড্রুজ সাহেবের অনুরোধে তাঁহার সহিত স্থানীয় Theosophical Societyতে দুই তিন দিন গিয়াছিলাম এবং ভারতের পুরাতন কথা সম্বন্ধে দুই দিন বক্তৃতা করিয়াছি। এদেশের লোক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এত অজ্ঞ, যে নিখিলচন্দ্র কোন এক স্থানে ভারতবাসী বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে তাহারা বিশ্বাস করিতে চাহিল না যে নিখিল ভারবাসী এবং কোন্ দেশ হইতে সে আসিয়াছে তাহা জানিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিল। প্রধান মন্ত্রী জেনারেল হার্টজহগ্ এর সহিত কথাবার্ত্তার পর তিনি আমাদের সভাপতি পেডিসন সাহেবকে বলিয়াছিলেন, যে আমি ভারতবাসী—এ কথা সহসা বিশ্বাস করিতেই তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না এবং আমার সামান্য লেখাপড়া যাহা হইয়াছে, তাহা বিলাতেই হইয়াছে বলিয়া তাঁহার ধারণা। আমার কথাবার্ত্তার প্রতি তাঁহার যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা হইয়াছে, তাহা গভর্ণর জেনারেল লর্ড অ্যাথলোনকে তিনি জানাইয়াছেন। গভর্ণর জেনারেলের প্রাইভেট সেক্রেটারী আমাদের সভাপতিকে সে কথা বলেন।

এসব কথা শুনিতে ব্যক্তিগতভাবে মিষ্ট, কিন্তু কোথায় কি কাজে লাগিবে, তাহা বুঝিতে পারি না। আর এই সকল ধারণা ও বিশ্বাস লইয়া যে সকল রাজপুরুষ বা রাজনৈতিক নেতাগণ ভারতবাসী মাত্রকে কুলী জ্ঞান করিয়া তাহাদিগের নির্য্যাতনের ব্যবস্থা আইন সাহায্যে চেষ্টা করেন—তাঁহাদের কথা কি বলিব।

যেখানে যখন অবকাশ পাইতেছি সকলকেই বলিতেছি, যে আমরা যেমন এখানে আসিয়া সকল বিষয়ে দেখাশুনা করিতেছি, সেইমত

এখানকার কয়েকজন সদাশয় সাধু "আফ্রিকান" রাজনৈতিক নেতা ভারতবর্ষে গিয়া স্বয়ং আমাদের অবস্থা দেখিয়া আসিলে এ অজ্ঞতা এবং নির্য্যাতন স্পৃহা হ্রাস হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু বিল পাশ হইয়া গেলে, আর তাহা হইবে না।

থিয়সফিক্যাল সোসাইটির বক্তৃতা উপলক্ষে Mahenjodaro, Nal, Harappa প্রভৃতি স্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাসূত্রে আহৃত ফটোগ্রাফ সব দেখাইয়াছিলাম, সভা সে সকল ফোটগ্রাফ দেখিয়া ও বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতসভ্যতার নিদর্শন পাইয়া আশ্চর্য্য হইলেন।

মদ্যপান নিবারণ সম্বন্ধে আইন লইয়া এখানে তুমুল আন্দোলন চলিয়াছে। টেম্পারেন্স দলের অধিনায়ক মিঃ ব্ল্যাক্‌ওয়েল, রেভারেণ্ড মিঃ কুক প্রভৃতির সহিত বিস্তর কথাবার্ত্তা হইয়াছে। সম্প্রতি মদ্যপান নিষেধ আইন সম্বন্ধে সিটি হলে বিরাট সভা হইয়াছে, আমাকে সে সভায় বক্তৃতা করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করা হইয়াছিল কিন্তু আমি যে কাজে আসিয়াছি, তাহার প্রধান সর্ত্ত হইতেছে, ডেপুটেশনের মেম্বারগণ গভর্ণমেণ্টের বিরূদ্ধে কোনরূপ উত্তেজনায় সাহায্য করিবে না; আমরা এই সর্ত্ত বিধিমত পালন করিতেছি তজ্জন্য গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে পার্ল্যামেণ্টে ডাক্তার ম্যালান (Malan) আমাদের সুখ্যাতি করিয়াছেন এবং সংবাদপত্রেও সুখ্যাতি হইয়াছে। শুধু ভারত-নির্য্যাতন-আইনের বিরুদ্ধে নয়, এখানকার গভর্ণমেণ্টের বিরূদ্ধে কোন কথাতেই আমরা এখন সংলিপ্ত হইতে পারি না ও চাহি না। সৌভাগ্যবশতঃ টেম্পারেন্স সম্প্রদায়ের অধিনায়কগণ এ কথা বুঝিয়া আমায় অব্যাহতি দিয়াছেন; তবে ভারতবর্ষে মদ, আফিমের বিরূদ্ধে যে সকল চেষ্টা হইতেছে, সে সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য স্বতন্ত্র সভায় আয়োজন করিয়া আমায় নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ইহাতে আপত্তি নাই।

Unitarian Church সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে Rev. Balonforth একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে হিন্দুমতের ক্রমবিকাশ কিরূপে হইয়াছে ও পাশ্চাত্য ধর্ম্মমতের সে ক্রমবিকাশের ফল কি, সে সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।—তাহাতে আমি স্বীকৃত হইয়াছি।

ইউনিভারসিটীর পক্ষ হইতে প্রোফেসার ক্লার্ক প্রমুখ অধ্যাপকগণ ভারত সম্বন্ধে ব্যাখ্যানের জন্য আহ্বান করিয়াছেন। রাত্রে না হইলে ইহাদের সময় হয় না, আমিও নৈশপর্য্যটনে পরাঙ্মুখ—এইজন্য এ সকল প্রতিষ্ঠানের সম্যক্ সংঘটন হইয়া উঠিতেছে না; বিশেষতঃ ডেপুটেশনের পক্ষ হইতে যে সকল তদ্বির তাগাদা প্রয়োজন হইতেছে, তাহাতেই সময় অনেক যাইতেছে। সময় করিয়া এ সকল লোকের নিমন্ত্রণ যেমন করিয়া হউক রক্ষা করিতেই হইবে।

ডেপুটেশনের কাজের সামান্য সুরাহা হইয়াছে, আমারও কাজ যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে; সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত কাজ চলিয়াছে, বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইতেছে। তাহার কারণ, ডেপুটেশনের অন্যান্য মেম্বরের গভর্ণমেণ্ট অফ্ ইণ্ডিয়ার সহিত গুরুতর মতভেদ। আমার মতপার্থক্য যথাযথভাবে বিজ্ঞাপিত হইবার পর যাহা স্থির হইয়াছে, তাহা শিরোধার্য্য ও প্রাণপণে অবশ্য পালনীয়। আমার মতের মত কোন কাজ সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হইল না বলিয়া, সে কাজে তিলমাত্র ঔদাসীন্য বা তাচ্ছিল্য আমার দ্বারা সম্ভব নহে; বরং এই মতপার্থক্যবশতঃই অধিকতর পরিশ্রম করিয়া কাজের সুরাহা চেষ্টা কর্ত্তব্য। রাজপ্রতিনিধির প্রাইভেট সেক্রেটারীকে সে বিষয়ে পত্র লিখিলাম।

যতদূর বোঝা যাইতেছে, আমাদিগকে আরও পাঁচ সপ্তাহ এখানে থাকিতে হইবে। কয়েকদিন সামান্য মেঘলা ও বৃষ্টি হইয়া ঠাণ্ডা আনিয়াছে। ফল ফুলের প্রাচুর্য্য ও উৎকর্ষ তাহাতে বাড়িয়াছে, কিন্তু

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ক্ষতির সম্ভাবনা। বেড়াইতে যাইবার বিশেষ অবকাশ পাওয়া যায় না; সামান্য বৃষ্টি হইয়া প্রাকৃতিক শোভার উৎকর্ষ জন্মিতেছে।

ভারতবর্ষ হইতে যে সব 'তার' আসিতেছে তাহাতে বোঝা যায়, যে গভর্ণমেণ্ট অফ্ ইণ্ডিয়া সিলেক্ট কমিটীর নিকট সাক্ষ্য দিতে যে সম্মত, তৎসম্বন্ধে ভারতবর্ষে জনপ্রতিনিধিগণের সহিত পরামর্শ হইয়া কার্য্য স্থির হইয়াছে। কিন্তু সেই সকল জননায়ক স্থানীয় নায়কগণকে তারযোগে উপদেশ দিয়াছেন ও তাহাতে তাহাদিগকে সিলেক্ট কমিটীর সম্মুখে সাক্ষ্য দিতে বারণ করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট ডেপুটেশনকে সাক্ষ্য দিতে তাঁহারা নিষেধ করেন না; বরং ডেপুটেশনকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, অথচ নিজেরা সাক্ষ্য দিতে অসম্মত—এ মতবৈচিত্র্যের কারণ কিছু বোঝা যায় না। ইহাতে ডেপুটেশনের বলহানি ঘটিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মতদ্বৈধ সত্ত্বেও আমি ডেপুটেশনের কার্য্য দ্বিগুণ পরিশ্রমের সহিত করিতে প্রস্তুতও হইতেছি, অথচ যে সকল জননায়কের সম্মতিক্রমে গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে মত করিলেন, তাঁহারা স্থানীয় জনসাধারণকে এরূপ উপদেশ দিলেন কিরূপে তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

ডেপুটেশনের মেম্বরগণকে সকল বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইয়া কাজ করিতে ও মতপ্রকাশ করিতে হয়। বিলের জন্য যিনি বিশেষ দায়ী, সেই ডাক্তার মেলান তাঁহার প্রকাশ্য বক্তৃতায় ডেপুটেশনের মেম্বরগণকে প্রশংসা করিয়াছেন। যে সকল সংবাদপত্র ভারতবাসিগণের বিশেষ বিরোধী, যথা:—"Cape Times" "Cape Argos", "Johannesburg Star", "Johannesburg Rand Mail" "Natal Observer" প্রভৃতিও ডেপুটেশনের মেম্বরগণকে এ বিষয়ে প্রশংসা করিয়াছেন।

দুই তিন দিন ধরিয়া মুসলমানগণের মধ্যে এখানে খুব সমারোহ

উৎসাহ চলিয়াছে। Londonএর নিকট Woking নামক স্থানে মুসলমানদিগের যে মসজিদ ও বিদ্যালয় আছে, সেই মসজিদের ইমাম অর্থাৎ প্রধান পুরোহিত খাজা কামালুদ্দিন ও হাজি ফারুক Lord Headley নামে একজন আইরিশ লাটকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন। লাট সাহেব মক্কা তীর্থ করিয়া 'হাজি' পদবী পাইয়াছেন; লোক-তিরস্কার গ্রাহ্য করেন নাই। ধর্ম্মমতের বিভিন্নতাবশতঃ তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে আদালতের সাহায্য লইয়া ডাইভোর্স করিয়াছেন। Lord Headley ও হাজি কামালুদ্দিন (Kamaluddin) স্থানীয় মুসলমানগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় মুসলমানধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন। গত সোমবার তাঁহারা আসিয়া পৌছিয়াছেন। ৭নং Beuten Cyngle, হাজি গুলের যে বাড়ীতে আমরা আছি সেই বাড়ীতে বাসা লইয়াছেন। বাড়ীর কর্ত্তা, গৃহিণী, কন্যাগণ ও কর্ত্তার পুত্র Dr. Gool সমগ্র কেপের মুসলমানের তরফ হইতে আতিথ্য সৎকারে ব্যস্ত। মিঃ গোখলে, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, মহাত্মা গান্ধী, মিঃ রুস্তমজী অব্ ডার্ব্বান, মিঃ এণ্ড্রুজ প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য লোক-যাঁহারাই কেপটাউনে আসেন, তাঁহারা সকলেই গুল পরিবারের আতিথ্যলাভে সুখী হন। আপাততঃ মিঃ এণ্ড্রুজ যেখানে রহিয়াছেন, নিখিল ও আমি সেখানে রহিয়াছি; তথাপি মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশেষ অনুরোধে গুল পরিবার লর্ড হেড্লী ও খাজা কামালুদ্দীনকে তাঁহাদের গৃহে আহ্বান করিয়াছেন; নিজেদের শুইবার ঘর পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিয়াছেন। দিবারাত্র অতিথিসেবায় তাঁহারা সপরিবারে প্রাণ পণ করিতেছেন। মিঃ গুল সস্ত্রীক অন্য বাড়ীতে থাকেন, আমাদের সেক্রেটারী মিঃ জি, এস, বাজপাই তাঁহারই পুত্রের বাড়ীতে আছেন। হাজী গুল সাহেব তাঁহার অপর স্ত্রী (ভারতবর্ষে বিবাহিতা) লইয়া অন্য বাটীতে থাকেন, প্রায়ই

আমাদের সহিত রাত্রে আহারাদি করেন ও কোন কোন দিন এই বাটীতে রাত্রি যাপন করেন। গৃহিনী যেমন পরিশ্রমী তেমনই সুগৃহিণী তেমনই সদালাপী। তাঁহার পিতামাতা **Cape Malaya** সম্প্রদায়ভুক্ত, তাঁহার ভগিনী ও ভগিনী কন্যা ও পুত্রগণও **Cape Malaya** সম্প্রদায় ভুক্ত। কৃতীপুত্র ডাক্তার গুল ও সংসারপালনে সাহায্য করেন। বয়স্থা ও সুশিক্ষিতা কন্যাগণ দিবারাত্র সাহায্য করিতেছেন। পড়াশুনা নাচ গানে যেমন দক্ষ, গৃহকার্য্যেও তেমনই; সম্মার্জ্জনী হস্তে গৃহকার্য্য ও উদ্যানকার্য্য দিবারাত্র করিতে তাঁহারা লজ্জিত বা দুঃখিত নহেন; ধর্ম্মচর্চ্চাও সকলেই বিশেষ ভাবে করেন।

যদিও বাটীর গৃহিণী ইংরাজী ও ডচ্ ভাষা সুন্দররূপে বলিতে পারেন তিনি পূর্ব্ব প্রচলিত প্রথানুসারে বর্ণাক্ষর জ্ঞানশূন্য। মেয়েরা সকলেই বিদুষী ও গুণবতী। একজন—তাঁহার নাম রেবা—ফোর্ট হেয়ার কলেজে অধ্যয়ন করিয়া বি, এ, উপাধি লাভ করিয়াছেন। 'কালা আদমী'দের জন্য সংস্থাপিত ইষ্ট লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী এই কলেজ বহুদিন হইতেই বেশ কাজ করিয়া আসিতেছে। আর একজন ইংরেজী সাহিত্য চর্চ্চায় বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছেন। সেক্সপিয়রের নাটক ও অন্যান্য ইংরাজী গ্রন্থ তিনি যত্ন ও আহ্লাদের সহিত আমার নিকট পাঠ করেন। রোজার উপবাসের সময়ে আমরা তাঁহাদের বাটীতে ছিলাম বলিয়া আমরা দিবসে আহার সম্বন্ধে আপত্তি জানাই, কারণ তাঁহারা সমস্ত দিন উপবাসী থাকিবেন আর আমাদের রাঁধিয়া খাওয়াইবেন তাহা আমাদের মনোমত হইল না। তাঁহারা সে কথা শুনিবার পাত্রী নহেন; দিবসেও আমাদের যথা বিধানে খাওয়াইয়া ছাড়িতেন। রোজা অন্তে ঈদ্ পরবের সময়ে আমি অনেক খুঁজিয়া তাঁহাদের জন্য বেনারসী ওড়না সংগ্রহ করিয়াছিলাম; তাহা মাথায় দিয়া ভারত কামিনী সাজিয়া তাঁহাদের আনন্দের পরাকাষ্ঠা দেখে কে!

বাড়ীর বাগানে একটী Fig গাছ ছিল, তাহার পাকা ফল ভোরে উঠিয়া আমার জন্য সংগ্রহ করিয়া তবে তাঁহাদের তৃপ্তি সাধন হইত। সর্ব্বদা কথাবার্ত্তায়, গানে গল্পে, আমার ভারাক্রান্ত মনের গ্লানির লাঘবে তাঁহাদের নিত্য চেষ্টা ছিল। একদিকে আমার বক্তৃতা লিখিয়া লইতেন, অপরদিকে বাহির হইবার সময়ে কাপড় বুরুশ ও ইস্ত্রী করিয়া গুছাইয়া দিতেন। রাত্রের অনিদ্রার ঔষধ স্বরূপ ঘুম ভাঙ্গিলে রুটী খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেন। এইরূপে অনির্ব্বচনীয় সশ্রদ্ধ স্নেহের সহিত এই আদর্শ মুসলমান পরিবার আমার যে সেবা করিয়াছিল তাহা ভুলিবার নয়। ভারতে ফিরিয়া বহুদিন তাঁহাদের সহিত পত্র ব্যবহার হইয়াছিল ; এখনও হয়।

ভারতীয় ফলবিক্রেতা আমাদের নিকট ফলের দাম লইত না ; ভারতীয় নাপিত কামাইয়া পয়সা লইতে রাজী হইত না, ভারতীয় হাঁসপাতালের রোগীরা রোগযন্ত্রণার উপশমের আশায় আমাদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইত, নিখিল যে কত রোগীর ঘরে ঘরে গিয়া সেবা করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

ইংরাজ বিশেষেরও সহিত মধুর সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল—অহেতুক স্নেহেতে তাঁহারা আবদ্ধ করিয়াছিলেন। স্থানীয় শিল্প বিদ্যালয়ের (Art School) অধ্যক্ষ উপযাচক হইয়া একদিন বলিলেন—আমি আপনার ছবি আঁকিয়া নিজ তৃপ্তি সাধন করিতে চাই। অনেক দিন পরিশ্রমে—কার্য্য অবসরের মধ্যে—সে ছবি আঁকা হইল, এবং তাহা বিদ্যালয়ের প্রদর্শনীতে স্থান পাইয়াছে। মিস্ ফতিমা গুল সম্প্রতি সে ছবি হঠাৎ দেখিয়া রহস্য করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন।

বাড়ীর নিকটেই সরকারী বাগান, মিউজিয়াম ও পাবলিক্ লাইব্রেরী। সেখানে অনেক সময় কাটিত ; দেখিতাম অনেক, শিখিতাম অনেক। একদিন লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাংলা ভাষায় লিখিত একখানি

পুরাতন দলিল দেখাইলেন। সুন্দর অক্ষরে সাদা তুলটের উপর লিখিত দলিল। যখন দাস ক্রয়বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত ছিল সেই আমলের দলিল। স্বেচ্ছায় সামান্য মূল্যে মুসলমান বাঙ্গালী-দাস আত্ম-বিক্রয় করিয়াছে; ক্রমান্বয়ে প্রভূ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। দলিলের পৃষ্ঠে ক্রমান্বয়ে ডাচ ও ইংরাজী ভাষায় বর্ত্তমান প্রচলিত হ্যাণ্ডনোটের পৃষ্ঠায় Endorsementর ন্যায় সে ক্রমপরিবর্ত্তন ডাচ, ফ্রেঞ্চ ও ইংরেজী ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে।

আমাদের অবস্থানকালে এয়ারোপ্লেনে Cairo হইতে Cape Town পর্য্যন্ত বিমানে যাত্রা সম্পন্ন হয়। সে যাত্রার মহারথী মিঃকবহাম*। যেদিন তিনি Cape Townএ পৌঁছিলেন সেদিন ভীষণ জনতা সহরের বাহিরে খোলা ময়দানে তাঁহাকে দেখিতে সমবেত হয়। আমরাও ছিলাম। পাবলিক্ লাইব্রেরী হইতে Sir Mortimer-William'এর শকুন্তলার অনুবাদ হইতে রাজা দুষ্যন্তের বায়ুপর্য্যটনের বৃত্তান্ত নিখিলকে দিয়া নকল করাইয়া রয়টার কোম্পানীর ডন সাহেবের মারফতে কবহাম সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দি। তিনি অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া লিখিলেন যে আকাশমার্গ হইতে পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া সে বৃত্তান্ত লিখিত হয় নাই। শকুন্তলার উল্লিখিত অংশটী সাধারণের বোধের সুবিধার জন্য বাঙ্গলা ও ইংরাজী অনুবাদ সহ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"শৈলানামবরোহতীব শিখরাদুন্মজ্জতাং মেদিনী
পর্ণাভ্যন্তরলীনতাং:বিজহতি স্কন্ধোদয়াৎপাদপাঃ।
সন্তানৈস্তনুভাব নষ্ট সলিলা ব্যক্তিং ভজন্ত্যাপগাঃ
কেনাপ্যুৎক্ষিপতেব পশ্যভূবনং মৎপার্শ্বমানীয়তে॥"

N. B.—এই প্রসিদ্ধ আকাশ-পোত নাবিক (এক্ষণে স্যার এলেন কবহাম) ভারতবর্ষে আসিয়াছেন এবং গৌরীশৃঙ্গ উল্লঙ্ঘনে নিযুক্ত আছেন এবং এরোপ্লেনগুলির অধিনায়কত্ব করিতেছেন।

'উন্নত গিরিশিখর হইতে ভূ-প্রদেশ যেন অবতরণ করিতেছে; পাদপ সকলের মূল হইতে শাখা পর্য্যন্ত সমুদয় দর্শন পথে পতিত হওয়াতে বৃক্ষ সকল আর পত্রাভ্যন্তরলীন বলিয়া বোধ হইতেছে না; নদী সকল রৌপ্য নির্ম্মিত সূত্রের ন্যায় দৃশ্যমান ছিল এক্ষণে প্রকাশিত হওয়াতে প্রকাণ্ড দেখা যাইতেছে। যেন পৃথিবীকে কেহ উৎক্ষেপ করিয়া আমার সমীপে আনয়ন করিয়াছে।

Stupendous prospect! yonder lofty hills
Do suddenly uprear their towering heads
Amid the plain, while from beneath their crests
The ground receding sinks; the trees, whose stems
Seemed lately hid within their leafy tresses,
Rise into elevation, and display,
Their branching shoulders; yonder streams,
whose waters,
Like silver threads, but now were scarcely seen,
Grow into mighty rivers; lo' the earth seems
upward hurled by some gigantic power.

এইরূপ মধুর ও আনন্দময় পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে শত ক্লেশ ও গ্লানি সত্ত্বেও কেপটাউনে আমাদের সময় কাটিয়াছিল ভাল।

ধর্ম্মের নৌকা ধিকি ধিকি বয়। তুলনায় আমাদের নৌকাকেও ধর্ম্মের নৌকা বলিতে হইবে—খুব ধিকি ধিকি যাইতেছে। কোথায় গিয়া নৌকা উঠিবে, সর্ব্বনিয়ন্তাই জানেন।

আমরা পোর্ট এলিজাবেথ এবং ইষ্ট লণ্ডন হইতে ফিরিবার পর অনেক ব্যাপার ঘটিয়াছে। Minister of Interior Dr. Malan ও Prime Minister General Hertzhog'এর সহিত দেখা হইয়াছে, বিশেষ কোন ফললাভের আশা না থাকিলেও আমাদের বিরুদ্ধে মত কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কোন বিচার বা অনুসন্ধান

না হইয়া Asiatic Bill পাশ হইবার যে সম্ভাবনা ধ্রুব নিশ্চিত ছিল, তাহা কতকটা কমিয়াছে—কিছু না কিছু অনুসন্ধান হইবে, এমন সম্ভাবনা হইয়াছে। কি প্রণালীতে অনুসন্ধান হওয়া উচিত, সে বিষয়ে ডেপুটেশনের অন্যান্য মেম্বরদিগের সহিত আমার বিশেষ মতভেদ হইয়াছে; ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের সহিত তারযোগে আলোচনা অনেক হইয়াছে। সহযোগীগণের নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার স্বতন্ত্র মত ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের গোচর করা হইয়াছে। সে বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করা এখন সম্ভব নহে।

বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, যে প্রধান মন্ত্রী হার্টজ্‌হগ্‌ আমার সম্বন্ধে এখানকার লাট সাহেব আর্ল অফ আথলোনকে লিখিয়াছেন, "I was much impressed by the personality of Sir Deva Prasad Sarvadhikary and struck by the way in which he presented his case"; বোধহয় প্রধান মন্ত্রীর মত আমাদের বিরুদ্ধে যতদূর ছিল, এখন ততদূর নয়।

Minister of the Interior Dr. Malan তাঁহার কথোপকথন সময়ে বলেন যে—"I must admit and express my appreciation of the discretion with which you have been carrying on your work."

নেটাল কংগ্রেসের সেক্রেটারী মিঃ কাজী লিখিয়াছেন—"I have followed with keen interest, what little the Papers have reported of your activities, and seeing things from this distance, I personally think a wish of God is being done by your activities."

কংগ্রেস-সেক্রেটারী ইহা লিখিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। কংগ্রেস-দলের নেতারা এখনও ভারতবর্ষে রহিয়াছেন; অতএব বোধহয়

দলের পক্ষ হইতে সেক্রেটারী এখনও কিছু বলিতে প্রস্তুত নহেন। ভারতগভর্ণমেণ্টের ডেপুটেশনের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে এখানে ও ভারতবর্ষে এখনও বিশেষ কষ্ট পাইতে হইতেছে। বিশেষতঃ, আমাদের মুখ বন্ধ বলিয়া কোন কথা বলা অসম্ভব। ডার্ব্বানে আমার পুনরায় যাওয়া প্রয়োজন হইবে। এ সকল কথা শুধু মিষ্ট কথা হইলে, তাহার উল্লেখ প্রয়োজন হইত না। মিষ্ট কথার মূলে কিছু সত্য থাকিলেও থাকিতে পারে এবং কিছু সত্য আছে মনে করিয়া, ধারণা হইতেছে যে পূর্ণ ফললাভ না হইলেও আংশিক ফললাভ-সম্ভাবনার সূচনা হইয়াছে। বিচার ও অনুসন্ধানের ফলে কিছু হউক বা না হউক, কোন না কোন আকারের অনুসন্ধান ও বিচার হইবে এবং তাহার সময় পাওয়া যাইবে। সে সময়প্রাপ্তির ফলে হয়ত আরও কিছু উপকার হইতে পারে।

পূর্ব্ব বন্দোবস্ত-মত কাজ হইলে ১৪ই ফেব্রুয়ারি ডার্ব্বান হইতে যে জাহাজ ছাড়িবে তাহাতেই আমাদের ফিরিবার কথা ছিল কিন্তু তাহা হইল না। ভারত গভর্ণমেণ্টের অনুরোধক্রমে আমাদের দেশে ফিরিয়া যাওয়া এখন বন্ধ রহিল, কতদিন বন্ধ থাকিবে তাহা বলা বড় কঠিন। দুই তিন মাস বিলম্ব হওয়া বিচিত্র নহে। ইহাতে ব্যক্তিগত ভাবে আমার যতদূর কষ্ট, ক্ষতি ও অসুবিধা হইতে হয় তাহা হইবে; কিন্তু উপায় নাই। কাজের ভার লইয়া আসিয়া কাজ ফেলিয়া পলায়ন করা বা শৈথিল্য-প্রদর্শণ করা আমার অভ্যাস নাই।

লর্ড রেডিং তাঁহার কার্য্যকাল শেষ করিয়া বিলাত যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার সহিত ভারতবর্ষে দেখা হইবার সম্ভাবনা রহিল না, তাঁহাকে সকল কথা বুঝাইবার অবকাশ মিলিল না! যথাসম্ভব পত্র-ব্যবহারে সে বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইতেছে। শেষ মুহূর্ত্তে লর্ড রেডিং যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন, পূর্ব্ব হইতে তাহা করিলে

হয়ত আরও সুফল-সম্ভাবনা ছিল। এখন ভরসা, তাঁহার পরবর্ত্তী বড়লাট লর্ড আরউইনের হাতে। তিনি নির্ব্বিরোধী লোক—কত দূর কি করিবেন কিম্বা পারিবেন জানি না। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারত-সমস্যা পূরণের যখন বিশেষ চেষ্টা হয়, তখন তিনি Colonial Under-Secretary ছিলেন—ভিতরের অনেক কথা জানেন। লর্ড রেডিং আসিবার সময়ে আমায় বলিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার পরবর্ত্তী লাটকে সমূহ উপদেশ দিয়া যাইবেন। লর্ড রেডিং'এর অপেক্ষা লর্ড আরউইনের দ্বারা ভারতবাসীর অধিকতর উপকার সম্ভাবনা; কারণ, বর্ত্তমানকালে ভারতবাসীর বিরুদ্ধে যত আন্দোলন উত্তেজনা হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ—ইহুদী মহাজনের সর্ব্বগ্রাসী ভূমি ও ধনস্পৃহা। এ কথা ডেপুটেশনের অন্যান্য মেম্বারগণ স্পষ্ট করিয়া বড়লাট বাহাদুরকে জানাইতে সম্মত হন নাই, কারণ, লর্ড রেডিং স্বয়ং ইহুদী; কিন্তু আমার নিতান্ত জেদে তাঁহাদিগকে সে কথার অবতারণা করিতে হইয়াছে, তাহাতে লর্ড রেডিং রাগ করিবেন কি খুসী হইবেন, জানি না—রাগ করিবার কথা নয়। লর্ড রেডিং মহামনা ও দায়িত্বজ্ঞানপূর্ণ প্রধান রাজপুরুষ। এ বিষয়ে তাঁহার ইতস্ততঃ করিবার কোন কারণ থাকিলেও, লর্ড আরউইনের সে কারণ থাকিবে না। দুঃখ এই যে, স্বয়ং লর্ড রেডিংকে ও লর্ড আরউইনকে এ কথা বিশদভাবে জানাইয়া প্রতিকারের চেষ্টা সময়ে করিতে পারিলাম না।

ইউনিয়ান পার্ল্যামেণ্টে ডাঃ মেলান Asiatic Bill'এর পুনরায় First Reading করাইয়াছেন। আমার সহযোগিগণ সে সময়ে পার্ল্যামেণ্টে উপস্থিত ছিলেন; আমি যাই নাই। আমার মনে হইল, যে আমাদের সমস্ত কথা অগ্রাহ্য করিয়া আমরা এখানে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও আমাদিগকে কোন কথা না বলিয়া, না জানাইয়া অকারণে যখন

তাড়াতাড়ি এই বিল পার্ল্যামেণ্টে পুনরায় 'First Reading'এর জন্য পেশ করা হইল, তখন বিনা আহ্বানে, বিনা প্রয়োজনে আমাদের Distinguished Strangers' Box'এ তামাসা দেখিবার জন্য 'সং' সাজিয়া উপস্থিত না থাকাই ভাল। ছোট বড় সকল বিষয়েই সহযোগিদের সহিত আমার বিশেষ মত-পার্থক্য জন্মিতেছে; ইহার জন্য আমার চিন্তা ও কর্ম্মশক্তির ভূয়িষ্ট প্রয়োজন। 'বিড়াল কাঁধে করিয়া শীকারের' ইহা প্রকাণ্ড দৃষ্টান্ত। কর্ম্মজীবনে ও সংসার যাত্রায় ইহা বহুবার ঘটিয়াছে কিন্তু কখনও দমি নাই, এখনও দমিলাম না। যখন নিতান্ত প্রয়োজনে কর্ত্তব্যসাধন জন্য পার্ল্যামেণ্টের মেম্বারপুঙ্গব-দিগের সম্মুখীন হইতে হইবে, তখন স্বতন্ত্র কথা। বাধ্য হইয়া যে কাজ করিতে হয়, তাহার উপর কথা নাই। What cannot be cured must be endured.

ফলেও যাহা ভারিয়াছিলাম তাহাই হইয়াছে। ডাঃ মেলান বিল পাশ করিবার সময়ে কারণ দর্শইয়া বক্তৃতা পর্য্যন্ত করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। মিঃ আলেক্‌জান্দার বলিয়া আমাদের সহায়ক একজন মেম্বার আপত্তিসূচক বক্তৃতা করাতে Division হয়; ৮১ জন বিল পেশ হইবার পক্ষে ও ১০ জন মাত্র মেম্বার বিরুদ্ধে ভোট দেন। জেনারেল স্মাট্‌স প্রভৃতি মেম্বারেরা ভোট না দিয়া উঠিয়া যান। যে একাশীজন সভ্য বিল পেশ হইবার পক্ষে ভোট দেন, তাঁহারা সকল দলেরই লোক। মহা কলরব ও আনন্দসূচক ধ্বনি সহকারে বিল পেশ করিবার জন্য তাঁহারা মত দেন—পার্ল্যামেণ্ট-গৃহ মধ্যেই তদুপলক্ষে আমোদপ্রমোদ করেন।

এই সকল কথা শুনিয়া মনে হইল, যে আমি যে এতদুপলক্ষে পার্ল্যামেণ্টে যাওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করি নাই, তাহা ঠিকই হইয়াছিল। পার্ল্যামেণ্টের মেম্বারগণের নিকট আপাততঃ আমাদের কোন আশাই

নাই এবং তাঁহাদের নিযুক্ত কমিটীর নিকট বিচার প্রত্যাশা করা বৃথা। গভর্ণমেণ্টে গভর্ণমেণ্টে পরস্পর 'কথাবার্ত্তা'য় যাহা হওয়া সম্ভব, সেই পথ অবলম্বন করাই উচিত। সাউথ্ আফ্রিকান্ পার্ল্যামেণ্ট কিম্বা তাহাদের নিযুক্ত কমিটীর দ্বারা ন্যায়বিচার অসম্ভব—এই কথা লইয়া আমাদের ডেপুটেশনের অন্যান্য মেম্বার ও ভারতগভর্ণমেণ্টের সহিত আমার মতান্তর।

একদিন যাইয়া House-of-Assembly গৃহ দেখিয়া আসিয়াছি। পার্ল্যামেণ্টের গৃহ ও কার্য্যপ্রণালী বিলাতের ও আমাদের দেশেরই মত—ইংরাজী ও আফ্রিকান্ (অর্থাৎ আধুনিক ডচ্) এই উভয় ভাষায় বক্তৃতা হয়, উভয় ভাষায় কার্য্যপ্রণালী লেখা হয়। রাজ্যের সর্ব্বত্রই নিয়ম, যে ইংরাজী ও আফ্রিকান্ ভাষায় সকল কথা লেখা হইবে। রেলওয়ে, পোষ্ট অফিস, টেলিগ্রাফ, আদালত সর্ব্বত্র এই নিয়ম। ডচ্ সম্প্রদায় বোয়ার যুদ্ধে পরাজিত হইবার পর যখন উভয় জাতির মিলন হইয়া ইউনিয়ান গভর্ণমেণ্ট সংস্থাপিত হয়, তখন এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। এখন ডচ্ দল ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছে ; ইংরাজেরা ক্রমশঃ কোনঠাসা হইয়া পড়িতেছে। আজ ভারতবাসীর যে দশা হইতেছে, কে বলিতে পারে ডচ্ আধিপত্য বাড়িয়া ক্রমশঃ খাস ইংরাজকেও দক্ষিণ আফ্রিকায় সেই দশাগ্রস্ত করিবে না। ইংরাজ ঔপনিবেশিকের এ দেশে থাকিয়া বসবাস সম্বন্ধে যথেষ্ট গোলযোগ আছে। রাশিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থান হইতে ইহুদী দল আসিয়া দেশ ছাইয়া ফেলিতেছে ; তাহারাই ডচ্‌দিগের সহিত একমত হইয়া ভারতবাসীকে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। ভারতবাসী বিতাড়িত হইলে ডচ কিম্বা ইংরাজ ব্যবসাদারের সংখ্যা বাড়িবে না—বাড়িবে এবং বাড়িতেছে ইহুদী, গ্রীক্ ও রাশিয়ানদের সংখ্যা এবং ইহারা সকলেই ইংরাজের বিরোধী। অতএব ভারতবাসীকে তাড়াইবার মতে মত

দিয়া ইংরাজ ভাল করিতেছেন না। ভারতবাসী কুলী, ইংরাজ চিনি-ব্যবসায়ীদের সমৃদ্ধি বাড়াইয়াছে। ভারতীয় সৈনিক জেনারেল হোয়াইটের নেতৃত্বে বোয়ারযুদ্ধে ইংরাজকে বাঁচাইয়াছে, জার্ম্মান-যুদ্ধেও ইষ্ট আফ্রিকাতে সহায়তা করিয়াছে। আজ ভারতবাসীকে তাড়াইবার জন্য স্থানীয় ইংরাজ বদ্ধপরিকর; প্রয়োজন হইলে, সে বিষয়ে ইংলণ্ডের প্রকাশ্য ন্যায়বিচারসঙ্গত মতের বিরুদ্ধাচরণ করিতেও স্থানীয় ইংরাজেরা প্রস্তুত। স্থানীয় কালা অধিবাসিগণকে 'নেটিভ্' অভিহিত করা হয়—'আফ্রিক্যান্' এ নাম পর্য্যন্ত তাহারা হারাইয়াছে। ইংরাজ, ডচ্, গ্রীক্, ইহুদী, রাশিয়ান প্রভৃতি সাদা জাতি যে যেথান হইতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে, সে জাতি-সাধারণের নাম হইয়াছে আফ্রিক্যান্ (Afrikan)। যাহাদের দেশ, সেই আফ্রিক্যান্ জাতি তাহাদের জমিজমা, ধন ঐশ্বর্য্যও সাদা জাতির কাছে হারাইয়া বসিয়া আছে—এখন নাম পর্য্যন্ত হারাইয়াছে! তাহাদের মোটা নাম নেটিভ্ (Native), তাহার ভিতর আছে Bushman, Hottento, Zulu, Bantu, Swazi, Basuto ইত্যাদি বহুতর জাতি। আমেরিকার Red Indian'দের মত বুসম্যান ও হটেণ্টো জাতি এখন ধ্বংস মুখে—প্রায় শেষ হইয়াছে —আছে অন্যান্য জাতি প্রায় ৭০ লক্ষ, ভারতবাসী মাত্র দেড় লক্ষ। নেটিভ্‌দিগের সহিত অবশ্যম্ভাবী বিবাদ বিসম্বাদে ভারতবাসী ইংরাজের পক্ষ হইত, সন্দেহ নাই। এ বিষয়েও ইংরাজ অদূরদর্শী। নেটিভের প্রতি অত্যাচার ক্রমশঃ সকল বিষয়ে বাড়িতেছে।

Asiatic Bill সম্বন্ধে Select Committee before Second Reading মঞ্জুর হইয়াছে। এ বিষয়ে এতদিনে আমাদের অভিপ্রায়ের অনুরূপ কার্য্য হইয়াছে, এইটুকুই লাভ। সেই কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব আমার অমত সত্ত্বেও ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট অনুমোদন করিয়াছেন;

অতএব যথাসাধ্য সে সম্বন্ধে আমায় সাফল্যলাভের চেষ্টা করিতেই হইবে। এই কারণে আমাদের পক্ষ হইতে যে Statement দাখিল হইবার কথা তাহা প্রস্তুত করিতে যথেষ্ট কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইতেছে। এই Statement অথবা মন্তব্যে ভারতের ও ভারতীয়-গণের অতীত গৌরব-কাহিনীর কথা সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদভাবে বর্ণনার ভার আমার উপর পড়ে। কবি কালিদাসের কথা তাঁহার অমর নাটক শকুন্তলার প্রতি 'গেটের' শ্রদ্ধা ও প্রীতি-নিদর্শন কথা, ভারতের সভ্যতা, ধর্ম্মপ্রাণতা ও সাহিত্য সৃষ্টির ক্রমবিকাশ কথা সবই তাহাতে নিবদ্ধ হয়। আর আধুনিক ভারতের রামমোহন, রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের ও কথা তাহাতে নিবদ্ধ হইয়া শুধু লোকপ্রীতি নয় আততায়ী নিন্দুকের মুখ বন্ধ করিয়া বর্ত্তমান ও অতীত ভারতের উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এ জাতির ঔপনিবেশিকগণকে পাশব ব্যবহারে বিধ্বস্ত করিবার অধিকার আফ্রিকানের নাই এবং তাহাতে আফ্রিকানের বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা ও কারণ আছে ওজস্বিতার সহিত তাহাও দেখান হইয়াছিল। এরূপ মন্তব্য প্রকাশে বিশেষ ফল ফলিয়াছিল। সে কষ্ট ও পরিশ্রম সেক্রেটারী বাজপেই সাহেব ও আমাকেই অধিকাংশ সহ্য করিতে হইয়াছে। তাহা ছাপা হইয়া Select Committee'র নিকট পাঠান হইয়াছিল এই রিপোর্ট এখন জনসাধারণ গোচর হইয়াছে অতএব পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহার এক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"We shall first try to describe the historical and psychological background which is necessary for a correct understanding of the Indian attitude. Addressing the Imperial Conference in 1923, Lord Peel, then His Majesty's Secretary of State for India said that the position of Indians in other parts of the Empire

was "a matter of sentiment and feeling". The point requires some elucidation with reference to India's place in history and her present position in the Empire. For racial pride and racial aspirations are the product of tradition. It would be impossible to appreciate fully and correctly the strength of Indian feeling throughout the world on the position of Indians in South Africa, without a brief retrospect of India's past, or reference to her present day achievements and her legitimate expectations as an integral portion of the British Commonwealth. Since the days of Alexander, the march of events in the great sub-continent has found faithful chroniclers. Its history stretches into a remoter antiquity; but their records bear ample testimony to India's civil splendour and military renown. Before the Christian era Indian colonists penetrated into Java and portions of the Far East: the temples of Borobadur and Nakhon Vat still bear testimony to the impress of their genius on these countries. India gave birth to two of the world's greatest religions, Hinduism and Buddhism. Among her earliest rulers was Asoka, whose temporal power was greater than that of Charlemagne, and whose spiritual fervour firmly established Buddhism in China and Tibet. Among her earliest poet was Kalidas whose beautiful lyrical drama, "Sakuntala", won the spontaneous homage of Goethe. Schopenhauer eulogized one of her best-known systems of philosophy in the following words: "In the whole world there is no study so elevating as that of the Upanishads. It has been

solace of my life—it will be the solace of my death."
The confluence of philosophic subtlety and mysticism characteristic of early mediæval Hindu Society, with the artistic energy and political genius of her Muhammadan rulers, further enriched Indian civilization. Numerous travellers and ambassadors from Europe have written of the magnificence and organization of the most illustrious Mussulman dynasty that governed India. The fabled peacock throne is a memory of that magnificence; the Aini-Akbari an impartial witness of that organization. We shall not enlarge on either, at too great length. We shall only mention the two most abiding monuments of Moghul influence: the magic mausoleum of the Taj Mahal at Agra, and the system of land revenue organization, which the British power of India has adopted. When dominion in India passed in the British crown, the civilization of her people received recognition in the gracious declaration of Her Majesty Queen Victoria, that neither their colour nor their creed shall be a bar to their advancement. That promise, which was re-affirmed by His late Majesty King Edward VII and His Majesty King George V, has already been fulfilled in a generous measure, for Indians have been promoted to the British Peerage and His Majesty's Privy Council, have been elected to the British House of Commons, and with the exception of the Vice-Roality, have held every high office in India. In the world of literature and science they have vindicated their ready adaptability by the complete

ness with which they have assimilated western culture. In literatufre and art, Tagore; in science, Roy, Bose and Raman; in original schorlarship, Bhandarkar and Shibli; in mathematics, Ramanujan; in educational statesmanship, Sir Syed Ahmad; in politice, Gokhle have worthily upheld Indias claim to be included in the world's intelectual aristocracy. In sports, which occupies so important a place in the life of the western nations, the pre-eminence of an Indian, Prince Ranjit Singh, is universally acknowledged. Her industrial advance has been no less remarkble. It is submitted, therefore, that by virtue of the antiquity and vitality of their civilization, Indians have established strong claim to be treated as the equals of any race. Most civilized countries recognize this in their treatment of Indian Nationals.

ভারতবর্ষস্থ অধিনায়ক ও অধিনায়িকাগণের অনুমতি অনুসারে স্থানীয় কংগ্রেস অধ্যক্ষগণ Select Committee'র নিকট সাক্ষ্য না দেওয়া উচিত, স্থির করিয়াছেন। এক সময়ে তাঁহারা আমাদেরও সাক্ষ্য দেওয়া সম্বন্ধে আপত্তি সংবাদ-পত্রে ও সভাসমিতিতে করিয়াছিলেন; কিন্তু আমাদের নিকট সে সংবাদ বা মত পাঠান নাই, তাঁহারা নিজেরা সাক্ষ্য না দিয়া তাঁহাদের পক্ষ হইতেও তাঁহাদের সাহায্যার্থ সাক্ষ্য দিবার জন্য আমাদের অনুরোধ করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর পুত্র শ্রীযুক্ত মণিলাল গান্ধী আমাদের সঙ্গে এক বাড়ীতে বহুকাল থাকিয়া সম্প্রতি ডার্ব্বান গিয়াছেন। তিনি আমাদের যথেষ্ট যত্ন করিয়াছেন। মিঃ সি, এফ, এণ্ড্রুজ এ বিষয়ে গুরুতর পরিশ্রম করিতেছেন। কংগ্রেস-পক্ষ হইতে সাক্ষ্য না দেওয়ার সম্বন্ধে এণ্ড্রুজ সাহেব প্রভৃতি চিন্তাশীল

ব্যক্তিগণ একমত নহেন। জোহানেসবর্গে কংগ্রেস প্রতিনিধিগণের এ সম্বন্ধে বিচার-সভা হইবে; এদিকে সাক্ষ্য দিবার সময় অতীত হইয়া যাইতেছে। মিঃ এণ্ড্রুজ জোহানেসবার্গের সে সভায় উপস্থিত হইবার সংকল্প বিরক্ত হইয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন; যতদূর সম্ভব আমাদের সাহায্য করিতেছেন। মহাত্মা গান্ধীর অনুমতি লইয়া ও ভারতীয় অন্যান্য অধিনায়কগণের মতের বিরুদ্ধে এণ্ড্রুজ সাহেব সাক্ষ্য দিলেন। নিষ্ঠুর ও অভদ্রোচিত জেরায় তাঁহাকে পর্য্যুদস্ত করিবার বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল; স্থির অটল ভাবে তিনি সকলকার সকল প্রশ্নের সদুত্তর দিলেন। "জোঁকের মুখে নুন" পড়িল। তাঁহার সাক্ষ্য দুইদিন ধরিয়া হইয়াছে।

আদালতের জেরার অধম জেরা আমাদের ৪ দিন ধরিয়া ১১ জন Select Committee'র মেম্বার করিয়াছেন; আমাদের মতের আংশিক চ্যুতি-সংঘটনও করিতে পারেন নাই। ন্যায় ও ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া কাজ করিলে আমাদের মতই সম্পূর্ণরূপে বজায় হওয়া উচিত; কিন্তু একজন মেম্বার প্রকাশ্য সভায় বলিয়াছেন ভারতীয়গণের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার—may not be fair, but we do not care—আরও একজন বলিয়াছিলেন, "আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে ভারত প্রতিনিধিগণকে তাঁহাদের বক্তব্য ও মন্তব্য প্রকাশ করিতে দিবার অবকাশ ও সুবিধা দেওয়া উচিত নয়। সে অবকাশ দিলেই তাঁহারা আমাদের অভিমত ও স্বার্থ-সিদ্ধির বিরুদ্ধে সব কথা জলের মত বুঝাইয়া দিবেন। ঘটিলও তাহাই।" এ রোগের ঔষধ আমাদের নিকট নাই।

ভারতবর্ষের ধর্ম্ম কর্ম্ম, বর্ণাশ্রম ছুঁৎমার্গ, অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন সরকারী জুলুম, ব্যবস্থাপক সভায় স্বায়ত্ত শাসনের পূর্ণ অধিকারের অভাব প্রভৃতি সম্ভব অসম্ভব সকল বিষয়েই জেরা হইয়া Select Committee পরাস্ত হইয়াছেন; আমাদের সুখ্যাতি করিতে বাধ্য হইয়াছেন—সে সুখ্যাতির

কথা বাহিরেও পৌঁছিয়াছে; কিন্তু ফল কি হইবে! আইনে আছে, যে ইংলণ্ডেশ্বর এখানে প্রচলিত আইন অন্যায় হইলে বন্ধ (veto) করিতে পারেন; নিয়ম হইয়াছে যে Imperial Conference'এ ভারতবর্ষের বা সাম্রাজ্যের কোনও অংশের প্রতি অত্যাচার অনাচারের প্রতিকার হইতে পারে; কিন্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধেতাহা হইবে কি ?

আমাদের বিরুদ্ধে অন্যান্য সাক্ষ্য দিবার তদ্বির চলিতেছে। তারপর আমাদের পুনরায় সকল কথার উপর প্রত্যুত্তর—rejoinder, 'রদ্দজোয়াব' দাখিল করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

আমরা যেমন এখানে আসিয়া সব কথার তদন্তও অনুসন্ধান করিতেছি, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধিগণও সেইরূপ ভারতবর্ষে গিয়া তদন্ত ও ভাবের আদান প্রদান করিলে এতটা বিদ্বেষভাব না থাকিলেও থাকিতে পারে মনে করিয়া সেরূপ ভাবেরও কথাবার্ত্তা চলিয়াছে। যদি ভারত-গভর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে মত করেন, কতকটা কাজ হয়ত হইতে পারে। হয়ত আপাততঃ বিল-পাশ বন্ধ হইয়া এ সম্বন্ধে আরও বিচার তদন্ত হইতে পারে। সময় কাটিয়া গেলে ভাব আরও নরম হইয়া উভয় পক্ষে রফা-ছাড় হইয়া একটা নিষ্পত্তি হইতে পারে—মান রক্ষা হইতে পারে। এ সকল বিষয়ে আন্দোলনের সুফল সময়সাপেক্ষ।

Roseband Agricultural and Cattle show দেখিতে গিয়াছিলাম। ফল ফুলের ও গরু বাছুর ঘোড়ার উৎকর্ষ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হইল। আমার নগণ্য চোগা চাপকান পাগড়ীর সেখানে খুব জয়-জয়কার হইয়াছে এবং বিলাতেও তাহাই একাধিকবার হইয়াছে। চাষবাসের এত উপায় রহিয়াছে, এত জমি অকারণ পড়িয়া রহিয়াছে, যে সামান্য চেষ্টায় এবং সদাশয়তা প্রকাশ করিলে দেড় লক্ষ কেন, দেড় কোটি ভারতবাসীকে অকাতরে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। "আবাদ করলে ফলত সোনা"। গোখলে, গান্ধী

প্রভৃতি মনীষিগণ বাধ্য হইয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, সর্ত্ত করিয়া গিয়াছেন, যে ভারতবর্ষ হইতে উপনিবেশ জন্য আর কেহ আসিবে না—যে কয়জন লোক পড়িয়া রহিয়াছে তাহাদের পরিমাণ দেড় লক্ষের অধিক নহে ; তাহাদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিতে হইবে। ১৯১৪ সালে এই পণে যে সর্ত্ত হইয়াছে, আজ প্রবল দল সে সর্ত্তকে ভাঙ্গিয়া এই মুষ্টিমেয় ভারতবাসীর প্রতি অমানুষ অত্যাচারের সূচনা করিয়াছেন। অথচ আমাদের গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে সম্পূর্ণ হতবল ও পরমুখাপেক্ষী ; কারণ, আমাদের মত বজায় করিবার উপায় আমাদের হাতে নাই।

সিলেক্ট কমিটীর কাজ চলিয়াছে। শনিবার রবিবার ছাড়া দশটা হইতে সাড়ে চারটা পর্য্যন্ত হাউস্-অব্-এসেম্বিলীতে কমিটী ঘরে সিলেক্ট কমিটীর কাজ হয়—দেশী বিলাতী সাক্ষী সব সাক্ষ্য দিতেছে। কেহ শত্রু, কেহ মিত্র, কেহ মধ্যপন্থাবলম্বী। সিলেক্ট কমিটীর অনুগ্রহে আমাদের ডেপুটেশনের একজন না হয় একজন মেম্বার উপস্থিত থাকিয়া সাক্ষ্য শুনিতেছি, নোট লইতেছি ; পরে আমাদের শেষ জবাব দাখিল করিবার উদ্দেশ্যে এই সব মালমসলা জোগাড় হইতেছে।

শ্বেত সাক্ষী মাত্রেই বলিতেছে—যেমন করিয়া হউক, ভারতবাসীকে হটাও, তাড়াও। কিন্তু জেরার মুখে এ ব্যবস্থার সন্তোষজনক ও সমর্থনকারী কারণ কেহই দিতে পারিতেছেন না, বরং হাস্যাস্পদ হইতেছেন।

ক্রমশঃ ভারতবাসীর প্রতি নিতান্ত অকারণে বিদ্বেষ বাড়িয়া উঠিতেছে, একথা অস্বীকারের যো নাই। ভারতবাসীর বিরুদ্ধে বর্ত্তমান বিল পাশ হউক আর নাই হউক, তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ যে ভাবে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহাতে তাহাদের এখানে তিষ্ঠান ভার হইবে। 'যেন তেন প্রকারেণ' তাহাদের তাড়াইবার চেষ্টা জনসাধারণ করিতেছে

ও করিবে এবং গভর্ণমেণ্টও স্বতঃ পরতঃ তাহা করিতেছে ও করিবে; জেনারেল স্মাট্‌সের গভর্ণমেণ্ট তাহা করিয়াছে, জেনারেল হার্টজহগের গভর্ণমেণ্ট ও তাহাই করিবে—বরং বেশী করিবে। ভারতীয় জনসাধারণে এ বিষয়ে কিছু করিতে পারে না, আমাদের গভর্ণমেণ্ট ও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কিছু করিবে না। দক্ষিণ আফ্রিকান্ গভর্ণমেণ্ট আমাদের কথা না শুনিলে আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার সহিত ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ করিতে পারি; কিন্তু তাহাতে প্রবাসী ভারতবাসিগণের দুঃখ বাড়িবে বই কমিবে না।

কয়েকদিন কমিটির সহিত তর্কবিতর্কে কতকটা সুবিধা হইবার উপক্রম হইয়াছিল; কিন্তু ভারত-বিদ্বেষী Anti-Asiatic সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণের বিষময় সাক্ষ্যে সে সুবিধা নষ্ট হইয়াছে।

আজ কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্য লওয়া শেষ হইল। বহু পরিশ্রম করিয়া আমরা দ্বিতীয় Memorandum প্রস্তুত করিয়াছি। অদ্য তাহা দাখিল হইয়া তাহারও উপর আমাদিগকে জেরার কাজ শেষ হইয়াছে। বিরোধী পক্ষ হইতে যে Memorandum দাখিল হইয়াছে ও আমরা যে ভাবে কূট জেরার উত্তর দিয়াছি, তাহা নিতান্ত সন্তোষজনক। ইহার অধিক আমাদের দ্বারা কি সম্ভব হইতে পারে বুঝি না!

আমাদের ডেপুটেশনের অন্যান্য মেম্বর ও ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত আমার যে মতান্তর ঘটিয়াছে, তজ্জন্য বিশেষ সাবধানে কাজ করিতে হইতেছে।

অদ্য ভারতবর্ষে Central Legislatureএর কাজ শেষ হইল। লর্ড রেডিং এসেমব্লী ও কাউন্সিল-অফ-ষ্টেটের নিকট শেষ বক্তৃতা করিয়া বিদায় লইবেন। আমার দক্ষিণ আফ্রিকা সংক্রান্ত কর্ম্মজীবন শেষ হইবার পূর্ব্বে লর্ড রেডিংএর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথা বুঝাইয়া বলা হইল না, ইহা পরিতাপের বিষয়।

বিলাত হইতে প্রথমবার ১৯১২ সালে ফিরিবার সময়ে জাহাজে একদিন প্রভুর সান্নিধ্য অনুভবের গৌরবে কৃতার্থ হইয়াছিলাম। ১৯২১ সালেও ফিরিবার সময়ে ফ্রান্সে রেলপথে দ্বিতীয় বার সে কৃতার্থতা লাভ হইয়াছিল ; ক্লান্ত, শ্রান্ত, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ৭নং বিউটেন সিঙ্গেল বাটীতে ধার্ম্মিক ও সচ্চরিত্র গুল-পরিবারের ভবনে পুনরায় সে কৃতার্থতা লাভ হইয়াছে। কর্ম্মশেষে ইহার অপেক্ষা সাফল্য আর কি হইতে পারে! 'ত্বমেব শরণং' ভাব হৃদয়ে আনিয়া ঢালিয়া আত্মদান করিতে না পারিলে বুঝি এ গৌরব লাভ হয় না; চক্ষের জল বুকে গড়াইয়া না পড়িলে বুঝি হয় না, নানারূপে জর্জ্জরিত হইয়া আশ্রয় প্রার্থনা না করিতে পারিলে বুঝি হয় না! এ ভাব ফলের আশায় নয়, লাভের আশায় নয়—নিজেকে ঢালিয়া শুধু পদপ্রান্তে মিশিবার আশায় এবং তাহা কেবলমাত্র একাগ্র প্রার্থনার দ্বারাই সম্ভব।

কমিটির কাজ যেমন চলিয়াছে, অন্যান্য ঘোরাঘুরিও তেমন চলিয়াছে। দেশে বিদেশে যাঁহাদের নিকট সাহায্য প্রত্যাশা করা হইয়াছিল, দৈবদুর্ব্বিপাকে তাঁহারা সাধারণতঃ বিমুখ। ভারতবর্ষে আমাদের ডেপুটেশনের বিরুদ্ধে মত এখনও তীব্র ও প্রবল। এখানে তাহা না হইলেও, স্থানীয় ভারতবর্ষীয়গণের নিকট বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায় নাই। ঠিক বিদ্বেষভাব প্রকাশিত না হউক, একটা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভাব রহিয়াছে বোধহয়। কারণ স্থানীয় ভারতবাসিগণের মধ্যে চিন্তাশীল সুশিক্ষিত লোকের বিশেষ অভাব ; এইজন্যই এ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। জেনারেল স্মাটস্ ও মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে ১৯১৪ সালে যে সন্ধিস্থাপন হয়, তাহাতে সর্ত্ত ছিল যে, বৎসরে শিক্ষা, যাজকতা, সাধারণ লোকহিতকর কার্য্যের সাহায্যার্থ ত্রিশজন মাত্র নূতন ভারতবাসী আসিবার অনুমতি পাইবে। সে মত কাজ হয় নাই ; দুই দশজন লোক যাহা আসিয়াছে, তাহারা বাস্তবিক অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টাতেই

আসিয়াছে, লোকহিতকর কার্য্যের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি কম। এই সর্ত্ত অনুসারে স্থানীয় ভারতবর্ষীয়গণ যদি প্রতি বৎসর ত্রিশজন উপযুক্ত সুশিক্ষিত লোক আনিয়া তাহাদের যথোপযুক্ত ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতে পারিত, এতদিন এই শ্রেণীর ৩০০ লোক এখানে উপস্থিত থাকিয়া ব্যবসায়ী শ্রমজীবী ভারতবাসীর সন্তানগণের শিক্ষা কার্য্যে সাহায্য করিতে পারিত। সামান্য সংখ্যক শিক্ষিত লোক যাহা আছে, তাহারা প্রায় নিজের কাজে না হয় দলাদলি লইয়া ব্যস্ত। যাঁহারা ভারতবর্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধিরূপে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশ ফিরিয়াছেন; আমাদের সহিত দেখা শুনা কিম্বা পত্রব্যবহার পর্য্যন্ত করা তাঁহারা উচিত মনে করেন নাই—পরামর্শ করা কি সাহায্য করা ত দূরে যাউক।

এ অবস্থায় ডেপুটেশনের কার্য্য কত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সহজে বোঝা যায়।

একদিন Cape Point of Cape of Good Hope দেখিতে গিয়াছিলাম। Table bay ছাড়াইয়া, Table mountain বেড়িয়া Sea-Point, Camp-bay, Chapman's peak ইত্যাদি ছাড়াইয়া উত্তমাসা অন্তরীপে পৌছিতে প্রায় ২॥০ ঘণ্টা সময় লাগিল। একদিকে-পশ্চিমে-আটলাণ্টিক, একদিকে-পূর্ব্বে-ভারত মহাসাগর। অন্তরীপের শেষ অংশে Light-house; তাহার উপর উঠিয়া দুই মহাসাগরের সঙ্গম-স্থান দেখিয়া ধন্য হইলাম; ভারত মহাসাগরের জল আটলাণ্টিক মহাসাগরের জলের অপেক্ষা ১৮ ডিগ্রী উষ্ণ।

ডেপুটেশনের কাজ ইত্যাদির মধ্যে অন্যান্য অনেক কাজও আসিয়া জুটিতেছে। Justice Sir William Solomon'এর সহিত একদিন দেখা করিতে হইয়াছিল। Capetown University-তে ভারত-বর্ষীয়দিগের জন্য Hostel এবং Arabic ও Sanskrit'এর Chair

স্থাপন জন্য স্থানীয় মেমন মুসলমান হাজী সুলেমান মহম্মদের নিকট কয়েকবার যাতায়াত করিতে হইয়াছে। তাঁহার টাকার অভাব নাই —মস্‌জিদ প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন; Universityর হাতে দুই হাজার পাউণ্ড দিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে সঙ্কল্পিত কার্য্য সমাধা হইতেছে না। সেইজন্য তাঁহার নিকট অনুরোধ করিয়া আরও কিছু টাকা বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছি। লোকটি স্থানীয় ভারতবর্ষীয় সমাজের সহিত বড় মেলামেশা করেন না, বরং তাঁহার কিছু নিন্দা অখ্যাতি আছে; সেইজন্য বিশেষ সাবধান হইয়া এ কার্য্যের চেষ্টা করিতে হইতেছে।

যাত্রার তারিখ পুনরায় বদল করিতে হইয়াছে। ১২ই এপ্রিল ফিরিবার দিন স্থির ছিল; কিন্তু দৌত্য-কার্য্যের এখনও অবসান হয় নাই। বারংবার টেলিগ্রাম আদান প্রদান ও তীর্থের কাকের ন্যায় স্থানীয় মন্ত্রী মহোদয়গণের ও পার্ল্যামেণ্টের মেম্বরদিগের উপাসনার ফলে হাওয়া কিছু বদলাইতেছে মনে হয়।

Economic ও Historical Society নামক সভায় একঘণ্টা ধরিয়া বক্তৃতার পর কয়েকজন উৎসাহী শ্বেতাঙ্গ ছাত্র আসিয়া ভারত-বাসীর সহিত বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন এবং ভারতবাসীর স্বপক্ষে দেশের মতপরিবর্ত্তন-চেষ্টার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে এ কথার সমালোচনা করিয়া তাঁহারা অনেক কাজ করিতেছেন। ভারতবাসী সাধারণতঃ কুলী মজুর দোকানদার ফিরিওয়ালার কাজ করে; ভাল সমাজে মিশিতে পায় না, ভাল লোকের সংসর্গ পায় না; দীন হীন ভাবে থাকে, স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি দেয় না—এই সকল কারণে তাহাদের সম্বন্ধে কুসংস্কার আরও বাড়িয়া যাইতেছে। তারপর সস্তায় জিনিষ বেচিয়া বোয়ার দোকানদারের ক্ষতি করে, নিজের চাকর বাকরকে

যথেষ্ট বেতন দেয় না এবং নিজেরাও অতি সামান্যভাবে দিন যাপন করে, এ সকল অভিযোগও তাহাদের বিরুদ্ধে আছে। ডার্বান ও ট্রান্সভালে ধনকুবের কয়েকজন আছেন। পয়সা থাকিলেও শিক্ষার অভাবে তাঁহারা সামাজিক উৎকর্ষ লাভ করিতে সক্ষম হন নাই—এ বিষয়ে তাঁহারা সেরূপ ইচ্ছুক নন বলিয়াও বোধ হয়। ভারতবাসীর দুঃখে তাঁহারা দুঃখী নন, তাহাদের সহিত যথেষ্ট মেলামেশা করেন না, সাদা অধিবাসীদের সহিতও তাঁহারা মিশিতে পান না। পয়সা রোজগার, পয়সা জমান, পয়সার অসদ্ব্যবহার তাঁহাদের জীবনের মূলমন্ত্র, এই তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ। তাঁহাদের অনেকের সহিত আলাপ পরিচয়, পত্রব্যবহার করিতেছি—যাহাতে তাঁহাদের সাহায্যে স্থানীয় ও আমাদের গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে এ দেশবাসীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিষয়ে উন্নতি হয় তাহার চেষ্টা করিতেছি। যাহাতে উত্তম বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপন হয় তাহার প্রস্তাব করিয়াছি, চেষ্টাও করিতেছি।

বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতহিতৈষী জনৈক হাই কমিশনার শ্রেণীর (High Commissioner) প্রধান কর্ম্মচারীর এখানে থাকিয়া ভারতবাসীর হিত চেষ্টা করিতে হইবে। জনে জনে ভারতবাসী ও সাউথ আফ্রিকান্ শ্বেত অধিবাসীর সহিত দেখা করিয়া এ চেষ্টাপ্রবর্ত্তনের জন্য কয়েকদিন ধরিয়া পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। ভারতবর্ষে বিশিষ্ট কর্ম্মচারিগণকে ও স্থানীয় ভারতবাসীগণকে এ বিষয়ে জানাইবার চেষ্টা করিয়া অনেক চিঠিপত্র লিখিতেছি। মনে হয়, এই পথেই বর্ত্তমান সমস্যার মীমাংসার সম্ভাবনা। ধনী হাজি সুলেমান মহম্মদের সহিত কয়েকবার দেখা করিয়া ৫০০০ পাউণ্ড Endowment'এর ব্যবস্থা চেষ্টা করিতেছি—তবে তিনি স্থানীয় কোন ভারতবাসীকে বিশ্বাস করেন না। আমায় ট্রাষ্টী নিযুক্ত করিতে চাহেন। প্রতি বৎসর আমায়



ডেভিলস্ পীক বা দানব-শৃঙ্গ—কেপটাউন

এখানে আসিয়া ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করেন—তাহা অসম্ভব। তিনি টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেও, ইহা 'রাধার নাচে'র ব্যাপারেই দাঁড়াইতেছে।

দুইবার ভিন্ন ভিন্ন পথে Cape of Good Hope যাওয়া হইল। পথে, আকাশ পাহাড় ও সমুদ্রের দৃশ্য দেখিয়া মোহিত হইতে হয়। ভারত-সাগর ও আটলান্টিক সাগরের সঙ্গম ঠিক এই Cape of Good Hope কিম্বা তাহার উত্তর পূর্ব্বে False Bay ছাড়াইয়া Cape Argus নামক স্থানে—এ বিষয়ে কিছু বিতণ্ডা আছে; কিন্তু চিরদিনের প্রতীতি, যে Cape of Good Hope'ই সঙ্গম-স্থল। সঙ্গম স্থল একটা যে বিশেষ কিছু দেখিবার জিনিষ তাহা নয়—অন্তরীপ Mainland হইতে প্রায় ৮ মাইল দূরে। এক দিকে আটলান্টিক, অপর দিকে ভারত মহাসাগর—এই ৮ মাইল পথ মোটরে যাইতে হয়। প্রসিদ্ধি এই যে, আটলান্টিক অপেক্ষা ভারত মহাসাগরের জল ১৮ ডিগ্রী অধিক গরম। স্নানার্থী সম্প্রদায় ও বিজ্ঞান নাকি এ মত সমর্থন করে। আটলান্টিক মহাসাগরের দিকে Cape Town, Seapoints, Clifton, Chapman's Peaks প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থান—বিস্তর বাড়ী ঘর হোটেল আছে। সুন্দর মোটর-রাস্তা পাহাড় কাটিয়া কয়েদীর পরিশ্রমে প্রস্তুত হইয়াছে। সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন সৌন্দর্য্যের দৃশ্য দেখা যায়। অস্তগামী সূর্য্যের আভায় ও প্রভাতসূর্য্যের প্রভায় নয়ন মন পরিতৃপ্ত হয়। ভারত মহাসাগরের দিকে False Bay, Summer Town, (স্থানীয় নৌ-জাহাজের বন্দর) Fish Bay, St James ও অতি সুন্দর সহরতলী। সমুদ্রের ধারে ধারে রেল-পথ; উপরের তলায় মোটর পথ। Summer Town ছাড়াইয়া পুরাতন কেল্লার ভগ্নাংশ আছে। ধারে ধারে আঙ্গুরের ক্ষেত, ফলের বাগান, Pine, Fir, Oak, Blue Gorun, Red Gorun ইত্যাদি গাছের সাজান জঙ্গল

ও Avenue—সমুদ্রতটের এই অংশে যাহা দেখা যায়, পৃথিবীর আর কোথাও এমন নাই বলিয়া প্রসিদ্ধি।

১০ই জানুয়ারী Cape Town'এ পদার্পণ করার পর ১০ই এপ্রিল হইতে চলিল—কত শত নয়, কত সহস্র মাইল মোটর সাহায্যে এই সুরম্য প্রদেশে ভ্রমণ হইয়াছে, তাহার হিসাব করা অসম্ভব। একদিন Tokai পাহাড়ে যাওয়া হইয়াছিল। Stellenboch হইতে Holland Hottentot পাহাড় পর্য্যন্ত যাওয়া হইয়াছিল। বিস্তীর্ণ প্রান্তর, নিবিড় বন, দুরারোহ পর্ব্বত এবং অপার অনন্ত মহাসমুদ্র যুগল এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য ও জল বায়ুর বিশেষ মনোহারিত্ব স্থাপন করিয়াছে; ফল ফুল অতি সুন্দর ও অপর্য্যাপ্ত।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট ও প্রজাপক্ষ হইতে এবং স্থানীয় ভারতবাসি-গণের পক্ষে মহাত্মা গান্ধী থাকিয়া দশবৎসর পূর্ব্বে স্থির করিয়াছেন, যে উপনিবেশের জন্য ভারতবর্ষ হইতে অন্য লোক আর আসিবে না; তথাপি আড়কাটির সাহায্যে সহস্র ক্ষতি, অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া অনেক ভারতবাসী ডেলাগোয়াবে এবং বেয়রা পথে লুকাইয়া আইসে। তাহাদের ধরপাকড় হয়, সাজা হয় ও ভারতবর্ষে ফেরৎ পাঠান হয়। এক কেপটাউনে তিন মাসের মধ্যে এইরূপ ৪০ জন লোক ধরা পড়িয়াছে। হতভাগ্য গোয়েন্দা ভারতবাসী কয়েকজন পাষণ্ড তাহাদিগকে ভুলাইয়া আনে, একরূপ দাসত্বে বিক্রয় করে, বিনামূল্যে পরিশ্রম করাইয়া লয় এবং ঘুষ দিতে না পারিলে ধরাইয়া দিয়া পুরস্কার লাভ করে। ভারতবাসীর শত্রু চিরদিন ভারতবাসী'। কবি যোগেন্দ্র নাথ বসু যথার্থ ই গাহিয়াছিলেন, "হিন্দুর দুর্গতি মূলে দুর্ম্মতি হিন্দুর।" —তাহার দৃষ্টান্ত এখানে জাজ্জ্বল্যমান। যাহারা টাকা করিয়াছে, তাহারা দীন দুঃখী স্বদেশবাসীর প্রতি চাহিয়া দেখে না; তাহাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি সম্বন্ধে সাহায্য করে না;

নিজেদের ছেলেকেও যথেষ্ট লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করে না। আবার এই নরপশু গোয়েন্দাগণ মূর্খ দেশবাসীকে বিপদে ফেলিয়া ধরাইয়া দেয়, সাজা দেওয়ায়।

Emigration office Board এ সম্বন্ধে আমায় বিস্তর গোপনীয় তথ্য বলিলেন। কোন কোন ধনকুবের নাকি এই উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন।

সমস্যাপূরণের চেষ্টায় ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত টেলিগ্রাম আদান প্রদান হইয়া সমস্যা পূরণের পথ সরল হইয়া আসিবার উপক্রম হইতেছে। সম্ভবতঃ বিল সম্বন্ধে আলোচনা বন্ধ থাকিবে এবং কন্‌ফারেন্স হইয়া সমস্যাপূরণ সম্বন্ধে আমরা বারংবার যে অনুরোধ ও আন্দোলন করিতেছি, সেই মতই কাজ হইবে। কন্‌ফারেন্সে কি ফল লাভ হইবে, তাহা যাঁহারা কন্‌ফারেন্স করিবেন তাঁহারা জানেন। আমাদের ভার ও কর্ত্তব্য ছিল, আপাততঃ বিল বন্ধ করা ও ভবিষ্যত কন্‌ফারেন্স সম্বন্ধে ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টকে রাজী করান। তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেই ডেপুটেশনের কর্ম্মসাফল্য বলিতে হইবে।

যাইবার দিন স্থির প্রায় হওয়াতে লোকজনের সহিত বিদায়গ্রহণের পালা পড়িয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় আসিয়া ভিক্টোরিয়া ফল্‌স্ (Victoria Falls) না দেখিয়া যাওয়া বড়ই বিড়ম্বনা। ভ্রমণ কাহিনীতে যে অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত এই জল-প্রপাত সম্বন্ধে পড়িয়া আসিতেছি, তাহার শত অংশের এক অংশও দেখিতে পাইলে সার্থক জীবন হইবে। Mafecking ও Bulawyao হইয়া রেলওয়ে পথে ৪ দিন যাইতে, ৪ দিন আসিতে লাগে। ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট রেলওয়ের বন্দোবস্ত না করিলে যাওয়া অসম্ভব।

ভিক্টোরিয়া জল-প্রপাত

গভীর রজনী—নিশীথ—প্রকৃতি নিস্তব্ধ। অষ্টমীর চন্দ্র নীলাকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডলের জ্যোতিঃস্নাত হইয়া শোভা পাইতেছিল। এখন অস্তমিত। দূরে ভীষণ জল-কল্লোল! বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিকণার ন্যায় কণায় আকাশ ছাইয়া বাষ্প, মেঘ, রামধনুর পর্ব্বত সৃষ্টি করিয়া অপূর্ব্ব শোভায় জ্যাম্বিসি-হৃদয়ে অদ্ভুত সূর্য্যাস্ত-চিত্র দেখাইয়া দিবাবসান হইয়াছে।

পুণ্যশ্লোক পিতামহ ৺যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের তীর্থভ্রমণকথা পাঠে আবাল্য যে ভ্রমণবাসনা হৃদয়ে ধরিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে সজীব রহিয়াছে, আজ তার চূড়ান্ত।

পৃথিবীতে সাতটি আশ্চর্য্য বিষয়ের (Seven wonders of the world) প্রসিদ্ধি পাশ্চাত্য জগতে চলিয়া আসিতেছে। সে সমস্ত ব্যাপারই মানুষের হাতে গড়া। বাহাদুরী যথেষ্ট আছে—দিগ্ দিগন্তের লোককে টানিয়া আনিয়া দেখাইয়াছে।

কিন্তু ভগবানের রচনায় ভিক্টোরিয়া ফল্‌সের যে স্থান, পৃথিবীর মানুষরচিত কোন ব্যাপারই তাহার তুলনীয় নহে বলিয়া অর্ব্বাচীন লোক তাহাকে 'Eighth wonder of the world বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছে। কেহ কেহ আমেরিকার নায়েগরা প্রপাত (Niagra Falls) সম্বন্ধেও এ উক্তি করিয়াছেন। ইহাতে ভগবৎরচনার অমর্য্যাদা।

মানব-লেখনী, মানব-জিহ্বা এ অপূর্ব্ব রচনার বর্ণনায় সক্ষম হয় নাই, হইবে না। অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "মৃণালিনী" গ্রন্থে বলিয়াছেন, যে প্রাবৃট্‌কালে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম-শোভা দেখিয়া যে না

চক্ষু পরিতৃপ্ত করিয়াছে, তাহার বৃথা চক্ষু। সে শোভা অপূর্ব্ব বটে; কিন্তু যে ভীষণ শোভায় ভিক্টোরিয়া জল-প্রপাত শোভিত, তাহার নিকট সে শোভা ম্লানশ্রী।

জ্যাম্বিসী নদী (The Zambisi) খরস্রোতে দেড় মাইল বিস্তারে পশ্চিম-উত্তর আফ্রিকা হইতে আসিয়া এইখানে পার্ব্বত্য বাধা পাইয়া এই জল প্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে। ১০০ ফুটের অনধিক চওড়া সঙ্কীর্ণ পয়ঃ-প্রণালীর মধ্য দিয়া ভীষণ উল্লম্ফনে অজস্র বারিধারা ভীমগর্জ্জনে পড়িতেছে। তারপর জলপ্রবাহ প্রসারিত হইয়া ক্রমশঃ দেড় মাইল বিস্তারলাভ করিয়া অনন্তকাল সমুদ্রমুখে ছুটিয়াছে। আশ্চার্য্য এই যে, এইস্থান হইতে নদী পুনরায় বারানসীর নীচে গঙ্গার ন্যায় উত্তরবাহিনী হইয়া পূর্ব্বমুখে ভারত মহাসাগরে পড়িতেছে। বিজনবনের মধ্যে আদিম Matabelle প্রভৃতি আফ্রিকার অধিবাসিগণের ভীতি-সাধন করিয়া গত খৃষ্টীয় শতাব্দীর সপ্তম দশক অর্থাৎ ১৮৭০ সাল পর্য্যন্ত এই বিরাট্ জলস্রোত সভ্যজগতে অজ্ঞাতভাবেই ছিল। Livingstone, Stanley, Mungo Park প্রভৃতি পর্য্যটকগণের পরিশ্রমের ফলে পাশ্চাত্যজগতে এই প্রপাত-কথার বিস্তার হয়। তাহার পূর্ব্বে আমেরিকার নায়েগ্রা-প্রপাতই (Niagra Falls) পৃথিবীর জল-প্রপাতগুলি মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। শ্রম-শিল্পী আমেরিকানের দৌরাত্ম্যে নায়েগ্রা-প্রপাত এখন অপেক্ষাকৃত ক্ষীণপ্রভ। ভিক্টোরিয়া ফল্‌স্ এখনও এ আপদের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়াছে। Victoria Falls নায়েগ্রার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছে। ভিক্টারিয়া প্রপাত নায়েগ্রা-প্রপাত অপেক্ষা প্রস্থে দ্বিগুণ ও উচ্চতায় আড়াইগুণেরও অধিক। প্রপাতের উচ্চতা সেণ্টপলস্ কেথিড্রালের অপেক্ষা বেশী। প্রায় ১৮ বৎসর পূর্ব্বে একটী লৌহনির্ম্মিত সেতু জলপ্রপাতসৃষ্ট পয়ঃপ্রণালীর উপর নির্ম্মিত

হইয়াছে। এই সেতু দৈর্ঘ্যে প্রায় ৮৮ ফুট এবং জল হইতে ৫০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। মধুপুর ও গিরিডীর ঝরণা দেখিবার জন্য যাহারা একদিন দৌড়াইয়াছে, দার্জ্জিলিং-পথে "পাগলা-ঝোরা" ও সিমলা-পথে ছোট বড় প্রপাত দেখিয়া যাহারা জব্বলপুরে "ভেড়াঘাট" না দেখার দুঃখ দূর করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে এই ভীষণ-রম্য জলপ্রপাত দেখিয়া কি ভাবের উদয় হইতেছে তাহা বর্ণনা লেখনীর সাধ্য নয়—কল্পনার সাহায্যে মনে করিয়া লইতে হইবে! নিপুণতম শিল্পীর চিত্রেও তাহা প্রকাশিত হইবার নহে।

একই নদী উচ্চপ্রদেশ হইতে নিম্নপ্রদেশে পতিত হইবার সময়ে পর্ব্বতবাধা পাইয়া প্রায় দেড় মাইল বিস্তারের জলরাশি ১০০ গজ ব্যাপী সঙ্কীর্ণ পথে প্রবাহিত হইতে বাধ্য হইয়া এই অপূর্ব্ব নৈসর্গিক শোভার সৃষ্টি করিয়াছে। পর্য্যটকেরা জলপ্রপাতের নীচের ঘূর্ণাবর্ত্তকে 'Boiling Kettle' নাম দিয়াছেন। চার শত ফুট লাফাইয়া পড়িয়া দেড় মাইলের সঙ্কীর্ণ পথে আবদ্ধ স্রোত হইতে ক্রমাগত জলকণার সৃষ্টি হইতেছে—বাষ্পে আকাশ ছাইয়া ফেলিতেছে। সূর্য্যরশ্মিতে অথবা চন্দ্রমাকিরণে প্রতিভাত হইয়া মুহুর্মুহুঃ পরিবর্ত্তনশীল বিরাট্ রামধনুর সৃষ্টি হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ জল-কল্লোল। যেখানে প্রবাহ ও কল্লোল ভীষণতম, পর্য্যটকগণ তাহার নাম দিয়াছেন Devil's Cataract অর্থাৎ দানব-প্রপাত; অথচ আটশত গজ উপরে নদীর সাধারণ খরগতি। প্রপাত হইতে অর্দ্ধ মাইল উপরে মোটর, নৌকা প্রভৃতি অবাধে পর্য্যটক লইয়া যাতায়াত করিতেছে।

সাড়ে বার শিলিং দিয়া প্রায় আট মাইল উপরে "কান্দাহার দ্বীপ" (Kandahar Island) পর্য্যন্ত বেড়াইয়া আসিতে ২ ঘণ্টার বেশী সময় লাগে না। এবার বর্ষায় জ্যাম্বিসীর জল প্রায় অন্য বৎসর অপেক্ষা ১৫ ফুট উচ্চ হইয়াছে। কাজেই প্রপাত-সন্নিকটে জলরাশি অনেক

বাড়িয়াছে; বাষ্পরাশিও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া শোভার বৃদ্ধিও যেমন করিয়াছে, জল-প্রপাতের প্রধান অংশ স্পষ্টরূপে দেখিবারও সেইরূপ অসুবিধা করিয়াছে। নদী কূলে কূলে ছাপিয়া উঠিয়াছে; দুই তীরে ঘন বনরাজি, মাঝে পরিচিত তাল প্রভৃতি বৃক্ষে বাঙ্গালার পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র নদীর শোভা মনে করাইয়া দেয়। নদীতীরে বসতি নাই এবং জমি ধসিয়া পড়ার হাঙ্গামা নাই বলিয়া পদ্মার সাদৃশ্য তুলনা বড় খাটে না।

Devil's Cataractর উপরেই জ্যাম্বিসীর জলে পিতৃমাতৃভ্রাতৃ তর্পণে ধন্য হইলাম; ভারত মহাসাগর ও আটলান্টিক সঙ্গমে তাঁহাদিগের আত্মার মঙ্গলকামনায় তর্পণ করিয়া যে তৃপ্তিলাভ হইয়াছিল, হরিদ্বারে, পুরীতে, ধনুষ্কোটীতে ও মনিকর্ণিকায় পুরোহিত প্রণোদিত পথে তর্পণ করিয়া যে তৃপ্তিবোধ হইয়াছিল, অদ্যকার তৃপ্তি তদপেক্ষা কম নয়।

অনন্ত জল-সংঘর্ষে যে বিরাট্ বাষ্পরাশি আকাশে উঠিতেছে, তাহা সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির আকারে বহুদূর ছাইয়া পড়িতেছে। প্রপাতদর্শনের আশায় নিকটে যাইলেই সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া যায়। Water-proof, Mackintosh (বর্ষাতী) এবং মোটা তলার জুতা প্রভৃতি হোটেলে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহাতেও বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর এবং সর্ব্বদা এইরূপ নিকটস্থ জমি ভিজিয়া থাকার জন্য ম্যালেরিয়ার যথেষ্ট সঞ্চার হয়; যথেষ্ট পরিমাণে কুইনাইন ব্যবহার করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়। যে জঙ্গলের মধ্যে বৃষ্টির মাত্রা অধিক, তাহার নাম Rain-forest (বৃষ্টিবন); সেখানে বৃষ্টি কড়কা সদৃশ—তীক্ষ্ণ শরের ন্যায় দেহ বিদ্ধ করে। স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া সে বৃষ্টি সহ্য করা অসম্ভব। সুগম যাতায়াতের জন্য সেই বনের ভিতর দিয়া ট্রলির বন্দোবস্ত আছে। তাহারই নীচে Palm-grove (তালবন) প্রভৃতি দর্শনীয় অনেক স্থান আছে। যে দ্বীপে আমরা লঞ্চে করিয়া বেড়াইয়া আসিতাম, তাহার নাম Kandahar Island। আফ্গানিস্থান-বিজয়ী লর্ড রবার্টস্

অফ কান্দাহার যখন বোয়ারযুদ্ধে জয়ী হন, তখন তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ এই দ্বীপের নাম "Kandahar Island" হয়।

কথিত আছে, যে দক্ষিণ আফ্রিকার ভাগ্যনিয়ন্তা সিসিল রোডস্'এর ভাগ্যে Victoria Falls দর্শন ঘটে নাই। Northern Rhodesia ও Southern Rhodesia এই দুই দেশ তাঁহারই নামে প্রখ্যাত। Northern Rhodesia'র রাজধানী Livingstone—এখান হইতে ৮ মাইল উপরে। Sir Herbert Stanley সেখানকার গভর্ণর। Southern Rhodesia'র রাজধানী Salisbury।

৪০০ ফুট নীচে জল লাফাইয়া পড়িয়া যেখানে পাহাড়ের দেওয়ালে নদী বাঁধা পড়িয়াছে, সেখানকার বিস্তার ১০০ ফুটের অধিক নয়। সে সঙ্কীর্ণ বিস্তারের উপর রেলওয়ে পুল বাঁধিয়া Northern Rhodesia Congo প্রভৃতি পর্য্যন্ত রেল গিয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকান্ ও রোডেসিয়ান গভর্ণমেণ্টের সৌজন্যে কেপটাউন হইতে এ পর্য্যন্ত আমাদের যাতায়াত ও থাকিবার যত দূর সম্ভব সুবিধা হইয়াছে। একখানা গোটা সেলুন এবং দুই খানা বড় বড় গাড়ী আমাদের দখলে রহিয়াছে। এখানে Siding'এ কাটিয়া দিয়াছে। স্নানের, ভোজনের, বসিবার, শয়নের ও বেড়াইবার বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ আছে। Falls দেখিবার যতদূর সম্ভব সকল সুবিধা স্থানীয় হোটেল-ওয়ালারা করিয়া দিয়াছে। স্যার আর্নেষ্ট ওপেনহায়াম (Sir Earnest Oppenheim—প্রসিদ্ধ ধনী ও South African Statesman) আমাদের ডেপুটেশনের কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি যে সকল কোম্পানীর সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহাদের কাজের অনুরোধে Congo ঘুরিয়া আসিয়া এইখানে পৌছিয়াছেন; আবার পুনরায় কেপটাউন চলিয়া গেলেন। তিনিও আমাদের যত দূর সম্ভব সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। আজ হোটেলে নিমন্ত্রণ করিয়া

খাওয়াইলেন এবং পাণ্ডা ও সেথোর মত সঙ্গে থাকিয়া ভিক্টোরিয়া ফল্‌স তন্ন তন্ন ভাবে দর্শন করাইয়াছেন।

ডেপুটেশনের কর্ম্মসাফল্য সম্ভাবনায় সন্তুষ্ট হইয়া নূতন বড়লাট লর্ড আরউইন Bullawyao (বুলায়ো) সহরে এক তার দিয়াছিলেন; তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া ভিক্টোরিয়া ফল্‌স হইতে তার দেওয়া গেল। ডেপুটেশনের Victory বা বিজয় সম্বন্ধে ধন্যবাদ ভিক্টোরিয়া ফল্‌স হইতে দেওয়া মন্দ হইল না।

রাজার হালে সময় কাটিতেছে; সেলুন গাড়ীতে, ছায়াপ্রচুর বাগানের মধ্যে বাস হইতেছে; পাঁচ বার আহার, নিদ্রা, গল্প, পড়াশুনা, আলোচনা এবং মাঝে মাঝে ভিক্টোরিয়া ফল্‌স'এর অনুভূতি, দোকানে গিয়া সে সৌন্দর্য্যের ফটোগ্রাফ সংগ্রহ প্রভৃতি বিষম শ্রমজনক কার্য্যে সময় কাটিতেছে। সময়ে সময়ে প্রপাত-বনানীর ছায়াতলে অতি নিভৃতে গীতা ও চণ্ডীপাঠ কয়েক দিন হইয়াছে। অনেক হিন্দু ও অহিন্দু পর্য্যটক এ পুণ্য-তীর্থে আসিয়া ভগবৎশক্তির নিদর্শন পাইয়াছেন। কিন্তু কখনও এখানে সমগ্র চণ্ডী ও গীতাপাঠ উদাত্তকণ্ঠে হইয়াছে কিনা সন্দেহ। সঙ্গে সঙ্গে Imitation of Christ হইতে হৃদয়গ্রাহী অধ্যায়সমূহপঠিত হইয়াছে। এই দৈনিক পাঠ ও পূর্ব্বপুরুষের তর্পণ অবসরে ভগবৎসান্নিধ্যানুভূতির চেষ্টাও হইয়াছে, সে চেষ্টা নিতান্ত সাফল্যবিরহিত হয় নাই।

পিতৃতর্পণ-কথাপ্রসঙ্গে পুণ্য পিতৃ-তীর্থ মধুপুর শ্মশানের কথা মনে মনে জাগিয়া উঠিল। সুদূর সাঁওতাল পরগণা প্রবাহিত জয়ন্তী নদীর শাখা-তীরস্থ আবাসভূমির কথা মনে পড়িল। সেখানে পিতৃ-স্মৃতির নিদর্শনস্বরূপ যে সমাধিস্তূপ ও আর্ত্তত্রাণাশ্রম নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহারও কথা মনে পড়িল। পিতৃদেবের ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া সমাপন সময়ে যে খর-আতপ ক্লেশে ক্লিষ্ট হইতে হইয়াছিল, ভবিষ্যতে অপরে সে ক্লেশ

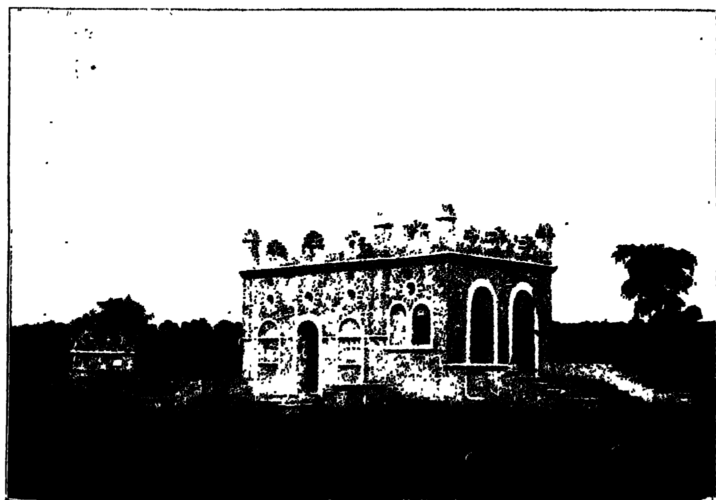
না পায়, এই অভিপ্রায়ে বহু বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও এই শ্মশানাশ্রম নির্ম্মিত হয়। বৈদ্যনাথনিবাসী যোগিশ্রেষ্ঠ মহারাজ বালানন্দ স্বামী আর্ত্তত্রাণ-কল্পে ও লোকসেবার জন্য এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এবং প্রসাদপুর বাড়ীর-সরোবর উৎসর্গ উপলক্ষে মুমূর্ষু সহধর্ম্মিণীর প্রতিনিধিরূপে ঋত্বিকের কার্য্য করিয়া আমায় কৃতার্থ করিয়াছিলেন। এই স্তূপের ও শ্মশানাশ্রমের ভিত্তিগাত্রে মর্ম্মর-প্রস্তর-ফলকে যে কথা উৎকীর্ণ আছে, তাহার প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল :—"ভিষকৃশ্রেষ্ঠ, আর্ত্তবন্ধু, স্বাধীনচেতা, রায়বাহাদুর ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারীর অমর আত্মার প্রীতি-কামনায় আর্ত্তসেবা জন্য এই শ্মশানাশ্রম উৎসর্গ হইল।" নিত্য কর্ত্তব্য পরায়ণ অদম্য উৎসাহ ও শক্তিধর পিতৃদেবের পুণ্যস্মৃতি দক্ষিণ আফ্রিকার কঠোর কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইবার প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। তাই আজ পবিত্র পিতৃতীর্থের কথা মনে পড়িল।

সহচরগণের প্রকৃতি ও কথোপকথন, প্রবৃত্তি ও শক্তি সমশ্রেণীর নহে ; অতএব সাবধানে থাকিতে হয়।

আমাদিগের দক্ষিণ আফ্রিকার কর্ত্তব্যের অবসান হইয়াছে, দীর্ঘ ছয় মাস দারুণ পরিশ্রম ও ধীর সংযত অথচ দৃঢ়ব্রত কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে ভারতগভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে। লর্ড রেডিং নির্ব্বিবাদে কর্ম্মত্যাগ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ত্তমান যুদ্ধ বিজয়ের জয়মাল্য ধারণ করিয়া স্বদেশযাত্রা করিতে পারিয়াছেন। যাহা কিছু বাকী ছিল, গত তিন সপ্তাহের পরিশ্রমে তাহা শেষ হইযাছে। ডাক্তার ম্যালান প্রবর্ত্তিত আইনের ফলে দক্ষিণ-আফ্রিকাস্থিত ভারতবাসিগণকে কাফির, জুলু, মেটাবেল, বাণ্টু, বাসুটো, হটাণ্টো প্রভৃতির ন্যায় গ্রাম ও সহরপ্রান্তে সীমাবদ্ধ হইয়া বাস ও ব্যবস্থা করিবার ব্যবস্থা হইতেছিল। ডেপুটেশনের পরিশ্রমের ফলে সে আইন আপাততঃ বন্ধ হইয়া স্থির হইল, যে উভয় পক্ষের প্রতিনিধি হয় ভারতবর্ষ না হয় দক্ষিণ আফ্রিকায়



গোবিন্দ-মন্দির (প্রসাদপুর)



মধুপুর সূর্য্য-ঘাট (রায়বাহাদুর ৺সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী স্মৃতি-মন্দির)

একত্র হইয়া পরামর্শ করিয়া এমন উপায় উদ্ভাবন করিবেন, যাহাতে ভারতবাসিগণের ব্যবহারিক বিষয় এবং বাসস্থান ও শিক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে উন্নতি সাধিত হয় এবং তাহাদের দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থান কালে সামাজিক ও রাষ্ট্রিয় ক্ষতি ও অধোগতি না হয়। আমাদের দেশবাসিগণ যখন এদেশে বসবাস করা স্থির করিয়াছেন, তখন যথাসম্ভব স্থানীয় পদ্ধতি-মত তাঁহাদিগকে বাস করিতে হইবে এবং তজ্জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধান ও ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্বন্ধে নৈতিক উন্নতির প্রয়োজন হইবে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট পক্ষে যাঁহারা প্রতিনিধি হইয়া ভবিষ্যৎ ব্যবস্থার প্রণেতা হইবেন, তাঁহাদের দায়িত্ব যথেষ্ট এবং যেখানে আমাদের ডেপুটেশনের চিন্তা, পরিশ্রম ও দায়িত্বের অবসান, সেখানে তাঁহাদের আরম্ভ মাত্র।

এই মর্ম্মে ভারতবর্ষের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণকে ও লর্ড রেডিংকে পত্র লিখিয়াছি। দক্ষিণ-আফ্রিকাস্থ ভারতবাসিগণকে পত্রদ্বারা অথবা মৌখিক কথায় সে বিষয়ে যথাসাধ্য নিবেদন করিয়াছি—ফল কতদূর হইবে, তাহা ভগবান জানেন। ২৩শে এপ্রিল (১৯২৬) ডাক্তার ম্যালান দক্ষিণ আফ্রিকার পার্ল্যামেণ্টে এই রফা বন্দোবস্তের নিষ্পত্তি ঘোষণা করিবেন, ভারতবর্ষেও এই ঘোষণা হইবে।

হিংসক, নিন্দুক, হঠকারী ও "সমালোচকে"র মুখ বন্ধ হইবে না—কথা হইবে, যে দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতবাসীকে পাশ্চাত্য প্রথামত জীবনযাপন করিতে হইবে—ইহা অত্যন্ত অন্যায় এবং এরূপ রফা বন্দোবস্তে কোন ফল নাই। এ শ্রেণীর সমালোচনা ভারতবর্ষে ও দক্ষিণ-আফ্রিকায় হইবে জানিয়াও আমরা রফায় রাজি হইয়াছি; তাহার কারণ, যে যাহারা দক্ষিণ-আফ্রিকায় বসবাস স্থির করিয়া দক্ষিন আফ্রিকাকে স্বদেশ বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাদিগকে সম্ভবমত "যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ', ব্রত প্রতিপালন করিতে হইবে।

তাহা করিলেই যে তাহারা চিরদিনের জন্য ভাবী অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবে তাহা নয়। ভারতবর্ষ হইতে নূতন ঔপনিবেশিক আসা বন্ধ হইয়াছে, যাহারা রহিয়াছে তাহারাই পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে থাকিবে। অতএব তাহাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ব্যবহারিক প্রণালী পাশ্চাত্য প্রথামত করিতে হইবে—এইটুকু স্বীকার না করিলে সমস্যা-পূরণ হয় না। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই আংশিক ও অসন্তোষজনক রূপে সেই প্রণালীমত বহুদিন বাস করিতেছে। বাসস্থান ও বাসপ্রণালী সম্বন্ধে আর একটু পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয় হইবে। সাহেবী কোট 'টাই' না পরিয়াও পাশ্চাত্য প্রণালীতে বাস অসম্ভব নয়; অতএব এ বিষয়ে বিরাট সমালোচনার বিশেষ অবকাশ নাই; কিন্তু বিদ্বেষীদের মুখ কে কবে বন্ধ করিতে পারিয়াছে!

ডেপুটেশনের সহযোগিগণ এ বিষয়ে আমার অপেক্ষা অধিক অগ্রসর হইতে প্রস্তুত; অনেক কার্য্যে অনেক অমর্য্যাদা স্বীকার করিয়াও আমাকে তাঁহাদিগকে সংযত রাখিতে হইয়াছে এবং তজ্জন্য কাহারও কহারও বিদ্বেষভাজন হইতে হইয়াছে। বর্ত্তমান কৃতিত্বের দাবী তাঁহারা আমার অপেক্ষাও অধিক করিবেন জানি এবং হয়ত তাঁহাদের দাবী মঞ্জুর হইবে, তাহাতে আমার দুঃখ নাই।

Mr. Dames নামে ধনকুবেরের পত্নীর সহিত ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মমত ও শাস্ত্রগ্রন্থ সম্বন্ধে কথা কহিয়া তৃপ্ত হইয়াছিলাম। থিয়সফি, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির কথার সাহায্যে পাশ্চাত্য-ধনকুবেরগণের মন ভারতবর্ষের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে।

মোটর ট্রলী করিয়া এখান হইতে আট দশ মাইল উত্তর পূর্ব্বে লিভিংষ্টোন (Livingstone) সহরে গিয়াছিলাম। আমরা যেখানে আছি তাহা দক্ষিণ রোডেসিয়ায়; লিভিংষ্টোন উত্তর রোডেসিয়ার রাজধানী। Sir Herbert Stanley বর্ত্তমান গভর্ণর; তিনি

সৌজন্য প্রকাশ করিয়া তাঁহার অধিকারপ্রান্তস্থিত অতিথি বলিয়া আমাদিগকে মধ্যাহ্ন ভোজে আহ্বান করিয়াছিলেন। রেলসেতু পার হইয়াই দক্ষিণ রোডেসিয়া হইতে উত্তর রোডেসিয়া পৌঁছান হইল। প্রথমে জ্যাম্বিসী তীরে Suraglow Boat Club গৃহ হইতে জ্যাম্বিসী শোভা দর্শন করিয়া লাটভবনে গেলাম। এখানে জ্যাম্বিসী বড় মৃদু-গতি; Morembo নামক ক্ষুদ্র নদী ইহার কিছু নীচে জ্যাম্বিসীতে Long Island'র নিকট পড়িয়াছে। Long Island প্রভৃতি স্থানে এখনও যথেষ্ট হিপোপোটেমাস (প্রাণিবৃত্তান্ত কথিত জলহস্তি) (Hippopotamus) দেখা যায়। এই অতিকায় জন্তু সাধারণত মৃদুপ্রকৃতি; অত্যাচার না করিলে কিম্বা সহসা ভয় না পাইলে মানুষ বা নৌকা আক্রমণ করে না।

Sir Herbert Stanley ও Lady Stanley যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করিলেন; দক্ষিণ আফ্রিকায় যাহাই হউক এ সকল প্রদেশে ভারত-প্রতিকূলতা শ্বেতকর্ম্মচারিগণের কার্য্যেরনিয়ামক। কিন্তু রোডেসিয়াতে সে বালাই নাই; এখানে ইংরাজের খাস গভর্ণমেণ্ট; দক্ষিণ রোডেসিয়াতে Responsible Government প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ৭০ জন ভারতবাসী এখানে আছেন, তাঁহারা "Parliamentary Vote" নামে মাত্র পাইয়াছেন—Arms-Ammunition ও Liquor Law ভারতবাসীর জন্য বিশেষ বিধি পরিচালিত; ইচ্ছামত মদ কিনিতে পায় না—এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলিবার কিছু নাই, কিন্তু জাতীয়তার দিক হইতে বিদ্বেষ ও পার্থক্য-বিধি অমার্জ্জনীয়।

উত্তর রোডেসিয়াতে Sir Herbert Stanley'র শাসনে ভারত-বাসীর বিশেষ কোন সুবিধা নাই—পারতপক্ষে ভারতবাসীকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় না। Livingstone সহরে ১০।১৫ জন মাত্র ভারত-বাসী আছে; সামান্য কার্য্যে তাহারা নিযুক্ত।

ভারতবিদ্বেষী Kenya'র প্রকৃত 'de-facto' শাসনকর্ত্তা Lord Delamere, আমাদের সহিত 'Falls' দেখিতে আসিয়াছেন। কেনিয়া নাইরোবি প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতবাসীর বিরুদ্ধে যত কিছু ব্যাপার হইয়াছিল ও হইতেছে, লর্ড ডেলেমেয়ারই তাহার মূল। তিনিই ঘোষণা করিয়াছিলেন যে ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্ট যদি স্থানীয় শ্বেত অধিবাসীর মতের বিরুদ্ধে ভারতবাসীকে উচ্চ পার্ব্বত্যপ্রদেশে (Highlands of Kenya) বাসাধিকার অধিকার দেন তাহা হইলে শ্বেত অধিবাসিগণ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে, বিদ্রোহী হইবে ও স্থানীয় গভর্ণরকে কারারুদ্ধ করিবে। এই পটকা-বাজীর ভয়ের ভান করিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর অবমাননা মঞ্জুর করেন এবং Mr. Rangacharia ও Mr. K. C. Roy এ সম্বন্ধে আন্দোলন করিবার জন্য যে বিরুদ্ধ দৌত্য লইয়া গতপূর্ব্ব বৎসর বিলাত গিয়াছিলেন, তাহাতে কোন ফল হয় নাই; সে তুলনায় আমাদের ডেপুটেশন অনেক অধিক কাজ করিয়াছে।

Lord Delamere'কে দেখিয়া ও কথাবার্ত্তা কহিয়া কোন সুখ বা তৃপ্তি পাওয়া গেল না। তাঁহার ব্যবহার সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ পাঠ করা গিয়াছে তাহা হইতে তাঁহাকে একটা ছ্যাব্‌লা গুণ্ডা বলিয়া ধারণা ছিল—প্রত্যক্ষ দেখা গেল, যে গুণ্ডা বটে, কিন্তু স্থবির গুণ্ডা; Kenya তে যথেষ্ট সম্পত্তি দখল করিয়া সেখানকার মুকুটবিহীন রাজা হইয়া বসিয়া আছেন—স্থানীয় গভর্ণরকে করপুত্তলিকারূপে পরিণত করিয়াছেন।

বিখ্যাত পর্য্যটক লিভিংষ্টোন Victoria Falls আবিষ্কার করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন; তাঁহারই নামানুসারে এই সহর ও নিকটস্থ জ্যাম্বিসী গর্ভস্থ এক দ্বীপের নামকরণ হইয়াছে; এখান হইতে ছয় শত মাইল উত্তর পশ্চিম পর্য্যন্ত Belgium Congo'র অধিকারভুক্ত

Elizabeth Ville পর্যন্ত্য রেলওয়ে গিয়াছে। কঙ্গোতে ইণ্ডিয়া রবার প্রভূত পরিমাণে জন্মে। এই রবার সংগ্রহ উপলক্ষে বেলজিয়ামের ভূতপূর্ব্ব রাজা Leopold (লিওপোলড্) কঙ্গোবাসিগণের প্রতি পাশব অত্যাচার করিতেন। সেই সকল ভীষণ অত্যাচারের প্রায়শ্চিত্ত গত মহাযুদ্ধে বেলজিয়ামকে করিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমান বেলজিয়াম-নরপতি প্রভূত সাহস ও তেজস্বিতার সহিত জর্ম্মনীর গতিরোধের চেষ্টা করেন এবং সমগ্র সভ্যজগতের ধন্যবাদভাজন হয়েন। গতবৎসর বেলজিয়াম নরপতি ভারতদর্শন করিতে গিয়াছিলেন; মহাযুদ্ধের সময়ে "লুভেয়ার" (Louvre) লাইব্রেরী-রক্ষার চেষ্টার পুরস্কার স্বরূপ বেলজিয়াম নরপতিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে D. C. L. উপাধি দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম—সময়াভাবে তাহা হইয়া উঠে নাই।

কারাপারা জাহাজ সকালে বন্দরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সকাল বেলা পহুমল (Pahumal) মহাজনের সমুদ্রতীরস্থ বাড়ীর বারান্দা হইতে কারাপারা জাহাজের বন্দর প্রবেশ দেখিতে পাইলাম। গতবারে 'বেরা'তে পহুমলের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, এবার তাঁহার ম্যানেজারের সনির্ব্বন্ধ আগ্রহে তাঁহার বাড়ীতে আহার ও রাত্রিবাস হইয়াছিল; অন্যান্য সহযাত্রীরা সেইখানে আহারের পর রেলওয়ে ষ্টেশনে রাত্রিবাস জন্য ফিরিয়া যাইয়া মশকদংশনে যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইয়াছেন। ভিক্টোরিয়া ফলস্ বেরা প্রভৃতি সকল স্থানই ম্যালেরিয়া প্রধান। কয়েকদিন ধরিয়া এখানেও কুইনাইন খাওয়া হইতেছে। প্রাতে রেলওয়ে সেলুনে ফিরিয়া গিয়া মশক-দংশনক্লিষ্ট সহযাত্রীগণের সমস্ত রাত্রি কষ্টের কথা শুনিয়া বড় দুঃখ হইল। জিনিষপত্র গুছাইয়া লইয়া জাহাজে উঠিবার উদ্যোগে সমস্ত সকাল ও দুপুর বেলা কাটিল, বেরাবাসী ভারতীয় মহাজনেরা যথেষ্ট ভদ্রতা ও আপ্যায়ন দুই দিন ধরিয়া করিয়াছেন; ট্রলীর সাহায্যে সহর দেখাইয়া যতদূর সম্ভব অতিথি

সৎকার করিয়া আপ্যায়িত করিয়াছেন। বেরা পর্ত্তুগীজ অধিকার ভুক্ত; ঐখানে ভারতবাসীর বিশেষ ক্লেশ ও গ্লানিকর কারণ নাই—ডেলাগোয়াবেতেও নাই; অথচ ইংরাজ অধিকারে আমাদের নিদারুণ যন্ত্রণা কেন হয়, ইহার তথ্য নিরূপণ ও প্রতিকার প্রয়োজন। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারত-বিদ্বেষী বিল স্থগিত রাখিয়াই আমাদের চেষ্টার শেষ হওয়া উচিত নহে। সরকারপক্ষীয় ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে আলোচনা অনধিকার চর্চ্চা মনে করিলেও, আমি নিরস্ত থাকিতে পারিব না। সরকারমুখাপেক্ষী হইয়া দেশবাসীর স্বার্থ সম্বন্ধে অমনোযোগীতা উচিত নয়।

'ভিক্টোরিয়া ফলস্' হইতে ২৭শে এপ্রিল রওনা হইয়া পরদিন প্রাতে বুলায়েও (Bulawayo) পৌঁছি। সেখান হইতে প্যাডিসন সাহেবের স্ত্রী বিলাত যাইবার জন্য Cape Town এ পুনর্যাত্রা করিলেন আমাদের সেলুন ওয়াঙ্কি স্যালিসবরী, অমতালী (Wankee, Salisbury Umtali) প্রভৃতি সহর হইয়া বেরা Bera ২৯শে এপ্রিল তারিখে পৌঁছিল।

বুলায়েও হইতে ১৪ মাইল দূরে 'Khami ruins' খামী নগরের ধ্বংসাবশেষ—দেখিতে মোটরে যাইলাম।

খামী নদীর ধারে ভিন্ন ভিন্ন পাহাড়ের উপর পুরাতন সহরের প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ আছে। Zimbwabee ধ্বংসাবশেষ অপেক্ষা এ স্থান আধুনিক বলিয়া খ্যাত। Fort Victoria হইতে Zimbawabee যাইতে হয়; আরও দুইদিন পথে বিলম্ব করিতে না পারিলে সে স্থানে যাওয়া যায় না। Zimbwabeeতে অনেক প্রাচীন স্বর্ণখনির ধ্বংশাবশেষ আছে। কেহ কেহ—মনে করেন বলিব না—কল্পনা করেন এই স্বর্ণখনি হইতে রাবণের স্বর্ণলঙ্কার সোণা সরবরাহ হইত। স্বর্ণলঙ্কা কিংবা তাহার নিকটে কোনও সোণার

চিহ্ন পাওয়া যায় না। সেই কল্পনার টানে এমন কথারও প্রসঙ্গ হইয়াছে যে এইখানেই কোনখানে—দক্ষিণ আমেরিকায় নয়—মহীরাবণ ও অহিরাবণের রাজ্য ছিল। পবননন্দন হনুও রামলক্ষণের সহিত সেখানে নীত হইয়াছিলেন, চতুরতার সহিত মহীরাবণ বধে সহায়তা করিয়াছিলেন। বুঝি অদূরে নীলপদ্মের সন্ধানও বা লইয়া গিয়াছিলেন এবং অকাল বোধনের সময়ে তাহা সংগ্রহ করেন।

হাসি তামাসার কথা ছাড়িয়া দিলেও একটা আশ্চার্য্যের বিষয়—এবং প্রামাণিক কথা এই যে Zimbwabee স্বর্ণখনির আশে পাশে বহুতর অতিকায় শিবলিঙ্গ এখনও দেখা যায়। পরম শৈব রাবণের রাজ্যান্তর্গত না হইলেও এ প্রদেশ অতি প্রাচীনকালে এবং অজস্র স্বর্ণ-প্রসব সময়ে শৈবগণের বাসভূমি ছিল ইহা বিচিত্র নহে। বুলায়েও হইতে ১৫ মাইল দূরে নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ের উপর Cecil Rhodes'এর সমাধিস্থান আছে—জায়গাটার নাম হইয়াছে "View of the world"—"World's View"। বুলাওয়ে প্রদেশের শেষ স্বাধীন কাফির নরপতি Lolengula'র সমাধিস্থান এই পাহাড়ের উপর গুপ্তস্থানে আছে। কাফির জাতির দমনকর্ত্তা রোডস্'এরও বাসনামত তাঁহার সমাধি এইখানেই হয়। আফ্রিকার প্রাচীন জাতিগণ সব ধ্বংস-মুখে যাইতে বসিয়াছে। শিকারীর হাতে বন্যজন্তুও সব লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে; সেইজন্য মেটাপোস্ যাইবার পথে প্রকাণ্ড জঙ্গল ঘিরিয়া হিংস্র অহিংস্র সব বন্যজন্তু রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। সেখানে শীকার করা নিষেধ। বন্যজন্তু রক্ষার উপায় হইয়াছে; কিন্তু মানুষ রক্ষা করে কে?

Cecil Rhodesর জীবনচরিত অতি আশ্চর্য্য। কিশোর বয়স্ক Rhodes যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইয়া হয় মরিব না হয় অরোগী হইব এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া স্কট্‌ল্যাণ্ড হইতে দক্ষিণ আফ্রিকায় আসেন। জলবায়ুর

গুণে তিনি অচিরে রোগমুক্ত ও সুস্থকায় হইলেন। অদম্য চেষ্টা ও অধ্যবসায় গুণে অশেষ বৈষয়িক উন্নতি করিলেন, রাজপুরুষগণের কৃপা-ভাজন হইলেন এবং পরিশেষে রাজনীতিক্ষেত্রে মুকুটহীন একেশ্বর অধিপতি হইলেন। Transval এবং Orange River Free State প্রদেশে হীরক এবং স্বর্ণখনির বাহুল্য তাঁহার লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছলে বলে কৌশলে তাহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। পূর্ব্ববারের বোয়ার যুদ্ধে গ্লানি লাঞ্ছনার কথা, Majuba Hill পর্ব্বতে বিষম পরাজয়ের কথা স্মরণ করিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধে অনিচ্ছুক। তখন Cecil Rhodes, Dr. Jameison এবং অন্যান্য বন্ধুর সাহায্যে "পায়ে পা বাধাইয়া" ঝগড়া করিবার জন্য নিজেরাই প্রিটোরিয়া রাজধানীর বিরুদ্ধে এক খেলা ঘরের অভিযানের সৃষ্টি করেন, পরাভূত হইয়া ধৃত হয়েন এবং President Kruger কর্তৃক কারারুদ্ধ হন, কাজেই বিবাদ বাধিল, বোয়র যুদ্ধের অবতারণা হইল—অছিলা হইল যে ভারতবাসীর প্রতি বোয়রেরা অমানুষিক অত্যাচার করে।

Cecil Rhodeaর জয়জয়কার হইল। ইউনিয়ান গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর ভাগ্যবিপর্য্যয় গুরুতররূপে ঘটিল।

Cecil Rhodes সর্ব্বগ্রাসী লালসার বশীভূত হইলেও ব্যক্তিগত ভাবে অদ্ভুত ত্যাগীও সংযমী পুরুষ ছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ বিলাসিতা বর্জ্জিত ছিলেন এবং নিজের লাভ, সমৃদ্ধি বা ব্যক্তিগত গৌরবের আকাঙ্ক্ষায় কোনও কার্য্য করেন নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জয়কেতন সর্ব্বজয়যুক্ত হউক এই ছিল তাঁহার নিত্য কামনা, উপাসনা-মন্ত্র ও শয়ন-স্বপনের ধ্যান। অমিত ধনশালী হইয়াও তিনি নিজার্থে ব্যয়কাতর ছিলেন, বিবাহ পর্য্যন্ত করেন নাই। নিষ্কাম উগ্র-তপস্বীর ন্যায় ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির ধ্যানে সতত মগ্ন থাকিতেন। সে পথে কাঁটা থাকিলে তাহা পদাঘাতে দূর করা তাঁহার নিত্য ও অদম্য প্রতিজ্ঞা। তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য তিনি জন-সেবার জন্য দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সুরম্য বাসভূমি Gruit Shekeer—ডচ উচ্চারণ খ্রুট স্কীয়ার—ইউনিয়ান গভর্ণমেণ্টের প্রধান রাজমন্ত্রীর বাসের জন্য উৎসর্গীকৃত।

কেপ ইউনিভার্সিটী সংস্থাপনও পরিচালন সম্বন্ধে তিনি কত টাকা দিয়া গিয়াছেন তাহা বলা যায় না। সেই টাকায় টেবল্ পর্ব্বতের গায়ে বিরাট সুরম্য ও কার্য্যোপযোগী বিশ্ববিদ্যালয় মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। বিলাতের কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড ও অন্যান্য বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বহু অর্থ দিয়া গিয়াছেন; দানের সর্ত্ত এই যে সাম্রাজ্যের সকলপ্রান্তের যুবকগণ Cecil Rhodes বৃত্তি পাইয়া সকল বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভের চেষ্টা করিবে। সাম্রাজ্যের বাহিরে সুদূর আমেরিকার ছাত্রেরাও এ অধিকারে অধিকারী। ১৯১২ সালে, ১৯২১ সালে, ১৯২৫ সালে ক্রমাগত চেষ্টা করিয়াও ভারতীয় ছাত্রগণকে এ অধিকার যোগাড় করিয়া দিবার কৃতার্থতা আমার ভাগ্যে হয় নাই। আফ্রিকার কালা অধিবাসীরাও এ অধিকার গণ্ডীর বহির্ভূত।

বুলায়েও, স্যালিসবরী, আমতালী প্রভৃতি স্থানে ভারতবাসী অনেকে দেখা করিতে আসিলেন, নানা দুঃখের কথা জানাইলেন—সে সব বিষয়ে অনুসন্ধান ও প্রতিকার প্রয়োজন; কিন্তু সর্ব্বস্থানেই এক কথা—পরস্পরে মিল নাই, বিষম দলাদলি। আমতালীতে দশ মিনিটের জন্য সেলুনে দেখা করিতে আসিয়াই দুই দলে হাতাহাতির উপক্রম হইল। সকল স্থানে শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্য-বিধির প্রতি দৃষ্টি কম ও বিষম প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এ অবস্থায় প্রবাসী ভারতবাসীর অবস্থার উন্নতির পক্ষে কত বাধা, তাহা বোঝা কঠিন নয়। সব জায়গায় এক কথাই বলিতেছি কিন্তু 'চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী!' বুলায়েরও দশা তাই, কেবল

'ভিক্টোরিয়া ফলস' যাইবার পথে বুলায়েও পৌছিবার পূর্ব্বে ম্যাফিকিং সহরে (Mafeking) এ কথা শুনি নাই।

বুলায়েও হইতে বেরার পথে প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় চমৎকার—পাহাড়, জঙ্গল, নদীও আছে; মরুভূমির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, ক্ষেত-খোলা যথেষ্ট দেখা যায়—তুলা, তামাক, জনার প্রভৃতির চাষ যথেষ্ট হয়—বিশেষতঃ পর্ত্তুগীজ অধিকারভুক্ত প্রদেশে ক্ষেতখোলার প্রাচুর্য্য। ভারতবাসীরও ইহাতে অধিকার আছে—ইংরাজ অধিকারে তাহারা সে অধিকারে বঞ্চিত।

সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত শোভা এ প্রদেশে বড় সুন্দর। পূর্ব্বগগনে পূর্ণচন্দ্রোদয় হইতেছে, পশ্চিমে সূর্য্য অস্তগামী—ইহার শোভা বেরা পথে যাহা দেখিয়াছি, তাহা কখনও ভুলিব না। বন-ফুলের শোভাও অজস্র; রেলের ধারে স্থানে স্থানে কত কুমুদ কহ্লার ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহা বলিবার নয়। কোথাও কোথাও নীলপদ্মসম্ভার দেখিয়া নয়ন, মন তৃপ্ত হইল। লঙ্কাধামে অকাল বোধন অবসরে পবননন্দন কি কুসুম চয়ন এই খানেই করিয়াছিলেন? 'ভিক্টোরিয়া ফল্‌স্'এর পথে কারু ও কালাহারী মরুভূমির ভীষণ দৃশ্যের পর এ দৃশ্য বড় ভাল লাগিল; অনেক জায়গায় ভারতবর্ষের মত দৃশ্য—তবে লোকজন বড় কম।

২৯শে এপ্রিল বেলা ১২টার পর বেরা পৌছিলাম। ১৩ দিন সেলুন গাড়ীতে বাসের পর জমিতে পা পড়িল। দক্ষিণ আফ্রিকা গভর্ণমেন্টের সৌজন্যে রেলভ্রমণ সম্বন্ধে যতদূর সুবিধা হইবার হইয়াছে। রেলবিভাগের কর্ত্তা Sir William Hogg আসিয়া স্বয়ং কেপটাউন ষ্টেসনে তুলিয়া দিয়া যাওয়াতে, রেলকর্ম্মচারিগণ সমস্ত পথ ব্যস্ত ছিল। যথাসম্ভব সেবা করিয়াছিল। কেবল রোডেসিয়ার রেলাধ্যক্ষ Colonel Burney কিছু গোলযোগের চেষ্টা বুলায়েওতে করিয়াছিলেন; তাহার কারণ বোধ হয় যে তিনি ভারতবর্ষে কিছুদিন নিমক খাইয়াছিলেন।

বেরাবাসী ভারতপ্রবাসিগণ ষ্টেসনে দুই তিনবার আসিয়া, ফিরিয়া গিয়া পুনরায় ১ টার সময়ে আসিয়াছিলেন। চতুর্ভুজ, নাগ্রাণী প্রভৃতি পুরাতন, নূতন অনেক বন্ধু জুটিলেন। ট্রলীর সাহায্যে নগরভ্রমণ আবার হইল; দোকানপাট দেখা, পানভোজনব্যবস্থা সব গতবারের মতই হইল। দুঃখের সুখের কথা যতদূর সম্ভব হইয়া দীর্ঘ প্রবাসের পর আফ্রিকা ত্যাগ করিয়া ভারতযাত্রার জন্য জাহাজে উঠিবার উদ্যোগ চলিতে লাগিল।

জাহাজের অপেক্ষায় একদিন থাকিতে হইল। মহারাজ বালানন্দস্বামী ব্রহ্মচারী দক্ষিণ আফ্রিকা অবস্থান কালে যে আশীর্ব্বাদ-পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিতছিল, যে তাঁহার শিষ্য ন্যায়সাল্যাণ্ডের (Nyssaland) ডাক্তার শরৎচন্দ্র বর্ম্মণের সহিত যেন দেখা করি। আমি তাঁহার পত্রের উত্তরে লিখিয়াছিলাম, যে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ন্যায়সাল্যাণ্ডের ব্যবধান প্রায় কুমারিকা অন্তরীপ হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত। তাঁহার শিষ্যের সহিত দেখা হইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না; কিন্তু ঋষিবাক্যের সার্থকতা ও দৈবযোগ অচিন্ত্যনীয়! বেরা সহরের পথে ডাক্তার শরৎচন্দ্র বর্ম্মণের সহিত হঠাৎ দেখা হইল; মহারাজ তাঁহাকেও আমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। দেখা হইল, অঘটন ঘটনা ঘটিল—মহারাজকে এ বিষয়ে পত্র লিখিয়া শরৎবাবুর হাতেই দিলাম; তাঁহার সঙ্গে মহারাজ সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইল।

পরদিন রাত্রে জাহাজ (Dera Islam) ডেরাইস্‌লাম বন্দরের মুখে নোঙ্গর করিল। যুদ্ধের সময়ে জার্ম্মাণেরা নিজেদের দুইখানা জাহাজ বন্দরপ্রবেশের পথে ডুবাইয়া দিয়া শত্রুপক্ষের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করিয়াছিল। একখানা জাহাজ যুদ্ধের পর সরান হয়, দ্বিতীয়খানা বোমায় উড়াইতে গেলে বালি ঝরিয়া ও ধসিয়া প্রবেশপথ আরও বন্ধ

হইবে বলিয়া সেখানা যেখানে ছিল সেইখানেই আছে; পাশের রাস্তা dredge করিয়া জাহাজ যাতায়াতের পথ হইয়াছে।

অতএব রাত্রে বন্দরপ্রবেশ না করিয়া ভোরবেলা জাহাজ ডেরাএস্‌লাম বন্দরে ঢুকিল। সমুদ্র হইতে ডেরাএস্‌লামের ঘরবাড়ী বড় সুশোভন বোধ হইল—হরিৎবর্ণ শোভা জ্যাম্বিসীর তীরবর্ত্তী বনানী প্রদেশকে হারাইয়াছে। এখানে বর্ষা খুব বেশী। বৃষ্টির জন্য ও আলস্যবশতঃ আমার এ বন্দরে নামা হইল না। নূতন সহর, ছোট সহর, সাধারণ ঘরবাড়ী-রাস্তা ছাড়া আর কিছুই দেখিবার নাই বলিয়া অল্প সময়ের জন্য নামিলাম না।

এখানে যাত্রী উঠিল অনেক—ফার্ষ্ট ক্লাস, সেকেণ্ড ক্লাস ভরিয়া গিয়াছে, ক্যাবিনে স্থান নাই; বৈঠকখানা ঘর প্রভৃতিতে কোনও মতে সময় কাটাইতেছি।

আমাদের ডেরাএস্‌লাম আসিবার সংবাদ পূর্ব্বে ছিল না; সংবাদ পাইয়া 'Comrade' পত্রিকার সম্পাদক আব্বাসগণি, ব্যারিষ্টার আকবর প্রভৃতি অনেক লোক দেখা করিতে আসিলেন, আদর আপ্যায়ন করিলেন, ডেপুটেশনের কার্য্যের কৃতিত্বের তারিফ ইত্যাদি করিলেন। আমি খুব স্থির ধীর সংযতভাবে এ বাহাদুরী তারিফের অংশ গ্রহণ করিতেছি; আমার সহযোগিগণ উন্মত্তপ্রায়। এখনও কাজ অনেক বাকী, প্রথম সোপান গাঁথা হইয়াছে মাত্র। ডেপুটেশনের ভবিষ্যৎ সভ্যগণ যেরূপ কৃতিত্বের সহিত কাজ করিতে পারিবেন, তাহারই উপর ভবিষ্যৎ সাফল্য নির্ভর করিবে।

ভারতবর্ষের সংবাদপত্রে হিন্দুমুসলমান বিগ্রহ ও পরস্পরের মধ্যে বিষম দলাদলির সংবাদ পাইয়া মন নিতান্ত ব্যথিত হইল।

ডেরাএস্‌লাম জার্ম্মাণ অধিকারভুক্ত টাঙ্গানিকার রাজধানী। যুদ্ধের পর যখন বাজেয়াপ্ত হইয়া ইহার বর্ত্তমান শাসনভার ইংরাজের উপরে

পড়ে, তখন জার্ম্মাণী যে তাহা ফিরিয়া পাইবে তাহার সম্ভাবনা ছিল না। ৩০ লক্ষ বর্গ মাইল ব্যাপী দেশ—Sysil (পাটের ন্যায় একরূপ গাছ) তুলা, কফি প্রভৃতির চাষ যথেষ্ট হয়। এখন ইহার শাসনকর্ত্তা একজন ইংরাজ গভর্ণর—Land Office, High Court প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে; সমগ্র প্রদেশে প্রায় ১২ হাজার ভারতবাসী খাটিয়া খাইতেছে। সহরেই ৫ হাজার ভারতবাসী আছে, আর সাদা অধিবাসী কেবলমাত্র ২ শত। প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার দেশীয় কাফির এ দেশে আছে। ভারতবাসীর প্রতি বিদ্বেষ এখনও প্রকাশ্যে দেখা দেয় নাই; কিন্তু ভিতরে ভিতরে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। মোম্বাসা, ইউগ্যাণ্ডা, নাইরোবী, ট্যাঙ্গানিকা, উত্তর ও দক্ষিণ রোডেসিয়া, প্রভৃতি স্থানে ভারতবিদ্বেষের চিহ্ন দেখা দিয়াছে। এ সমস্ত প্রদেশ খাস ইংরাজের দখল—তাহাতে আসিয়া যায় না; প্রচ্ছন্ন ভারত-বিদ্বেষ এসব স্থানে যথেষ্ট আছে।

বেলা দেড়টার সময় ডেরাএস্‌লাম ছাড়িয়া ৪টার মধ্যে জাঞ্জীবারে জাহাজ পৌঁছিল। তখনও বৃষ্টি হইতেছিল—দূরে নীল জাহাজের সারি, তারপর সবুজ গাছের সার, তার কোলে জাঞ্জীবার সহরের সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রাচীনকলাসম্মত গৃহরাজি। জাহাজ হইতে ক্ষীণধারা বৃষ্টিপাতের সুন্দর যবনিকা, অপূর্ব্ব দৃশ্যের অবতারণা করিল। জাহাজের পশ্চাদ্‌ভাগে বিপরীত দৃশ্য; গাঢ় সবুজ জলের উপর সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া অন্যরূপ শোভার সৃষ্টি করিল—মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিলাম। আফ্রিকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রাচুর্য্যে প্রাণমন মোহিত হইয়াছে। রেলপথে বেরা পৌঁছিবার পূর্ব্ব সন্ধ্যায় পূর্ণিমারচন্দ্র প্রাচীমূলে উদিত হইতেছিল, পশ্চিমে সূর্য্যাস্ত—সে শোভা কখন ভুলিতে পারিব না। কারু ও কালাহারী মরুভূমি পার হইবার সময়ে ও জাম্বেসী-বক্ষে এবং ভিক্টোরিয়া ফল্‌সের নিকট সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয়ের যেঁ শোভা দেখিয়াছি, তাহাঁর তুলনা ভারতেও মেলে না।

জাঞ্জীবারে প্রায় দশ হাজার ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান আছে। আফ্রিকার অন্যান্য উপনিবেশে ভারতবাসীর প্রতি যে নিগ্রহ চলিতেছে, জাঞ্জীবার তাহা হইতে মুক্ত। জাঞ্জীবারের স্থলতান—নামে স্থলতান। এখানে বৃটীশ রেসিডেণ্ট আছেন। তাঁহার ক্ষমতাই অপ্রতিহত। স্থলতান নিজের প্রাসাদ ছাড়িয়া দিয়া পাশের ছোট একটি বাড়ীতে বাস করেন এবং সহরের বাহিরে একটী ছোট বাড়ী আছে। মাসে পনর হাজার টাকা বৃত্তি পান; তাহা হইতেই তাঁহার ভরণপোষণ ও কুপোষ্য পোষণ করিতে হয়। দাসত্বপ্রথা নিবারণ করিতে না পারায় প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ তাঁহার ক্ষুদ্র দ্বীপ-রাজ্যের স্বাধীনতা যায় ও তাঁহার রাজ্যভুক্ত মোম্বাসা দ্বীপ ও অন্যান্য প্রদেশ ইংরাজকে সামান্য করে বিলি করিয়া দিতে হয়। পূর্ব্বে বোম্বে গভর্ণমেণ্ট জাঞ্জীবারে কর্ত্তৃত্ব করিয়াছেন, এখন Colonial Government'এর জিম্মায় তাহা গিয়াছে। হাইকোর্ট আছে, ছোট আদালত আছে, ম্যাজিষ্ট্রেট আছে, স্কুল আছে, কাষ্টম হাউস, পুলিশ সবই অল্পবিস্তর আছে। উপনিবেশে যাত্রীরূপে বা ব্যবসায়বাণিজ্য করিতে যাহারা আসে ও বাস করে, তাহাদের উপর বিশেষ হাঙ্গামা নাই।

জাহাজ নোঙ্গর করিলে যে সব ব্যাপার সর্ব্বদা ঘটে, তাহার বর্ণনা বহুবার হইয়াছে, অতএব পুনরায় নিষ্প্রয়োজন। এডেন ও পোর্টসায়াদে জলডুবুরী সন্তরণকারীর যে বাহাদুরী পূর্ব্বে পূর্ব্বে দেখিয়াছি, বহুকাল পরে জাঞ্জীবারে তাহা পুনরায় দেখিলাম। জলে ডুবিয়া সিকী দুয়ানি আদায় করিতে গিয়া এক হতভাগ্য প্রাণ দিয়াছিল বলিয়া এডেন প্রভৃতি প্রদেশে তাহা বন্ধ হইয়াছে; কিন্তু এখানে এখনও চলিয়াছে। মিঃ অনন্তানী প্রভৃতি দেখা করিতে আসিয়া প্রথামত আদর, আপ্যায়ন ও নিমন্ত্রণ করিলেন।

রাত্রে জাহাজে গান বাজনা, নাচ তামাসার ছড়াছড়ি, মাঝে মাঝে

হল্লাও প্রায় হয়—এ যাত্রায় কিছু কম দেখিতেছি। ভারতীয় ডেকযাত্রী-গণের মধ্যে সানাই, বাঁশী, ফ্লুটের স্বরে নিত্য স্মরণ করাইয়া দিতেছে, যে বহুদিন প্রবাসের পর দেশ-মাতৃকার সমীপে পুনরায় যাইতেছি।

রাত্রি ভোর হইতে না হইতে জাহাজে দোকান পসারির মেলা বসিয়া গেল। জাঞ্জীবারের ধনকুবের সওদাগর জীবনজী তাঁহার মোটর লইয়া আমাদিগকে লইতে আসিলেন। যাইবার সময়েও তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলাম। জীবনজীর মোটরে তাঁহার বাগান-বাড়ী ও সমুদ্রধারের বাড়ীতে যাওয়া হইল—যাতায়াতে প্রায় ২৬ মাইল বেড়ান হইল; কলা, নারিকেল, শিমুল, আম ইত্যাদি গাছে দুইধারে যেন সাজান বাগান। জাঞ্জীবার দ্বীপের যেদিকে জাহাজ লাগিয়াছে, তাহার বিপরীত দিকে তাঁহার বাড়ী। ম্যালেরিয়ার ভয়ে সহরের নিকট বাগানবাড়ীতে না থাকিয়া দূরে সমুদ্রধারে বাড়ীতে মাঝে মাঝে বাস করেন। সহরের নিকট লবঙ্গ বাগান আছে। গতবারে দেখিয়াছিলাম—লবঙ্গ ফসল শেষ হইয়াছে। তখন লবঙ্গ-মাতৃকার শেষ দশা। এখন নূতন মুকুল ধরিয়াছে।

জাঞ্জীবারের রাস্তাঘাট, হাট, বাজারের নূতন বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। এক সময়েই আমাদের জাহাজ, ফ্রেঞ্চ্ জাহাজ, ইটালিয়ান্ জাহাজ কয়েকখানা বন্দরে লাগানতে সহর গুলজার—জিনিসপত্রের দামও বাড়িয়া গেল। বেলা ৪॥টার পর জাহাজ মোম্বাসার জন্য ছাড়িল; জাঞ্জীবারেও অনেক লোক উঠিল। আমাদের সঙ্গে বোম্বের যে যুবক-সওদাগর গতবারে আসিয়াছিলেন, তিনিও এই জাহাজেই আবার উঠিলেন; উপঢৌকন-স্বরূপ কিছু লবঙ্গ আনিয়াছিলেন।

ডেপুটেশনের চূড়ান্ত (Final) রিপোর্ট লিখিবার ব্যাপার চলিয়াছে। Bombay Backbay Reclamation'এর প্রধান Engineer Sir Lawless Hipper প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয়

হইতেছে। Mr. Goodwin নামক একজন British Farmer'এর সঙ্গে পরিচয় হইল; তাঁহাদের সম্প্রদায় দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষিবাণিজ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য আসিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সহিত সখ্য রাখিলে দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষকের ফসল সহজে কাটৃতি হইবে এবং শত্রুতায় সম্পূর্ণ বিপরীত ফল—ইহা বুঝাইতে বিশেষ কষ্ট হইল না।

ভারতবর্ষের সংবাদপত্রে বিস্তারিত বিবরণ দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম, যে দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থানকালে হিন্দুমুসলমান বিবাদের টেলিগ্রাফে যে সংবাদ পাইতাম, তাহা অপেক্ষা ব্যাপার বিলক্ষণ গুরুতর। ভারতবর্ষে নূতন নূতন রাজনৈতিক দল গঠনের চেষ্টা হইতেছে; কিন্তু এই সকল রাজনৈতিক-বিগ্রহের যথার্থ ও স্থায়ী শান্তি না হইলে কোন রাজনৈতিক উন্নতিই সম্ভব নহে ইহা কোন দলই বুঝিতেছেন না।

কৃষি বিষয়ে অনুসন্ধান জন্য Royal Commission নিযুক্ত হইয়াছে। এ সকল খেলানার সাহায্যে ভারতবর্ষের কোন উন্নতি সম্ভব নহে। চাষার পেটে ভাত নাই, বস্ত্র নাই, গৃহ নাই, হাল বলদ নাই, বীচধান নাই, সার দিবার সামান্য আয়োজন—কাস্তে, কুড়ুল, লাঙ্গলের ফলা কিনিবার বা রাজস্ব দিবার সংস্থান নাই—ইউনিভার্সিটী কমিশনের মত কমিশন বসাইয়া চাষের উন্নতির চেষ্টা দারুণ বিড়ম্বনা—রাজনৈতিক আন্দোলন বন্ধ ইহাতে হইবে না।

মোম্বাসাবাসী ভারতবর্ষীয়গণ গতবারে যেরূপ আদর আপ্যায়ন করিয়াছিলেন, এবারে ততোধিক ব্যবস্থা করিয়াছেন। ডেপুটেশনের কৃতিত্ব সংবাদ মোম্বাসায় পৌছিয়াছে—তাঁহারা আনন্দিত। গতকল্য জাহাজ বন্দরে পৌছিবার পর জগন্নাথ পাণ্ডে, আম্বালাল প্যাটেল, ব্যারিষ্টার মিঃ জীবনজী সদলে আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন এবং জাহাজ হইতে নামিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ডেপুটেশনের মেম্বরগণ নিজ ইচ্ছা ও সুবিধা মত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নামিলেন; আমি



স্থানীয় অধিবাসিগণের অনুরোধ উপেক্ষা না করিয়া তাঁহাদের সঙ্গেই যাইলাম।

প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরিয়া আলিবিশ্রাম নামক স্থানীয় খোজা মহাজনের স্থাপিত হাইস্কুল পরিদর্শন করিলাম। বিশ্রামজী এককালে বিশেষ সঙ্গতিসম্পন্ন লোক ছিলেন। ব্যবসায়ে তাঁহার অনেক লোকসান হয়। তাহার পূর্ব্বে এই স্কুল-গৃহ প্রায় ৪।৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যে স্থানে বিদ্যালয়-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, সেখানে জনমানবের বাস নাই বলিলেও হয়। তখন হইতেই স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ গণের ইচ্ছা ও চেষ্টা যে, এই স্থানেই ভারতবাসিগণকে একত্র করিয়া শ্বেত অধিবাসিগণের বাসস্থান হইতে দূর করা যাউক; এই অভিপ্রায়েই সরলবুদ্ধি আলি বিশ্রামজীকে প্রণোদিত করিয়া এতদূরে বিদ্যালয় স্থাপনা করা হইয়াছিল। বালকগণের ২ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া স্কুলে আসিতে বিশেষ কষ্ট হয়, সময় যায় ও পড়াশুনা, ব্যায়ামচর্চ্চা প্রভৃতির ক্ষতি হয়। হেডমাষ্টার দেশাই ও অন্যান্য শিক্ষকগণ সকলেই ইহা মনে করেন; কিন্তু এত টাকা খরচ করিয়া বিদ্যালয়-গৃহ নির্ম্মাণ হইয়া গিয়াছে। এখন উপায় নাই—উপরের ঘর সব পড়িয়া আছে, ভবিষ্যতে কলেজ হইলেও হইতে পারে। বিদ্যালয়ের বালকগণ স্বহস্তে সমুদ্রখাড়ীর ধারে স্নানাগার নির্ম্মাণ চেষ্টা করিতেছে।

জীবনজীর সৌজন্যে মোটরলঞ্চে করিয়া সমগ্র মোম্বাসা দ্বীপ প্রদক্ষিণ বিশেষ আনন্দপ্রদ হইল, সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যে নয়ন মন পুলকিত —পুনরায় জ্যাম্বিসী নদীবক্ষে ভ্রমণ তুল্য আনন্দ উপভোগ করিলাম। ভিক্টোরিয়া ফল্‌স্'এর উপর যেরূপ সতত রামধনুর দৃশ্য দেখা যাইত, সময়ে সময়ে সমুদ্র খাড়ীর উপরেও সেইরূপ দৃশ্য নয়নগোচর হইল। ডেপুটেশনের কর্ম্মের জয়ঘোষণা স্বরূপ আফ্রিকা পরিত্যাগ প্রাক্কালে উদিত রামধনু দুর্য্যোগান্তে আশাপ্রদ বাণীর সৃজন করিল।

ইউগাণ্ডার পথে কিয়দ্দূর বেড়াইয়া আফ্রিকার মেনল্যাণ্ড রেলওয়ে বেড়াইয়া আসিবার কথা ছিল, তাহা ঘটিল না। Mombassa Social Service League'এর পক্ষ হইতে বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহাও ত্যাগ করিতে হইল। পাঁচটার সময়ে কালিন্দিনীর বন্দর হইতে জাহাজ বাহির হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই মোম্বাসা ছাড়িল। অদ্ভুত সূর্য্যাস্ত শোভার মধ্যে পুনরায় Dropping of the Pilot অভিনয় দেখিলাম। এ সম্বন্ধে "য়ুরোপে তিনমাস" নামক পুস্তকে যাহা লিখিয়াছিলাম, পাঠকবর্গের বুঝিবার সুবিধার জন্য তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"বহুদিন পূর্ব্বে Punch-এ "Dropping of the Pilot" নামে একখানা মর্ম্মস্পর্শী ছবি দেখিয়াছিলাম—তাহার কথা মনে পড়িল। নানা উপলক্ষে অনেকবার সে ছবির কথা মনে পড়িয়াছে, আজও পড়িল। নবীন জার্ম্মান সম্রাট্ উইলিয়ম প্রাপ্তবয়স্ক ও নিজ জ্ঞানে কৃতকর্ম্মা। জার্ম্মান প্রাধান্যগত-প্রাণ বিজ্ঞ-প্রাচীন "লৌহ-সচিব" (Iron-chancellor) বিসমার্ককে ক্ষমতাচ্যুত ও অধিকার ভ্রষ্ট করিয়া নিজ কোমল-কঠিন হস্তে পূর্ণ ক্ষমতা যখন গ্রহণ করেন, তখন সেই ছবির সৃষ্টি হয়। ব্যঙ্গশিল্পিশ্রেষ্ঠ স্যার জন টেনিয়েলের তাহা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি; জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যপোতের কাণ্ডারী উইলিয়ম, জাহাজের ধারে দাঁড়াইয়া তাচ্ছিল্যভরে কৈশোরের কর্ণধার বিস্‌মার্কের ধীর ক্লান্ত অথচ গম্ভীর পদবিক্ষেপে নৌ-সোপান-পথে অবরোহণ দেখিতেছেন। অবনত মস্তক বিস্‌মার্ক শেষ-সোপানরজ্জু ধরিয়া ধীরে ধীরে সমুদ্রের বক্ষে নৃত্যশীল পাইলট্ বোটের উপর নামিতেছেন। জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের চির-কর্ণধার স্বাধিকার-প্রার্থী অবিমৃষ্যকারী কাপ্তেনের হস্তে নিজাধিকার প্রদান করিয়া অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎ বিপদ ভাবিতে ভাবিতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছেন। চিত্রখানি মর্ম্মে মর্ম্মে করুণ-কঠিন

ভাবপূর্ণ।" এ কথাগুলি মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বেই লিখিয়াছিলাম কে জানিত যে শীঘ্র—অতিশীঘ্র—বিসমার্কের আশঙ্কা ভীষণ আকারে ফলে পরিণত হইবে !

হাওয়া জোর বহিতেছে। সমস্ত দিন কখন বৃষ্টিতে কখন রৌদ্রে কাটিয়াছে। সন্ধ্যার সময়ে আকাশ মেঘনির্মুক্ত।

সোরাবজী রস্তমজী এতদিন ভারতবর্ষে ছিলেন। এখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরিতেছেন। ফিরিবার মুখে দক্ষিণ আফ্রিকা কংগ্রেস সভার সম্পাদকরূপে অভ্যর্থনাসূচক বিনাতারের সংবাদে আপ্যায়িত করিলেন। সংবাদপত্রপাঠও বহুদিন বন্ধ হইয়াছে। বিলাতের বিরাট ধর্ম্মঘটের সংবাদ বেতারে আসিতেছে—তা' ছাড়া সব সংবাদই বন্ধ।

মোম্বাসা হইতে ভারতীয় লোক অনেক উঠিয়াছে। অন্যান্য যাত্রীর মধ্যে নাকি একজন পোর্ত্তুগীজ খুনে আসামী আছে। ডেলাগোয়াবেতে ধর্ম্মঘট সম্পর্কে যে পুলিশ কমিশনার হত্যা হয়, এ ব্যক্তি তাহাতে সংশ্লিষ্ট ছিল। মোম্বাসা পুলিস তাহাকে ধরিতে আসিয়াছিল ; কিন্তু প্রকৃষ্ট সনাক্তের অভাবে তাহা পারে নাই।

লেডি হিপারের (Lady Hipper) মুখে শুনিলাম, যে লর্ড লিটন (Lord Lytton) ৪ মাসের ছুটী লইয়া বিলাত যাইতেছেন। স্যার হিউ ষ্টিফেনসন (Sir Hugh Stephenson) তাঁহার জায়গায় গভর্ণর থাকিবেন। পুরাতন সংবাদপত্রে দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলাম, যে ধার্ম্মিক জ্ঞানী ও দেশপ্রেমিক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর দেহত্যাগ হইয়াছে, মহারাজা নাটোর গিয়াছেন—আরও কে কে গিয়াছেন জানি না !

হাওয়ার জোর কমিয়াছে, যাত্রীদল প্রসন্নমুখে ডেকের উপর চলাফেরা করিতেছেন ; আমোদকারীর দল কমিয়া গিয়াছে বলিয়া খেলা-ধুলা কম।

ভারতবর্ষীয় যাত্রীদিগের সহিতও ক্রমশঃ আলাপ পরিচয় হইতেছে—তাহাদের সঙ্গে মেলামেশা করিতেছি, দুঃখের সুখের কথা শুনিতেছি। 'কড়ি দিয়া ডুবিয়া পার হওয়া' ভারতবাসীর কপালে সর্ব্বত্র—ডেক-যাত্রীদিগের সব সময়েই কষ্ট—শুইবার, বসিবার জায়গা নাই, মালে তাহা পরিপূর্ণ, স্নান শৌচের সুবিধা নাই, পানীয় জলের অভাব।

ঘড়ি আধঘণ্টা করিয়া আগাইয়া দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে, গরমও বাড়িতেছে।

এখন সকলেই 'দিবসগণনায়' তৎপর—বম্বে পৌঁছিতে আর মধ্যে পাঁচ দিন রহিল। বরাবর শিমলা যাওয়া স্থির বলিয়া রাশীকৃত পত্র লিখিতে হইতেছে।

কাল এক মৃত হোয়েল (তিমি) মৎস্য জাহাজের পথে দূরে দেখা গিয়াছিল। আজ এক জীবিত তিমি মৎস্যও দেখা গিয়াছে। শুশুকের ক্রোশব্যাপী নৃত্য মাঝে মাঝে দেখা যাইতেছে; উড্ডীয়মান্ মৎস্যও মাঝে মাঝে দলে দলে উড়িতেছে। মোম্বাসা হইতে প্রায় অর্দ্ধ পথ আসা হইয়াছে। যে গতিতে মোম্বাসা হইতে ছাড়িয়াছিল, সে গতিতে বরাবর চলিলে কালই বম্বে পৌঁছিতে পারিতাম; কিন্তু ১৫ই মে জাহাজ পৌঁছিবার কথা—অতএব গতি মন্দ হইয়াছে। গতকল্য ৩০০ মাইলের বেশী আসা হয় নাই। সমুদ্র বড় স্থির ধীর, যেন সাধারণ জলাশয়ের মত—তরঙ্গ-ভঙ্গের নাম মাত্র নাই, কেবল জাহাজের গতিতে নীলাঞ্চলের সাদা লেশের যে শোভা, তাহারই অভিনয় মাত্র হইতেছে। আফ্রিকার বনপথে ও মরুভূমি-মধ্যে "বর্ণ-রূপের" যে শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হইয়াছিল, সূর্য্যোদয়ে বা সূর্য্যাস্তের সময়ে সেইরূপ নিত্য অপূর্ব্ব শোভা দেখিতেছি।

সমুদ্রবক্ষে নিত্য চণ্ডীপাঠ হইতেছে। ভগবদ্-ভক্তি-তরঙ্গমধ্যে

নিজেকে ডুবাইয়া দিবার, ভাসাইয়া দিবার এমন অবকাশ ত আর পাওয়া যাইবে না।

বহুকাল পরে দেশে ফিরিতেছি, অথচ বাড়ী যাওয়া হইবে না, সিমলা হইয়া যাইতে হইবে; অতএব কলিকাতায় পৌছিতে বিলম্ব হইবে। কর্ম্ম শেষ করিয়া একেবারে যাওয়াই ভাল বলিয়া সিমলা যাওয়া হইতেছে। নূতন লাট আরউইন কার্য্যে কৃতিত্বের জন্য সন্তোষ প্রকাশ করিয়া সিমলা যাইবার নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তবে কোন সভ্য যদি বাড়ী হইয়া সিমলা যাইতে চা'ন তাহাতেও আপত্তি নাই। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন মেম্বর—যে যার বাড়ী হইয়া আসিতে বিলম্ব হইতে পারে বলিয়া একত্রই সিমলা যাওয়া স্থির হইল। এত কষ্ট অসুবিধা যখন সহ্য করা গেল, তখন আর ১০।১৫ দিনের জন্য কি আসিয়া যাইবে! ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-আফ্রিকার বিস্তর লোককে বিস্তর চিঠিপত্র লিখিতে হইল। বহুদিনের ভ্রমণ-কাহিনীও লেখা হয় নাই—কিছু কিছু করিয়া তাহাও হইতেছে—চূড়ান্ত রিপোর্ট লেখাও হইতেছে।

বোম্বে পৌঁছিতে আর সামান্য কয়েক মাইল মাত্র বাকী আছে। মধ্যে শুক্রবার অতীত হইলে শনিবার ভোর কিম্বা শুক্রবার রাত্রেই জাহাজ বোম্বের নিকট পৌছিবার কথা। দিন গণনা গিয়া এখন মুহূর্ত্ত গণনা আরম্ভ হইয়াছে। গৃহোন্মুখী যাত্রীগণের মধ্যে কথা হইতেছে; কিন্তু সময়ে সময়ে এমন দিন আসে—যখন মধ্যের দিন না কমিয়া কিছু বাড়িলে যেন ভাল হয়, ফিরিবার পথে হঠাৎ আজ সেইরূপ দিন আসিয়া পড়িয়াছে।

সিমলা হইয়া আমার যাওয়া স্থির হওয়ায় সেইরূপ পত্র ব্যবস্থা হইতেছিল; কিন্তু নিখিলকে একাকী অসুস্থ অবস্থায় দীর্ঘপথ পাঠান যায় না বলিয়া ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে হইল। সহকর্ম্মিগণ প্রথমে

যাইয়া নূতন লাটসাহেব ও গবর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট দাখিল করুন; নিজ নিজ কর্ম্মের প্রশংসালাভ করুন—আমার তাহাতে সুখ বই দুঃখ নাই।

আমার সিমলা যাওয়া হইবে না বলিয়া রিপোর্টের বাকী অংশ তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া লইবার জন্য সহকর্ম্মিগণ জেদ করিতেছেন। পাঁচমাস গুরুতর পরিশ্রম ও চেষ্টার পর এরূপ রিপোর্ট ধীরে সুস্থে ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রস্তুত করাই ভাল। কিন্তু আমার একার সুবিধা অসুবিধার জন্য কালবিলম্ব করিতে অনুরোধ করিতে পারি না। গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ্য ও গোপনীয় রিপোর্টের জন্য ভিক্টোরিয়া ফল্‌সে তার দিয়াছিলেন—পথে সে কাজ হওয়া সম্ভব হয় নাই। জাহাজের ভিড়েও তাহা হয় নাই। মোম্বাসার যাত্রী কমিয়া যাইবার পর কাজ আরম্ভ হইয়াছে, তাড়াতাড়ি যা হয় করিয়া রিপোর্টের কাজ শেষ করিতে হইতেছে - ইহা আমার মনোমত নয়; কারণ এই রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া ভবিষ্যৎ কন্‌ফারেন্সের কাজ হইবে। সে কন্‌ফরেন্সের সহিত আমার সম্পর্ক থাকিবার সম্ভাবনা নাই; সেই জন্য আমি ধীরে সুস্থে রিপোর্ট শেষ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। গুরুতর অনেক বিষয়ে মতভেদ হইয়াছে; এ সকল অপেক্ষাকৃত সামান্য বিষয় লইয়া মতভেদ করা আমার ইচ্ছা নহে।

বোম্বে বন্দরে পৌছিবার বৃত্তান্ত, বোম্বের দৃশ্য, বোম্বে হইতে পথের দৃশ্য বহুবার বর্ণিত হইয়াছে—এতএব সেই সকল বিষয়ের পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন। বোম্বে পৌছিয়া একটা বিষয়ে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইতে হইল—সে কথাও কিছুমাত্র ইঙ্গিত না করিলে আখ্যায়িকা অসম্পূর্ণ থাকিবে। ভারত-গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে এবং ভারত-গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি ও দূতরূপে ভারতের বাহিরে যে সম্মান, সুবিধা ও সৌজন্যে তৃপ্ত হইয়াছিলাম, ভারতে পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা যাদুকরী

মোহমায়ার ন্যায় অতর্কিতে অন্তর্হিত হইল। কোথায় দক্ষিণ আফ্রিকার শত উপদ্রব ও বিভীষিকার মধ্যেও স্পেশাল ট্রেণ, স্বতন্ত্র সেলুন, স্বতন্ত্র মোটরকার, স্বতন্ত্র হোটেল প্রভৃতির সুবিধা, আর কোথায় বোম্বে-বন্দরে পৌছিয়া "ভিক্টোরিয়া" শকট চালকের দ্বন্দ্ব বিবাদ ও কাষ্টম্-কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত ভীষণ বিসম্বাদ। "মাথায় করিয়া আনিয়া পায়ে ছানার" অভিনয় চলিতে লাগিল; ডেপুটেশনের মেম্বর, সেক্রেটারী প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ প্রাণ সামলাইবার জন্য, মাল সামলাইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত। না কোন গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি, না কোন প্রজাপক্ষের প্রতিনিধি, না রেলওয়ের কোন বন্দোবস্ত, না কোন আদর অভ্যর্থনা, সম্বর্দ্ধনা, অভিনন্দন! সিমলাযাত্রীগণ সিমলা পথে যাইলেন; আমি ও নিখিলচন্দ্র জঘন্য এক পুরাতন ফার্ষ্ট ক্লাস গাড়ীর উপর নীচের বাঙ্কে আশ্রয় পাইয়া স্বদেশে পৌছিলাম।

ব্যক্তিগত অসুবিধা উল্লেখ করিবার জন্য একথা অবতারণা করিলাম না। ভারতবাসী ভারতের বাহির হইতে আসিয়া সকলেই এরূপে বিপন্ন হয়—একথা জানা প্রয়োজন। বিলাতে এবং অন্যান্য দেশে সমূহ আদর আপ্যায়ন ভোগ করিয়া দেশে ফিরিয়া দেশবাসী মাত্রেই এ কথা অনুভব করিয়াছি।

ক্রোড় অধ্যায়

মূষিক-প্রসব

দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিয়াও সমস্যাপূরণ সম্বন্ধে যখন যে চেষ্টা সম্ভব হইয়াছে, তাহা করিতে ত্রুটি করি নাই। এ সম্বন্ধে ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্‌এর বিখ্যাত ফিলাডেলফিয়ার একাডেমি অব পলিটিকাল এণ্ড সোসাল সায়ান্সের কর্তৃপক্ষগণ মতামত প্রকাশের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। কথা ছিল আমেরিকাতে যাইয়া এ বিষয়ে এবং ভারতের অন্যান্য প্রসঙ্গে কয়েকটী বক্তৃতা করি। সময়, সুযোগ ও সুবিধার অভাবে তাহা ঘটে নাই। এই নিমন্ত্রণ স্বীকার উপলক্ষে যে প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল তাহা উক্ত সভার আনুকূল্যে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। সিমলা, দিল্লী কাউন্সিলের সভ্য পদত্যাগ জন্য বড়লাট লর্ড আরউইনের সহিত এ প্রসঙ্গ অলোচনার অবকাশ কমিয়া গেল এবং Assisted Repatriation প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ে বিষম মতদ্বৈধ বশতঃ গভর্ণমেণ্টের সহিত যথেষ্ট মনান্তর ঘটিল। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে আমাদের ফিরিবার পর ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিগণ যখন ভারতীয় অবস্থার পর্য্যবেক্ষণ জন্য ভারতবর্ষে আসেন, কলিকাতায় তাঁহাদের অবস্থান কালে গভর্ণমেণ্টের আমন্ত্রণ অনুসারে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলাম, আদর অভ্যর্থনা, সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলাম, অহর্নিশ সঙ্গে থাকিয়া সকল কথা বুঝাইবার যত্ন করিয়াছিলাম, ফলও কিছু ফলিয়াছিল।

তাঁহারা দেশে ফিরিয়া যাইবার পর ১৯২৭সালে ভারত গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে আমাদের নির্দ্দেশ অনুসারে পুনরায় Conference হয়,

ভাবের আদানপ্রদান হয়। ১৯৩১ সালেও দ্বিতীয় Conference-র অধিবেশন দক্ষিণ আফ্রিকায় হইয়াছিল তাহা উল্লেখ করিয়াছি। এই কয়েক বৎসরে Right Honourable Sirnivas Sastri, Sir Kurma Reddi, কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট Tyson সাহেব (এক্ষণে বাঙ্গালার লাট সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী) ক্রমান্বয়ে নবপ্রতিষ্ঠিত হাই কমিশনার পদে প্রতিষ্ঠিত হন এবং ভারতবাসীর শিক্ষা প্রভৃতির সম্বন্ধে আংশিক উপকারের চেষ্টা করেন। ডার্ব্বানে মৎপ্রদর্শিত পথে ভারতবাসীদিগের জন্য এক কলেজ স্থাপিত হয়—শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর নামে সেই কলেজ "শাস্ত্রীকলেজ" নামে অভিহিত হইয়াছে।

উত্তর রোডেসিয়া ও সিলোনের (Ceylone) ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর স্যার হারবার্ট ষ্টান্‌লির হাই কমিশনার হইবার কথা হইয়াছিল, তাহা ঘটে নাই। পাঞ্জাব হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি Sir Quadir ও তৎপরে স্বর্গীয় রাজা সার হরনাম সিংহের পুত্র সিভিলিয়ান কানোয়ার মহারাজ বাহাদুর সিং হাই কমিশনার নিযুক্ত হন।

প্রলোভন দেখাইয়া কিম্বা জবরদস্তি করিয়া ভারত-প্রবাসী যে সকল ঔপনিবেশিকগণের আধুনিক প্রচলিত নিয়মানুসারে দেশে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইতে হইতেছে, তাহাদের সকলের সম্বন্ধেই এই কথা—ইহা অপেক্ষা কষ্টদায়ক কথা খাটে। এক পুরুষ কিম্বা দুই পুরুষ পূর্ব্বে যাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ দক্ষিণ আফ্রিকার উপকারার্থ প্রবাসে গিয়াছিলেন, তাহাদের পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রগণ না জানে ভারতের কোন ভাষা, না জানে তাহাদের বংশের পূর্ব্বপরিচয় বা বাসস্থান, না আছে তাহাদের প্রচুর অর্থসংস্থান, না তাহাদিগকে ভারতবর্ষে কেহ কোন স্থান দেয়। Repatriation Scheme'এর বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগকে দেশে ফিরান হইল, অথচ দেশে তাহাদের কোথাও স্থান

নাই—তাহারা সম্পূর্ণ অস্পৃশ্য ও অবাঞ্ছনীয়। তাহাদিগকে এই নিয়মের বশবর্ত্তী করিয়া এখানে আনা নিতান্ত ভ্রম ও অন্যায়—একথা তীব্রস্বরে আমি বহুবার বলিয়াছি এবং নিম্নতম কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট ইহা আমার গুরুতর অপরাধ। আমাদের ডেপুটেশন ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে দক্ষিণ আফ্রিকার ডেপুটেশন এখানে আসিয়াছিল এবং এখান হইতে ও সরকার পক্ষ হইতে একাধিকবার দক্ষিণ আফ্রিকায় ডেপুটেশন গিয়াছে। সকলেই এই Repatriation Scheme সমর্থন করিয়াছেন। আমি ইহার ঘোর বিরোধী। যেদিন বড়লাট লর্ড রেডিং আমায় দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠান, সেইদিন আলিপুর বেলভেডিয়ার প্রাসাদে তাঁহার ঘরের দরজা পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে আসিয়া, উচ্চৈঃস্বরে আমায় বারম্বার বলিয়াছিলেন—লোভ দেখাইয়া বা জোর করিয়া দেশে লোক ফিরাইবার আমি পক্ষপাতী নহি। এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, আবার স্মরণ করিতেছি ও করাইতেছি। আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে লর্ড আরউইনও আমার এ মতের কথঞ্চিৎ সমর্থন করিয়াছিলেন; কিন্তু পরবর্ত্তী ডেপুটেশনের মেম্বারগণ তাহা না করাতে বিশেষ অনর্থ ঘটিয়াছে। উপনিবেশপ্রত্যাগত অনেক লোক আমাদের "Refuge" নামক অনাথাশ্রমে স্থান লইতে বাধ্য হয়। তাহাদের নিকট আমরা সর্ব্বদা প্রত্যাগত ভারতবাসিগণের অমানুষ কষ্ট ও লাঞ্ছনার পরিচয় পাই। যাহা বলিয়াছি, তাহা আবার বলি—জোর করিয়া বা লোভ দেখাইয়া এই মুষ্টিমেয় ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণকে দেশে ফিরাইয়া আনিবার নিয়ম নিতান্ত যুক্তি ও নীতি বিরুদ্ধ। যে ডেপুটেশন ১৯৩১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারত গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা যদি আমার এই চিরপ্রচলিত মতের সমর্থন করিতেন, তাহা হইলে আমার দক্ষিণ-আফ্রিকা-দৌত্য সম্পূর্ণ সফল হইত, তাহা হয় নাই।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সকল স্থানের অধিবাসিগণেরই উপনিবেশ-যাত্রার সম্যক্ অধিকার আছে—তাহা কেবল ভারতবাসীর পক্ষেই নিষিদ্ধ, ইহা অপেক্ষা গ্লানিকর আত্মসম্মান ও জাতি সম্মানের প্রতি আঘাত অসম্ভব। বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে সমূহ প্রতিকার না করিলে স্বায়ত্ত-শাসনচেষ্টা সবই বিফল ও হাস্যকর।

দূর উপনিবেশে যাহা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে নিকটেও তাহাই ঘটিতেছে Ceylone, Singapur, Malaya প্রভৃতি সকল স্থানেই এই এক করুণ-কাহিনী। ভারতের "কুলি"কে এই সকল স্থানেই "মাথায় করিয়া লইয়া গিয়া পায়ে দলান" হইতেছে কর্ম্ম শেষে তাহাদিগকে মির্ম্মমভাবে বিতাড়িত করা হইতেছে। যে বলে যে ভারতবাসী "উপনিবেশ-প্রবৃত্তি-পরাঙ্মুখ" "ঘরমুখো" "কুনো" "অপদার্থ" নাগরিক সে অজ্ঞ অথবা মিথ্যাবাদী। সুবিধা, সাহায্য ও উৎসাহ পাইলে স্বাধীন দেশের লোকের ন্যায় এইরূপ পরিশ্রমী কৃতিও সর্ব্ববিষয়ে নির্ভর যোগ্য ঔপনিবেশিক দুর্লভ। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইহা দেখিয়াছি ও বুঝিয়াছি। অন্যান্য সকল স্থানেই এই একই কাহিনী, এখন মালায়াদ্বীপেও এই ব্যাপার চলিয়াছে। সে বিষয়ে ইংরাজ পরিচালিত সংবাদ পত্রে প্রকাশ :—

"But as far as Malaya is concerned none will deny the big part that the Indian labourer has played in the economic development of Malaya and certainly the people of this country, neither the ruling race nor the indigenous inhabitants, wish to turn the Indian labourer out of Malaya. On the contrary he is very welcome here. Docility, loyalty to his Master and his simple mode of living have made the Indian

labourer in great demand." * * * "The policy of the Labour Department in repatriating large numbers of Indian Labourers has been criticized in the Malayan Press etc."

সহৃদয় গুণজ্ঞ এবং সত্যপ্রিয় বিদেশী মাত্রেই ভারতীয় ঔপনিবেশিকের এই সকল গুণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন অথচ 'লঙ্কা ডিঙ্গাইবার' বেলা তাঁহার স্বজাতি দলবলের কেন 'মাথা হয় হেট' এতথ্যের নিরাকরণ এখনও হয় নাই সার্ব্বজনীন বিশ্বজনীন মঙ্গলের জন্য এ তথ্য নিরূপণ করিতেই হইবে। Yellow peril এবং Black perilএর ভয়ে যাঁহারা নিত্য ভীত তাঁহারা প্রাচ্যে White peril আতঙ্ক কথা ভুলিয়া যাওয়া সম্পূর্ণ নিরাপদ্ নহে।

এ সমস্যার পূরণ করিতেই হইবে তৎকল্পে বিন্দুমাত্রও সাহায্য-কল্পনায় এই গ্রন্থ নিতান্ত অসম্পূর্ণভাবেই প্রকাশিত হইল।

ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিলাম। যাহাদের ফেলিয়া গিয়াছিলাম সবই প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া আছে ইহাই ভাগ্য। একটু দেখাশুনা করিয়া সিমলা যাত্রা—রিপোর্ট আলোচনা, মন্তব্য কথন ও শ্রবণ ধারাবাহিকরূপে হইল। সরকারী প্রথা প্রণোদিত পান ভোজন, আদর অভ্যর্থনা, সম্বর্দ্ধনা অভিনন্দনের অভাব হইল না। বন্ধুগণ প্রীতিপ্রকাশ করিলেন, শত্রুগণ মুখ বাঁকাইলেন, 'মধ্যস্থগণ' শুভইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন ভবিষ্যৎ সাফল্যের আশা ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেন। কিছু পরে কমিশনের সভাপতি প্যাডিসন্ সাহেব নাইট উপাধিতে ঘোষিত হইলেন, সৈয়দ রেজা আলি পব্লিক সার্ভিস্ কমিশনের সদস্যপদ পাইয়া ধনাগমের উপায় পাইলেন, সেক্রেটারী জি, এস্, বাজপাই সাহেব সি, আই, ই উপাধিতে ভূষিত হইলেন, আমার ভাগ্যেও পড়িল সি, বি, ই (Companion of the British Empire) পালা শেষ—যবনিকা পতন।

১৯৩১ সালের Conference অধিবেশন উপলক্ষে Rev. Andrews পূর্ব্ববৎ শক্তি ও উৎসাহ সহকারে ভারতবাসীর মঙ্গলসাধনে প্রভূত চেষ্টা করেন। তখন সমস্যা শুধু দক্ষিণ আফ্রিকার নয়, পূর্ব্ব আফ্রিকাতেও ছাইয়া পড়িয়াছে। এরূপ যে ঘটিবে, তাহা আমি বুঝিয়াছিলাম, জানিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম।

তাহার পর পর্ব্বতের বহুদিন প্রসববেদনা অন্তে মূষিক প্রসবের পালা। ১৯২৬ সালে আমরা বহুযত্নে ও কষ্টে আপত্তিজনক আইনের রদ বদল জন্য সময় লইয়া আসিয়াছিলাম। ১৯২৭ সালের কন্‌ফারেন্সে কিয়ৎ পরিমাণে ভাঙ্গা গড়া করিয়া কোনও কোনও বিষয়ে নূতন সর্ত্ত সাব্যস্ত হয়। সে সর্ত্ত অনুসারেও কাজ না হওয়াতে ১৯৩১ সালে দ্বিতীয় কন্‌ফারেন্সের প্রয়োজন হয়। এই কয় বৎসরে যতদূর সম্ভব মধুর কথার ছায়ায় দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতবাসীর বিতাড়ণ কার্য্য চলিয়াছে। তাহাতেও ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট ও শ্বেত অধিবাসিগণের মন উঠে নাই। জমিজমা ও ব্যবসায় ও শ্রমিকনিয়ম সম্বন্ধে সামান্য যে সব সুবিধা ছিল, তাহাও অন্তর্দ্ধানের চেষ্টায় নূতন আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে। সেইজন্য ১৯৩১ সালের কনফারেন্সের প্রয়োজন হয়। সে নবনির্য্যাতন পালা আপাততঃ কিয়ৎপরিমাণে স্থগিত। Teilman Roos প্রমুখ বিশিষ্ট ভারত বিদ্বেষী সম্প্রদায় দক্ষিণ আফ্রিকা রাজনীতি ক্ষেত্রে সম্প্রতি হতবীর্য্য। General Hertzhog তাঁহাদের কথায় চলিতে বাধ্য হইতেন। এখন General Smutsএর সহিত তাঁহার দলের সন্ধিস্থাপিত হইয়াছে। উভয় দলে মিলিয়া হয়ত ভারতের মঙ্গল-কল্পে কিছু চেষ্টা করিতে পারেন কিন্তু 'যুঝিবার বেলা এক' মন্ত্রের সার্থকতা যদি আবার প্রতিপন্ন হয় তাহা হইলে বোধহয় Teilman Roos সম্প্রদায়ের বর্ব্বরতাও বরণীয় হইবে। এ সম্বন্ধে জেনারেল স্মাট্‌সের সহিত আমার পত্র ব্যবহার

হইয়াছিল তিনি ১৯৩৩ সালের ২রা মে তারিখের পত্রে আমায় লিখিয়াছেন :—

I hope that the political settlement come to here will really bring peace and quiet and redound to the happiness of all sections of our population. ভগবান তাহাই করুন। এ বিষয়ে যথার্থ সমালোচনা করিতে গেলেই অনেক অপ্রিয় কথা আসিয়া পড়িবে; এক্ষণে তাহা নিষ্ফল ও নিষ্প্রয়োজন। মন্দের ভাল হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়, তাহাই হউক। মোট কথা দাঁড়াইয়াছে এই যে, দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসিগণকে ভারতবর্ষে ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা নিষ্ফল হইয়াছে। পূর্ব্বাপর আমি যে মত প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি, এবং যেজন্য গভর্ণমেণ্টের বিরাগভাজন হইয়াছি তাহা এতদিনে সমর্থিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের যেরূপ জলবায়ু, যেরূপ রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা তাহাতে এই সকল হতভাগ্য ব্যক্তিকে দেশে ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা ও চেষ্টা ক্রূরতা ও বাতুলতা মাত্র।

দ্বিতীয় কথা, মুষ্টিমেয় যে ভারতবাসী এখনও দক্ষিণ আফ্রিকায় আছে, তাহাদের শতকরা ৮০ জন দক্ষিণ আফ্রিকাতেই জন্মিয়াছে—দক্ষিণ আফ্রিকাই তাহাদের দেশ—ভারতবর্ষ নয়। কোন কারণে কি নিয়মে তাহাদিগের সংখ্যা কমাইতে হইবে, তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে দেশচ্যুত করিতে হইবে—ইহা ডাক্তার ম্যালন ও তাঁহার সহযোগিগণ বুঝিতে চেষ্টাও করেন নাই, বুঝাইবার চেষ্টার ভাণও করেন নাই। মাথা পাতিয়া একথা লইতে হইবে এবং ১৯৩১ সালের কমিশনও তাহাই করিয়াছেন।

তাহাদিগকে ভারতবর্ষে ফেরান অসম্ভব দেখিয়া ও স্বীকার করিয়া

এখন কথা চলিয়াছে যে, তাহাদিগকে "যেন তেন প্রকারেণ" দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে বিতাড়িত করিয়া ফিজি, নিউগায়েনা প্রভৃতি জঘন্যতর দ্বীপে দ্বীপান্তরিত করা হইবে। তাহারা এখনও "না ঘাট্‌কা না ঘরকা"। স্যার ফজ্‌লি হোসেন বক্তৃতায় প্রলোভন দেখাইয়াছেন যে, উৎসাহশীল ভারতীয় যুবক শুধু দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে নয় ভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন প্রান্ত হইতেও এই সকল নবীনতর উপনিবেশে স্থান পাইলে সাফল্য ও রাজনৈতিক অধিকার প্রাচুর্য্য লাভ করিতে পারিবে। ফুটবলের ন্যায় তাহাদিগকে গড়াইয়া গড়াইয়া ভারত-গভর্ণমেণ্টের উপনিবেশ বিভাগ কবে কোনখানে কিভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিবেন, শ্রীভগবানই জানেন।